উত্তরবঙ্গের আত্মার আত্মীয়

উত্তরবঙ্গ সংবাদ

ফাইনালের
সেরা
জসপ্রীত বুমরাহ

টি টোয়েন্টি বিশ্বকাপ জয়ে ভারত ইতিহাসের নতুন উচ্চতায় পৌঁছেছে। তিনবার এই কাপজয়ী একমাত্র দেশ হিসেবে ভারত অনন্য গৌরব অর্জন করেছে।

এই জয় দলের খেলোয়াড়দের দক্ষতা, অদম্য ইচ্ছা ও দলীয় প্রচেষ্টার প্রতিফলন। প্রত্যেক ভারতীয়র হৃদয়কে তাঁরা পূর্ণ করেছেন। জয় হোক টিম ইন্ডিয়ার।

প্রতিযোগিতার
সেরা
সঞ্জু স্যামসন

শিলিগুড়ি ২৪ ফাল্গুন ১৪৩২ সোমবার ৫.০০ টাকা 9 March 2026 Monday 12 Pages Rs. 5.00 ইন্টারনেট সংস্করণ www.uttarbangasambad.in Vol No. 46 Issue No. 288

সাজো ত্রিমুকুটে

রূপকথার রাত। কিউয়ি জুজু উড়িয়ে তৃতীয়বার ২০ ওভারের ক্রিকেটে বিশ্বজয়ী ভারত। নরেন্দ্র মোদি স্টেডিয়ামে রবিবার।

বিশ্বকাপে
উত্তরবঙ্গ সংবাদ

অরিন্দম বন্দ্যোপাধ্যায়

ভারত-২৫৫/৫
নিউজিল্যান্ড-১৫৯ (১৯ ওভারে)

আহমেদাবাদ, ৮ মার্চ : অভিষেক শর্মার বলটা চালালেন জ্যাকব ডাফি। বাউন্ডারিতে লাফিয়ে ক্যাচ ধরলেন তিলক ভার্মা। আর সঙ্গে সঙ্গেই নরেন্দ্র মোদি স্টেডিয়ামের এক লক্ষ তিরিশ হাজার গ্যালারিতে শুরু হয়ে গেল শব্দকল্পদ্রুম! 'মা তুঝে সেলাম', 'লেহরা দো' থেকে 'ভারত মাতা কি জয়'- সবরমতীর তীরে ফাগুনের বাতাসে এখন শুধুই বিজয়ের সুর। ততক্ষণে হার্দিক পান্ডিয়া উঠে পড়েছেন সূর্যকুমার যাদবের কোলে। ঈশান কিষান পাগলের মতো দৌড়াচ্ছেন। আর ২০২৩ সালের ১৯ নভেম্বরের সেই দগদগে ক্ষত মুছে টিম ইন্ডিয়ার 'হিস্ট্রি ডিফিট' করার পালা সাঙ্গ। একপেশে ম্যাচে ৯৬ রানে জিতে ফের কুড়ির ক্রিকেটে বিশ্বসেরা হয়ে ইতিহাস গড়ার মায়াবী রাত আজ।

ম্যাচের আগের দিন সাংবাদিক সম্মেলনে কিউয়ি অধিনায়ক মিচেল স্যান্টনার হুঁশিয়ারি দিয়েছিলেন, মোতেরার গ্যালারিকে চুপ করিয়ে দেওয়াই তাঁদের লক্ষ্য। শুনে মুচকি হেসে ভারত অধিনায়ক সূর্যকুমার পালটা জবাব দিয়েছিলেন, 'সবাই আজকাল একই কথা বলছে। স্যান্টনার অন্তত নতুন কিছু ভেবে আসতে পারতেন!' মেগা ফাইনালে দেখা গেল, স্কাইয়ের সেই আত্মবিশ্বাসটাই অক্ষরে অক্ষরে মিলে গেল। সপ্তাহের সব দিন যেমন রবিবার হয় না, ঠিক তেমনই নিউজিল্যান্ড আর যাই হোক, প্যাট কামিন্সের অস্ট্রেলিয়া নয়!

এই বিশ্বজয় নিছক কোনও ট্রফি জয় নয়, এটা টি২০ ক্রিকেটের এক নয়া, স্পর্ধিত ব্যাকরণ। ভারতীয় থিংকট্যাংক ব্যাটারদের হাতে তুলে দিয়েছে 'লাইসেন্স টু ফায়ার'। উইকেট হারানোর কোনও ভয় নেই, ক্রিজে গিয়ে সেট হওয়ার পুরোনো ছকও নেই- ব্যাট হাতে নামো এবং প্রথম বল থেকে বিপক্ষ বোলারদের

এরপর আটের পাতায়

রাষ্ট্রপতির সফর নিয়ে বিতর্ক চরমে

প্রোটোকল, অব্যবস্থায় কেন্দ্র-রাজ্যের ধুন্ধুমার

রাহুল মজুমদার ও প্রিয়জিৎ দাস

শিলিগুড়ি ও কলকাতা, ৮ মার্চ : রাষ্ট্রপতির কর্মসূচিস্থলের অব্যবস্থা ও প্রোটোকল ভঙ্গের জোড়া ফলায় বিদ্ধ রাজ্য সরকার। এনিয়ে প্রশাসনিক ও রাজনৈতিক চাপানউতোরের মধ্যে সামনে এল ভয়ংকর তথ্য। শিলিগুড়ির কাছে গোঁসাইপুরে শনিবার রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মুর পূর্ব নির্ধারিত সভাস্থলে তাঁর জন্য তৈরি অস্থায়ী গ্রিনরুমের টয়লেট ব্লকে জলের ব্যবস্থাটুকু করেনি প্রশাসন।

সম্মেলনস্থল ছিল নোংরা। তাঁর যাতায়াতের পথের ধারে ছিল আবর্জনার স্তূপ। মুখ্যমন্ত্রী এলেও যেখানে রাস্তার ধারে জঞ্জাল থাকলে কাপড় লাগিয়ে আড়াল করে দেওয়া হয়, সেখানে রাষ্ট্রপতির জন্য কোনও ব্যবস্থাই ছিল না। এই অব্যবস্থার প্রতিকারে সম্মেলনের উদ্যোক্তারা আগাম বারবার প্রশাসনের দ্বারস্থ হলেও কোনও পদক্ষেপ করা হয়নি বলে অভিযোগ।

প্রশাসনের এই 'গাফিলতি' ও রাষ্ট্রপতির কর্মসূচিতে ক্যাবিনেট স্তরের কোনও মন্ত্রীর উপস্থিত থাকার প্রোটোকল লঙ্ঘনের অভিযোগে রবিবার নবান্নের কৈফিয়ত তলব করে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রক। কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রসচিব গোবিন্দ মোহন রবিবার বিকাল ৫টার মধ্যে ওই বিষয়ের ব্যাখ্যা চেয়ে চিঠি পাঠান রাজ্যের মুখ্যসচিব নন্দিনী চক্রবর্তীকে। রাজ্য সরকার জবাবে দাবি করেছে, কোনও প্রোটোকল ভাঙা হয়নি। রাষ্ট্রপতিকে স্বাগত বা বিদায় জানাতে কারা উপস্থিত থাকবেন, তা দু'পক্ষের আলোচনায় স্থির হয়েছিল। রাষ্ট্রপতির সচিবালয় এবং নবান্নের মধ্যে এনিয়ে যা যা নথি এবং তথ্য চালাচালি হয়েছে, তা ওই রিপোর্টে জানানো হয়। রাষ্ট্রপতির সচিবালয় থেকে কারা কারা 'লাইন আপ' অনুযায়ী রাষ্ট্রপতিকে স্বাগত ও বিদায় জানানোর সময় থাকবেন, তা জানানো ছিল বলে রাজ্যের দাবি। ওই 'লাইন আপে' মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নাম ছিল না।

যদিও রাষ্ট্রপতিকে 'অসম্মানে'র অভিযোগে রবিবারও তৃণমূল সরকারের নাম করে তীব্র আক্রমণ শানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। নয়াদিল্লিতে মেট্রো রেলের এক কর্মসূচিতে তিনি বলেন, 'আমাদের দেশে প্রবাদ আছে, যিনি যতই শক্তিশালী হোন না, অহংকার তাঁর পতন ঘটাবেই। আমি দেশের রাজধানী থেকে সকলকে বার্তা দিচ্ছি, তৃণমূলের নোংরা রাজনীতি ও ক্ষমতার অহংকার শীঘ্রই ভেঙে যাবে। শুধু রাষ্ট্রপতিকে নয়, সংবিধান এবং গণতন্ত্রকে অপমান করেছে তৃণমূল।'

জবাবে একটি পুরোনো ছবি দেখিয়ে ধর্মতলার ধর্না মঞ্চে মুখ্যমন্ত্রী মমতা এবং মথুরাপুরের জনসভায় অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় অভিযোগ করেন, দ্রৌপদী মুর্মুকে তাঁরা নন, অপমান করেছেন মোদিই। ওই ছবিতে রাষ্ট্রপতি দাঁড়িয়ে রয়েছেন আর বর্ষীয়ান বিজেপি নেতা লালকৃষ্ণ আদবানির পাশে বসে রয়েছেন প্রধানমন্ত্রী। তৃণমূল নেত্রী বলেন, 'এটা পিআইবি-র ছবি। রাষ্ট্রপতিকে আমন্ত্রণ করে দাঁড় করিয়ে রেখে নিজে বসে আছেন, সেটা অপমান নয়?'

এরপর আটের পাতায়

১) 'আফসোস থেকে যাবে জীবনভর...'
২) সাঁওতাল সম্মেলনে দুই ফুলের সক্রিয়তা

▸▸ পাঁচের পাতায়

সুলকাপাড়া গ্রামীণ হাসপাতালের নয়া এক্স-রে ইউনিটের ভবন।

৬৬টি প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে বরাদ্দ ৯৪ কোটি টাকা

শুভজিৎ দত্ত

নাগরাকাটা, ৮ মার্চ : ভবনহীন বা ভবন থাকলেও পরিস্থিতি ভালো নয়, এমন ৬৬টি প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রের নতুন ভবন নির্মাণের অনুমোদন দিল স্বাস্থ্য দপ্তর। এই তালিকায় উত্তরবঙ্গেরও বেশ কয়েকটি প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্র রয়েছে। জলপাইগুড়িতে রয়েছে রাজগঞ্জ ব্লকের শিকারপুর ও কালীনগর প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্র। ওই দুটি প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে বর্তমানে অন্তর্বিভাগ নেই। নতুন ভবন তৈরি হলে তা চালু হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। জলপাইগুড়ির মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক ডাঃ অসীম হালদার বলেন, সরকারি নির্দেশিকা মোতাবেক কাজ হবে।

স্বাস্থ্য দপ্তর সূত্রে জানা গিয়েছে, ৬৬টি ভবন তৈরির জন্য সবমিলিয়ে ব্যয়বরাদ্দ ধরা হয়েছে প্রায় ৯৪ কোটি ৩৪ লক্ষ টাকা। প্রতিটি প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্র পিছু খরচ হবে ১ কোটি ৪২ লক্ষ ৪৭ হাজার ৬৯৪ টাকা। স্বাস্থ্যকেন্দ্রগুলি তৈরি হবে বাঁকুড়া, বীরভূম, কোচবিহার, হুগলি, হাওড়া, জলপাইগুড়ি, ঝাড়গ্রাম, মালদা, মুর্শিদাবাদ, নদিয়া, উত্তর চব্বিশ পরগনা, পশ্চিম মেদিনীপুর, পূর্ব বর্ধমান সহ কয়েক জেলায়। এমন স্বাস্থ্যকেন্দ্র তৈরি হবে শিলিগুড়ি মহকুমা পরিষদ এলাকাতেও। উত্তরবঙ্গে জলপাইগুড়ি জেলার রাজগঞ্জ ব্লকের শিকারপুর ও কালীনগর ছাড়াও কোচবিহারের সিতাই ব্লকের আদাবাড়ি, দিনহাটা ২ নম্বর ব্লকের কিশামত দশগ্রাম, দার্জিলিং জেলার শিলিগুড়ি মহকুমা পরিষদের খড়িবাড়ি ব্লকের রাঙ্গালি, মালদার মানিকচক ব্লকের ভূতনি, রতুয়া-১ ব্লকের দেবীপুর প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্র সহ আরও বেশ কয়েকটি রয়েছে। জানা গিয়েছে, জাতীয় স্বাস্থ্য মিশনের মাধ্যমে ২০২৪-'২৫ অর্থবর্ষের পঞ্চদশ অর্থ কমিশনের মাধ্যমে পাওয়া টাকা এক্ষেত্রে খরচ করা হবে। বর্তমানে বেশ কিছু পুরোনো প্রকল্পের কাজ চলছে। জলপাইগুড়ি জেলাতেও কয়েকটি প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রের নয়া ভবন তৈরি হচ্ছে।

সরকারি নির্দেশিকায় টেন্ডার প্রক্রিয়া দ্রুত শেষ করে ফেলার কথা বলা হয়েছে। এরপর কাজ শুরু হওয়ার পর ৯ মাসের মধ্যে নির্মাণ শেষ করতে হবে। কাজের অগ্রগতি পর্যবেক্ষণ করবে রাজ্য স্বাস্থ্য দপ্তর। এই প্রকল্প বাস্তবায়িত হওয়ার পর গ্রামীণ এলাকায় স্বাস্থ্য পরিষেবা আরও উন্নত হবে এবং সাধারণ মানুষের চিকিৎসা পরিষেবা পেতে সুবিধা হবে বলে মনে করছেন স্বাস্থ্যকর্তারা।

পিওনের পদে ভিড় উচ্চশিক্ষিতদের

এম আনওয়ারউল হক

স্কুল সার্ভিস কমিশনের গ্রুপ-ডি'র পরীক্ষায় সিট নম্বর খুঁজতে ব্যস্ত পরীক্ষার্থীরা। রবিবার গাজোলে। ছবি : পঙ্কজ ঘোষ

মালদা, ৮ মার্চ : আন্তর্জাতিক নারী দিবসেই রাজ্যের চাকরির বাজারের এক কঠিন বাস্তব ছবি সামনে এল। উচ্চশিক্ষার ডিগ্রি নিয়েও যখন উপযুক্ত কাজ মিলছে না, তখন পিওনের পদেই ভবিষ্যৎ খুঁজতে হচ্ছে তরুণ-তরুণীদের। পিএইচডি স্কলার থেকে এমএ, বিএড দুই তরুণীকেও তাই রবিবার স্কুল সার্ভিস কমিশনের গ্রুপ-ডি'র পরীক্ষায় বসতে দেখা গিয়েছে।

ভূগর্ভস্থ পানীয় জল নিয়ে রাজস্থান বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পিএইচডি করছেন ফাল্গুনী মজুমদার। অন্যদিকে, কাজলী চক্রবর্তী সংস্কৃত নিয়ে স্নাতকোত্তর হওয়ার পর বিএড করেছেন। উচ্চশিক্ষিত হয়েও উপযুক্ত স্থায়ী চাকরির সুযোগ না মেলায় দুজনেই এই পরীক্ষায় বসেছেন। তাঁদের বক্তব্য, কেন্দ্রীয় বা রাজ্য সরকারি, কোথাও উপযুক্ত চাকরির সুযোগের তেমন সম্ভাবনা চোখে পড়ছে না। ভবিষ্যৎ নিয়ে অনিশ্চয়তার মধ্যেই তাই বাধ্য হয়ে পিওন পদের জন্য আবেদন করেছিলেন। ফাল্গুনীর বাড়ি নদিয়ার রানাঘাটে হলেও কলকাতার শ্বশুরবাড়িতে থাকেন। তাঁর স্বামী রেলের কর্মী হিসেবে শিয়ালদায় কর্মরত। তবে শ্বশুর মালদায় কর্মরত হওয়ায় সেই সূত্রে মালদা থেকেই পরীক্ষার ফর্ম পূরণ করেছিলেন তিনি। ফাল্গুনী বলছেন, 'সমাজে অনেকসময় রোজগার না থাকলে নারীদের নানা প্রশ্নের মুখে পড়তে হয়। সেই বাস্তবতাও এই সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষেত্রে প্রভাব ফেলেছে।' কাজলীর বাড়ি মালদা জেলায়। অবিবাহিতা কাজলী বর্তমানে গেট ও নেট-এর প্রস্তুতি নিচ্ছেন।

রবিবার পরীক্ষা শেষে দুই তরুণীর মুখে ছিল স্বস্তির হাসি। তাঁদের দাবি, বেশিরভাগ প্রশ্নের উত্তরই দিতে পেরেছেন। তাঁরা জানালেন, কর্মজীবন শুরু করতে হলে পিওনের পদ থেকেও শুরু করতে তাঁদের আপত্তি নেই। তাঁদের কথায়, কোনও কাজই ছোট নয়। ছোট পদ থেকেও কাজ শুরু করা ভালো। কাজ থাকাটাই বড় কথা, সেটাই সম্মানের।

উচ্চশিক্ষিত তরুণীদের এই সিদ্ধান্ত একদিকে যেমন কর্মসংস্থানের সংকটের কঠিন ছবি তুলে ধরছে, পাশাপাশি নারী দিবসের দিনই নারীদের সংগ্রাম, আত্মসম্মান এবং বাস্তবতার লড়াইয়ের কথাও সামনে আনছে। চাকরির সুযোগের অভাব আজ ডিগ্রিধারী বহু তরুণ-তরুণীকেই বাধ্য করছে নিম্নপদের চাকরির জন্য আবেদন করতে। পিএইচডি স্কলারের গ্রুপ-ডি পরীক্ষায় বসার ঘটনাই যেন তা নতুন করে সামনে নিয়ে এল।

> সমাজে অনেকসময় রোজগার না থাকলে নারীদের নানা প্রশ্নের মুখে পড়তে হয়। সেই বাস্তবতাও এই সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষেত্রে প্রভাব ফেলেছে।
>
> **ফাল্গুনী মজুমদার,** পিএইচডি গবেষক

আসা-যাওয়া কাজের মাঝে... রবিবার বালুরঘাটে মাজিদুর সরদারের তোলা ছবি।

চাকরির পরীক্ষায় স্বপ্নার ভরসা খুদে মৌমিতা

সায়ন দে

আলিপুরদুয়ার, ৮ মার্চ : অদম্য জেদ আর আত্মবিশ্বাসের সামনে শারীরিক প্রতিবন্ধকতা যে তুচ্ছ, রবিবার আলিপুরদুয়ার বিশ্ববিদ্যালয়ে তারই এক অনন্য নজির সৃষ্টি হল। দক্ষিণ ২৪ পরগনার কাকদ্বীপের বাসিন্দা, জন্মগত দৃষ্টিহীন পরীক্ষার্থী স্বপ্না সরদার এদিন আলিপুরদুয়ারে এসেছিলেন রাজ্য স্কুল সার্ভিস কমিশনের গ্রুপ-ডি পরীক্ষায় বসতে। আর এই কঠিন লড়াইয়ে তাঁর 'চোখ' হয়ে পরীক্ষা দিয়ে মানবিকতার এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত স্থাপন করল আলিপুরদুয়ার নেতাজি বিদ্যাপীঠ হাইস্কুলের সপ্তম শ্রেণির ছাত্রী মৌমিতা বর্মন। ভোলারডাবরি সংহতি সংঘ এলাকার বাসিন্দা মৌমিতার এই সাহসী পদক্ষেপকে

কুর্নিশ জানিয়েছেন শিক্ষানুরাগী থেকে সাধারণ মানুষ।

ক্যালকাটা ব্লাইন্ড স্কুল এবং বিশ্বভারতীর পাঠ চুকিয়ে স্বপ্না বর্তমানে রাজ্য ও কেন্দ্রীয় সরকারের বিভিন্ন চাকরির পরীক্ষার প্রস্তুতি নিচ্ছেন। সেই সূত্রেই গ্রুপ-ডি পরীক্ষায় আবেদন করেছিলেন তিনি। কিন্তু তাঁর পরীক্ষাকেন্দ্র উত্তরবঙ্গ জোনের আলিপুরদুয়ারে পড়ায় এবং নিজের কোনও শ্রুতিলেখক বা রাইটার না থাকায় দুশ্চিন্তায় পড়েছিলেন স্বপ্না। সাধারণত এই পরীক্ষায় নীচু ক্লাসের কোনও পড়ুয়াকে সহায়ক হিসেবে বসানো হয়। সুদূর দক্ষিণবঙ্গ থেকে এসে আলিপুরদুয়ারে কাকে সহায়ক পাবেন, তা নিয়ে যখন তিনি দিশেহারা, তখনই ত্রাতা হিসেবে এগিয়ে আসে খুদে মৌমিতা।

পরীক্ষা শেষে হাসিমুখে স্বপ্না বলেন, 'আমি খুবই খুশি মৌমিতার মতো একজন সহায়ককে পাশে পেয়ে। ও ক্লাস সেভেনের ছাত্রী হওয়া সত্ত্বেও যেভাবে আমায় পরীক্ষা হলে প্রশ্ন পড়ে শোনানো ও আমার দেওয়া উত্তরমতোই ওএমআর শিট-এ পরীক্ষা দিল সেজন্য তাকে আমার পক্ষ থেকে ধন্যবাদ।'

অন্যদিকে, এই প্রথম রাইটার হিসেবে কাজ করে বেশ উৎসাহিত মৌমিতাও। তার কথায়, 'আগামীতেও সুযোগ পেলে এভাবে পরীক্ষায় বসব।'

মৌমিতার স্কুলের ভারপ্রাপ্ত শিক্ষক অশোক দাস বলেন, 'আমি ফোনে মৌমিতার সঙ্গে যোগাযোগ করি। তার অভিভাবকের সঙ্গে কথা বলি। মৌমিতাও রাজি হয়। ওর আগ্রহ ও এই মনোভাব আমাদের গর্বিত করেছে।'

অ্যাফিডেভিট

আমার জন্ম শংসাপত্রে REG. No. B/2025/1767246 এবং পুরোনো জন্ম শংসাপত্রে REG No. 2039, তাং 08-01-1981 আমার মার নাম ভুলবশত Anoyara Begam লিপিবদ্ধ হয়েছে। গত 06-03-26, C.J. (JR. DIVN.) ADDL. Court, সদর, কোচবিহার অ্যাফিডেভিট দ্বারা আমার মা Nabijan Nesa এবং Anoyara Begam এক এবং অভিন্ন ব্যক্তি হিসেবে পরিচিত হলেন। Pappa Hossain, দেবীবাড়ি, সুশীল দাস পল্লি, ওয়ার্ড নং - 19, থানা : কোতোয়ালি, পো: এবং জেলা : কোচবিহার, প:ব:। (C/120607)

•

আধার কার্ডে আমার নাম Ashim Kumar Dutta আছে। পোস্ট অফিসের পাশ বইতে Ashim Dutta থাকায় গত ইং 8/1/26 তারিখে জলপাইগুড়ি E.M কোর্টে অ্যাফিডেভিট বলে Ashim Kumar Dutta ও Ashim Dutta উভয়ই এক ও একই ব্যক্তি বলে পরিচিত হইলাম। ধূপগুড়ি, ওয়ার্ড নং 13 জলপাইগুড়ি। (AB)

SILIGURI MAHAKUMA PARISHAD
Haren Mukherjee Road, Hakim Para
Siliguri - 734001
NIeT No. 46-DE/SMP/2025-26
On behalf of Siliguri Mahakuma Parishad, e-tender is invited by District Engineer, SMP, from bonafide resourceful contractors for different civil works under Siliguri Mahakuma Parishad. **Date & time Schedule for Bids of work Start date of submission of bid : (as per server clock) Last date of submission of bid : (as per server clock)** All other details will be available from SMP Notice Board. Intending tenderers may visit the website, namely : **http://wbtenders.gov.in** for further details.
Sd/-
DE, SMP

কর্মখালি

কাপড় দোকান আমন্ত্রণ শিলিগুড়িতে Sales/Cashier মহিলা/পুরুষকর্মী আবশ্যক। M - 7699990313.

•

Pharma Experienced so earn more, start business in PPE Model, not PD, Kolkata Com. Send CV 9230495678. (K)

ভাড়া

শিলিগুড়ির বাঘেশ্বর মোড়ে 4000 sq.ft space Godown হিসাবে ভাড়া দিতে চাই। (M) - 98320-33773. (C/120499)

Siliguri Jalpaiguri Development Authority
Himachal Vihar, Near - Passport Seva Laghu Kendra, Matigara - 734010
NOTICE FOR LOTTERY OF EWS HOUSING
The Chief Executive Officer, Siliguri Jalpaiguri Development Authority, Siliguri would like to inform all the applicants of EWS housing at Utshodhara that the lottery for allotment of the flats shall held on 10/03/2026 at 11.00 AM at the Community Hall, Himachal Vihar Opposite Passport Seva Laghu Kendra, Matigara. All applicants are requested to remain present on the venue on the scheduled date and time. All details can be obtained from the website - **www.sjda.org** or contact Administrative Section of SJDA at (0353)2512922, 2515647.
Sd/-
Chief Executive Officer

রেলের তৎপরতা

নিউজ ব্যুরো, ৮ মার্চ : উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের আরপিএফ গত ২৮ ফেব্রুয়ারি থেকে ৪ মার্চের মধ্যে অভিযান চালিয়ে বিভিন্ন স্টেশন এবং ট্রেন থেকে অপরাধীদের গ্রেপ্তার করেছে। ২ মার্চ হোজাইতে আরপিএফ কর্মীরা ১৩১৭৬ ডাউন-এ পাথর ছোড়ার ঘটনায় জড়িত একজনকে গ্রেপ্তার করে। একইভাবে, ৪ মার্চ ১৫৯৪৬ ডাউন-এ পাথর ছোড়ার অভিযোগে আরও একজনকে গ্রেপ্তার করেছে। অন্যদিকে, ২ মার্চ নিউ আলিপুরদুয়ারে আরপিএফ এবং জিআরপি কর্মীরা ০১৬৬৬ ডাউন থেকে প্রায় ২৫.৪৫ লক্ষ টাকা মূল্যের ৫০.৯০০ কেজি গাঁজা বাজেয়াপ্ত করে। ১ মার্চ থেকে ৪ মার্চের মধ্যে গুয়াহাটি, রঙ্গিয়া, কাটিহার, কিশনগঞ্জ এবং বারসই সহ বেশ কয়েকটি স্টেশন থেকে মদ বাজেয়াপ্ত হয়েছে। ২-৪ মার্চের মধ্যে গুয়াহাটি, বদরপুর, লামডিং এবং কামাখ্যা স্টেশন থেকে বেশ কয়েকজন পলাতক নাবালক এবং অসহায় যাত্রীকে উদ্ধার করা হয় বলে জানিয়েছেন উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের মুখ্য জনসংযোগ আধিকারিক কপিঞ্জলকিশোর শর্মা।

গানে গানে মানবিকতার সুর

রণজিৎ ঘোষ

দার্জিলিং, ৮ মার্চ : দার্জিলিংয়ের চেনা কুয়াশা আর মেঘ-রোদ্দুরের খেলার মাঝেই কান পাতলে শোনা যায় গিটারের টুংটাং আর পাহাড়ি সুর। কিন্তু সেই চিরপরিচিত সুরের মূর্ছনায় এবার মিশেছে এক বুক মানবিকতা আর একরাশ লড়াইয়ের গল্প। নিজেদের জীবনে চরম বেকারত্বের গ্লানি থাকলেও, পাহাড়ের একদল তরুণের গলায় এখন শুধুই অসহায় মানুষের মুখে হাসি ফোটানোর গান।

আনমোল রাই, আশিক রাই, অ্যারন রাই এবং সিমন মঙ্গর- এই চার তরুণ কেউই পেশাদার শিল্পী নন। ছোটবেলা থেকেই চার বন্ধু মিলে গানের আড্ডায় মেতে থাকতেন, প্রথাগত তালিমের ধার তাঁরা ধারেননি। আনমোল উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে রাষ্ট্রবিজ্ঞানে স্নাতকোত্তর করছেন, বাকিরা পড়াশোনা শেষ করে আপাতত চাকরির সন্ধানে। মাঝেমধ্যে হোটেলের পার্টিতে ডাক পড়লে তাঁরা গান। কিন্তু নিজেদের এই সংগ্রামের

চকবাজারে গান গেয়ে অর্থসংগ্রহ করছেন চার তরুণ।

ফাঁকেই তাঁরা বেছে নিয়েছেন এক বৃহত্তর সামাজিক দায়িত্ব। ২০২১ সাল থেকে এই চার বন্ধু পথে নেমেছেন অসহায় মানুষের পাশে দাঁড়াতে।

দার্জিলিংয়ের ব্যস্ততম চকবাজারে মোবাইলে ট্র্যাক চালিয়ে একের পর এক হৃদয়স্পর্শী গান গান ওই তরুণরা। পথচলতি থেকে শুরু করে পর্যটকরাও থমকে সেই গান শুনছেন, কেউ কেউ মোবাইলে লেন্সবন্দি করছেন মুহূর্তটিকে। উৎসাহী দু-একজন আবার নিজেই মাইক হাতে নিয়ে দু'কলি গান কখনও। সিমন মঙ্গরের সুমধুর গলায় যখন 'অ্যায় যাতে হুয়ে লমহো, জরা ঠ্যাহরো...' গানটি ভেসে উঠছে, তখন তাঁদের ঠিক পিছনেই আর্টপেপারে সাঁটা এক হাসপাতালে শয্যাশায়ী এক রোগীর ছবি, সঙ্গে তাঁর পরিচয়। ঠিক সামনেই রাখা একটি দানবাক্স।

ছবির ওই রোগীর নাম সুবোধ ছেত্রী (২৬)। টুং এলাকার এই বাসিন্দা বিগত তিন-চার বছর ধরে কিডনির দুরারোগ্য ব্যাধিতে আক্রান্ত। চিকিৎসকরা তাঁর কিডনি প্রতিস্থাপনের পরামর্শ দিয়েছেন। চিকিৎসার বিপুল খরচ জোগাতে পরিবারটি আজ কার্যত নিঃস্ব। অসহায় সেই পরিবারটি যখন আনমোলদের দ্বারস্থ হয়, তখন তাঁরা হাসিমুখে নিজেদের কাঁধে তুলে নেন অর্থ সংগ্রহের দায়িত্ব। আনমোলের কথায়, 'গরিব ও দুঃস্থ মানুষের সাহায্যে এগিয়ে এলে মনে এক অদ্ভুত শান্তি মেলে।' আগামী ১৪ দিন ধরে তাঁরা এভাবেই শহরজুড়ে গান গেয়ে সুবোধের চিকিৎসার জন্য অর্থ সংগ্রহ করবেন এবং পরে তা তুলে দেবেন ওই পরিবারের হাতে।

তরুণদের এই মহতী উদ্যোগকে কুর্নিশ জানিয়েছেন দার্জিলিং পুরসভার চেয়ারম্যান দীপেন ঠাকুরি। তাঁদের গান গাওয়ার সবরকম ব্যবস্থা করে তিনি বলেন, আমাদের শহরের এই ছেলেদের প্রচেষ্টা দেখে আমি সত্যিই গর্বিত।' পুরসভার চেয়ারম্যানের অনুমতি ও সহযোগিতা ছাড়া রাস্তায় সাউন্ড বক্স বাজিয়ে এই কাজ করা সম্ভব হত না বলে তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞতা জানিয়েছেন সিমনরাও। পাহাড়ের সাধারণ মানুষও এই মানবিক উদ্যোগে স্বতঃস্ফূর্তভাবে শামিল হচ্ছেন। দানবাক্সে ১০০ টাকা দিয়ে লেবং কার্ট রোডের বাসিন্দা সোনম ইয়নজন যেমন বললেন, 'ছেলেগুলো খুব ভালো কাজ করছে, আমাদের সবারই উচিত ওদের সহযোগিতা করা।'

হোমের পুনর্মিলনে স্মৃতিরোমন্থনে প্রাক্তনীরা

গৌরহরি দাস

কোচবিহার, ৮ মার্চ : একটা সময় কার্যত সকলেই ছিলেন অনাথ। সেসময় নিরাশ্রয় নারী ও শিশু সেবাভবনের হোমই ছিল ওঁদের একমাত্র ঠিকানা। তাঁদের মধ্যে কেউ জার্মানে উচ্চপদে কর্মরত, আবার কেউ কলেজে অধ্যাপনা করেন, কেউ আবার বিশ্ববিদ্যালয়ে কর্মজীবন কাটিয়ে অবসরে। পুনর্মিলন উৎসবে যোগ দিতে দীর্ঘ বছর পর 'নিজের বাড়ি'-তে ফিরে আবেগঘন প্রত্যেকেই। এখনকার আবাসিক ছোট ভাইবোনদের সঙ্গে আনন্দে মেতে উঠলেন তাঁরা। অনেকের চোখের কোণ ভিজে গেল স্মৃতির পথে হাঁটতে গিয়ে।

দুঃস্থ ও অনাথ শিশুদের জন্য ১৯৫৭ সালে নিরাশ্রয় নারী ও শিশু সেবাভবন গড়ে ওঠে। কোচবিহারে দুটি হোমের প্রতিষ্ঠা করেন বিশিষ্ট স্বাধীনতা সংগ্রামী ও সমাজসেবক অনিলকুমার সেনগুপ্ত। কোচবিহার শহর লাগোয়া চাকির মোড় এলাকার

ঘুঘুমারিতে হোমের প্রাক্তনীরা। রবিবার।

হোমটি মেয়েদের। ঘুঘুমারি হাইস্কুল লাগোয়া হোমটি ছেলেদের। হোম কমিটির উদ্যোগ ও প্রাক্তনীদের সহযোগিতায় রবিবার ঘুঘুমারির হোমের জায়গায় পুনর্মিলন উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানের শুরুতেই হোম দুটির প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক অনিলকুমার সেনগুপ্তের আবক্ষমূর্তির আবরণ উন্মোচন ও স্মরণিকা প্রকাশ হয়।

স্মৃতিতে ফিরে প্রাক্তনী গুরুদাস দাস বললেন, 'বাবা অসমে মোয়া বিক্রি করতেন। আমাকে কোচবিহারে কাকার বাড়িতে রেখেছিলেন। কিন্তু কাকা হোমে রেখে যান। ১৯৬৬ থেকে ১৯৭৬ সাল পর্যন্ত এখানে প্রথম শ্রেণি থেকে মাধ্যমিক পাশ করেছি। পরে নানা চড়াই উতরাইয়ের মধ্য দিয়ে উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে অর্থবিদ্যায় মাস্টার ডিগ্রি করি। তারপর অসমের নর্থ-ইস্ট হিল ইউনিভার্সিটিতে অধ্যাপনা। শেষে শিলচরের এনআইটি থেকে অবসর।' তার সঙ্গে ছিলেন স্ত্রী তথা শিলচরে অসম বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলার অধ্যাপক বেলা দাস। মাধ্যমিকে হোমের যে সমস্ত ছাত্রছাত্রী ভালো ফল করবে, তাদের পুরস্কার দেওয়ার জন্য তিনি এক লক্ষ টাকা দিয়েছেন। সদ্য দিনহাটা হাসপাতাল থেকে সিস্টার ইনচার্জের পদ থেকে অবসর নিয়েছেন জলি সরকার। দুটো হোমের জন্য তিনি দুটো আলমারি সহ লক্ষাধিক টাকার বই দিয়েছেন। তাঁর কথায়, 'আমাদের সময় হোমে বইয়ের খুব অভাব ছিল। আমাদের ভাইবোনেদের যাতে বইয়ের কোনও সমস্যা না হয় সেজন্যই এটা দিলাম।' এসেছিলেন ফালাকাটা কলেজের বাংলার অধ্যাপক রঞ্জন রায়। দীর্ঘদিন বাদে বাড়িতে ফিরে ভাইবোনদের সঙ্গে কথা বলে নস্টালজিয়ায় ফিরে যান তিনি।

শংকরপ্রসাদ পাল মাসখানেক আগে সরকারি উচ্চপদের কর্মজীবন শেষ করেছেন। তিনি বলেন, '১৯৬৭ থেকে ১৯৭৩ সাল পর্যন্ত আমি এখানে ছিলাম। আমাদের সময় অভাবের জন্য হোমের প্রতিষ্ঠাতা মানুষের কাছে ভিক্ষে করেছেন। এখন আমাদের ভাইবোনেরা ভালো আছে দেখে এত আনন্দ হচ্ছে।' ৫৬ বছর আগে সুকুমার দত্ত হোম ছাড়েন। এখনকার আবাসিকদের প্রতি তিনি বলেন, 'জীবনে বড় হতে গেলে গুরুজনদের কথা অমান্য করবে না।' প্রাক্তনীদের সঙ্গে কথা বলতে পেরে আপ্লুত দশম শ্রেণির স্নেহা মল্লিক, সাথী সিং, শুভজিৎ বর্মন, দ্বাদশ শ্রেণির শিবশংকর দে সহ প্রত্যেকেই।

জার্মানিতে কর্মরত প্রাক্তনী বিমান নাগ আসতে না পারলেও অর্থসাহায্য করেছেন বলে জানান হোমের কোষাধ্যক্ষ সঞ্জয় সরকার। হোম পরিচালন কমিটির সম্পাদক অলক রায় বলেন, '৬৯ বছরে এই প্রথম পুনর্মিলন হল। শতাধিক প্রাক্তনী এসেছেন। খুবই ভালো লাগছে।'

আজকের দিনটি

শ্রীদেবাচার্য্য
৯৪৩৪৩১৭৩৯১

মেষ : বকেয়া অর্থ ফেরত পেয়ে স্বস্তি। পরিবারের সঙ্গে ভ্রমণে আনন্দ। বৃষ : বন্ধুর সাহায্যে ব্যবসায় জটিলতা কাটবে। স্বনিযুক্তি প্রকল্পে সাফল্য মিলবে। মিথুন : অতিরিক্ত চাইতে যাবেন না। ছেলের চাকরির খবরে আনন্দ। কর্কট : নতুন বাড়ি, জমি কেনার আগে অভিজ্ঞের সঙ্গে পরামর্শ করে নিন। নতুন ব্যবসার কাজে দূরে যেতে হতে পারে। সিংহ : দূরের বন্ধুর সুসংবাদ পেয়ে খুশি হবেন। কর্মপ্রার্থীরা ভালো খবর পেতে পারেন। কন্যা : বাবার সঙ্গে ব্যবসা নিয়ে সামান্য মতভেদ। অকারণে কাউকে উপদেশ দিতে গিয়ে অপমানিত। তুলা : দূরের কোনও বন্ধুর কাছে বেড়াতে যাওয়ার পরিকল্পনা। মেয়ের চাকরির খবরে আনন্দ। বৃশ্চিক : খুব বেশি চাইতে যাবেন না। যা পাচ্ছেন তাই নিয়ে সন্তুষ্ট থাকুন। রাস্তাঘাটে সাবধানে চলাফেরা করুন। ধনু : নতুন কোনও চাকরির সুযোগ আসবে। অনৈতিক কাজ থেকে দূরে থাকুন। মকর : কর্মক্ষেত্রে সহকর্মীদের সহযোগিতা থেকে বঞ্চিত হবেন। মায়ের শরীর নিয়ে চিন্তা কাটবে। কুম্ভ : সংসারের কাজে সারাদিন ব্যস্ত থাকতে হবে। পাওনা আদায় হওয়ায় স্বস্তি। মীন : বিদেশে যাওয়ার বাধা কেটে যাবে। পথে চলতে খুব সতর্ক থাকুন।

দিনপঞ্জি

শ্রীমদনগুপ্তের ফুলপঞ্জিকা মতে ২৪ ফাল্গুন, ১৪৩২, ভাঃ ১৮ ফাল্গুন, ৯ মার্চ, ২০২৬, ২৪ ফাগুন, সংবৎ ৬ চৈত্র বদি, ১৯ রমজান। সূঃউঃ ৫।৫৭ অঃ ৫।৩৯। সোমবার, ষষ্ঠী রাত্রি ১০।২৮। বিশাখানক্ষত্র দিবা ৩।৩৯। ব্যাঘাতযোগ দিবা ৭।২৫। গরকরণ দিবা ৯।২৯ গতে বণিজকরণ রাত্রি ১০।২৮ গতে বিষ্টিকরণ। জন্মে- তুলারাশি শূদ্রবর্ণ মতান্তরে ক্ষত্রিয়বর্ণ রাক্ষসগণ অষ্টোত্তরী বুধের ও বিংশোত্তরী বৃহস্পতির দশা, দিবা ৯।৩ গতে বৃশ্চিকরাশি বিপ্রবর্ণ, দিবা ৩।৩৯ গতে দেবগণ অষ্টোত্তরী ও বিংশোত্তরী শনির দশা। মৃতে-দ্বিপাদদোষ, দিবা ৩।৩৯ গতে দোষ নাই, রাত্রি ১০।২৮ গতে একপাদদোষ। যোগিনী-পশ্চিমে, রাত্রি ১০।২৮ গতে বায়ুকোণে। কালবেলাদি ৭।২৫ গতে ৮।৫৩ মধ্যে ও ২।৪৪ গতে ৪।১২ মধ্যে। কালরাত্রি ১০।১৬ গতে ১১।৪৮ মধ্যে। যাত্রা- নাই। শুভকর্ম- দিবা ৭।২৫ মধ্যে পুনঃদিবা ১১।১ গতে পুণ্যাহ বৃক্ষাদিরোপণ, দিবা ৭।২৫ মধ্যে পুনঃদিবা ১১।১ গতে ২।৪৪ মধ্যে বিক্রয়বাণিজ্য ধান্যবৃদ্ধিদান, অপরাহ্ণ ৪।১২ গতে নবশয্যাসনাদ্যুপভোগ পুংরত্নধারণ শঙ্খরত্নধারণ দেবতাগঠন ক্রয়বাণিজ্য বিপণ্যারম্ভ কুমারীনাসিকাবেধ বাহনক্রয়বিক্রয় কম্পিউটার নির্মাণ ও চালন। বিবাহ- সন্ধ্যা ৬।২ গতে রাত্রি ১০।১৬ মধ্যে কন্যা ও তুলালগ্নে সুতহিবুকযোগে বিবাহ। বিবিধ (শ্রাদ্ধ)-ষষ্ঠীর একোদ্দিষ্ট ও সপিণ্ডন। অমৃতযোগ- দিবা ৭।৯ মধ্যে ও ১০।২৬ গতে ১২।৫৩ মধ্যে এবং রাত্রি ৬।৩৫ গতে ৮।৫৫ মধ্যে ও ১১।১৬ গতে ২।২৩ মধ্যে। মাহেন্দ্রযোগ- দিবা ৩।২০ গতে ৪।৫৮ মধ্যে।

আজ টিভিতে

চাইনিজ মিটবল সুপ এবং **মিট বল পোলাও** রান্না শেখাবেন চন্দ্রিমা ঘোষ। **রাঁধুনি** দুপুর ১.৩০ **আকাশ আট**

সিনেমা

জলসা মুভিজ : সকাল ১০.৩০ কীর্তন, দুপুর ১.১৫ হিরোগিরি, বিকেল ৪.৩০ সাত পাকে বাঁধা, সন্ধে ৭.১৫ কী করে তোকে বলবো, রাত ১০.৩০ লভ এক্সপ্রেস

কালার্স বাংলা সিনেমা : সকাল ১০.০০ বিন্দাস, দুপুর ১.০০ এমএলএ ফাটাকেষ্ট, বিকেল ৪.০০ কর্তব্য, সন্ধে ৭.৩০ কীর্তনের পর কীর্তন, রাত ১০.১৫ ইন্দ্রজিৎ

জি বাংলা সোনার : সকাল ৯.০০ পরিণাম, বেলা ১১.৩০ জীবনযুদ্ধ, দুপুর ২.৩০ দান প্রতিদান, বিকেল ৫.০০ শত্রু মিত্র, রাত ৮.০০ মায়ের অধিকার, ১১.০০ আশ্রয়

ডিডি বাংলা : দুপুর ২.৩০ বনশ্রী

কালার্স বাংলা : দুপুর ২.০০ সুদ আসল

কালার্স সিনেপ্লেক্স বলিউড : বেলা ১১.৫৪ ফরিস্তে, বিকেল ৩.৪৭ বাগি-টু, সন্ধে ৬.৫০ অচানক, রাত ১০.০৫ মুকদ্দর কা ফয়সলা

সোনি ম্যাক্স টু : সকাল ১০.৫৮ পত্থর কে সনম, দুপুর ১.৫৭ ঘর এক মন্দির, বিকেল ৪.৫২ সীতা অওর গীতা, সন্ধে ৭.৫০ মকসদ, রাত ১১.০৬ শান

স্টার গোল্ড : দুপুর ১.৫৭ সানি সংস্কারি কি তুলসী কুমারী, বিকেল ৪.৫৯ সন অফ সর্দার, সন্ধে ৭.৫০ কুলি দ্য পাওয়ার হাউস, রাত ১১.০৯ পিচাইকরণ

স্টার গোল্ড টু : বেলা ১১.৫৫ রাজা হিন্দুস্তানি, বিকেল ৩.০৫ পেয়ার তো হোনা হি থা, ৫.৫৮ জলি এলএলবি-টু, রাত ৯.০০ রেইড, ১১.১২ কিল

সান দিয়েগো : আমেরিকাজ ওয়াইল্ডেস্ট সিটি রাত ৮.৫৭ **অ্যানিমাল প্ল্যানেট**

বনশ্রী দুপুর ২.৩০ **ডিডি বাংলা**

সানি সংস্কারি কি তুলসী কুমারী দুপুর ১.৫৭ **স্টার গোল্ড**

সতর্কীকরণ ঃ উত্তরবঙ্গ সংবাদ অথবা পত্রিকার কোনও এজেন্ট পত্রিকায় প্রকাশিত কোনও বিজ্ঞাপনের সততা, যথার্থতার জন্য দায়ী নয়। কোনও প্রকার বিজ্ঞাপন দ্বারা প্রভাবিত হওয়ার আগে বিজ্ঞাপনের যথার্থতা যাচাই করে নিতে পাঠকদের অনুরোধ করা হচ্ছে।

পশ্চিমবঙ্গে যুবশক্তির জন্যে নতুন সুযোগ সৃষ্টি

উদ্যোগপতিদের স্বপ্ন বাস্তবায়নে ৩ লক্ষ কোটি টাকার প্রায় ৫.৩ কোটি মুদ্রা ঋণ

৬.৫ লক্ষেরও বেশি তরুণ প্রধানমন্ত্রী কৌশল বিকাশ যোজনার অধীনে প্রশিক্ষিত- গুরুত্বপূর্ণ শিল্পক্ষেত্রে কাজের লক্ষ্যে পরবর্তী প্রজন্মের দক্ষতা বৃদ্ধি

উদ্যম পোর্টালে নথিভুক্ত প্রায় ৫৩ লক্ষ এমএসএমই, রাজ্যে ৬,৯৫০টিরও বেশি ডিপিআইআইটি স্বীকৃত স্টার্ট আপ ভাবী উদ্যোগপতিদের উৎসাহ জোগাচ্ছে

শিক্ষা ও সুযোগের বিস্তার ঘটিয়ে জনজাতি ছাত্রছাত্রীদের জন্য ৩৩০ কোটি টাকারও বেশি স্কলারশিপ

প্রায় ২৭.৫ লক্ষ মহিলা পরিচালিত এমএসএমই রাজ্যের অর্থনৈতিক বৃদ্ধির সহায়ক

সারা বাংলা জুড়ে উদ্ভাবন ও সুযোগ সৃষ্টি করছে ৩,৫৫০টির বেশি মহিলা নেতৃত্বাধীন স্টার্ট আপ

বিকশিত বাংলা বিকশিত ভারত

প্রধানমন্ত্রী মোদির সংকল্প

CBC 46101/13/0035/2526

"পশ্চিমবঙ্গের উন্নয়নের লক্ষ্যে ভারত সরকারের অব্যাহত প্রয়াস, রাজ্যের উজ্জ্বল ভবিষ্যতের ভিত্তিকে শক্তিশালী করছে।"

- প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি

ফিরলেন আরও এক, এখনও অধরা দুই নারী

নিখোঁজ কাণ্ডে রহস্য জিইয়ে

শিলিগুড়ি, ৮ মার্চ : ঢাকনিকাটা এলাকা থেকে কাজের উদ্দেশ্যে কিশনগঞ্জে গিয়ে তিনজন নিখোঁজ হয়ে যাওয়ার ঘটনায় রহস্য আরও ঘনীভূত হল। জানুয়ারি মাসে ওই এলাকার চারজন কাজের জন্য কিশনগঞ্জের উদ্দেশে গিয়েছিলেন। যার মধ্যে পূজা ও জেবিয়ার কুজুর নামের এক দম্পতি এবং পার্বতী সরকার ও লক্ষ্মী রায় নামে দুই মহিলা ছিলেন। সঙ্গে ছিল লক্ষ্মীর সন্তান। এদিকে, ফেব্রুয়ারি মাসের ৪ তারিখ পার্বতী লক্ষ্মীর সন্তানকে নিয়ে এলাকায় ফিরে আসেন। তবে লক্ষ্মী সহ বাকিরা কোথায় সে ব্যাপারে স্পষ্ট করে কিছু বলতে পারেননি। বিষয়টি নিয়ে লক্ষ্মীর স্বামী মৃন্ময় রায়ের সন্দেহ হতেই তিনি পার্বতীর বিরুদ্ধে প্রধাননগর থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন। এরপর পার্বতীকে গ্রেপ্তার করা হলেও, এই রহস্যের জট খুলতে পারেনি পুলিশ। নিখোঁজ তিনজন কোথায় রয়েছেন সে বিষয়েও কোনও তথ্য পুলিশের কাছে ছিল না। এরই মধ্যে জেবিয়ার শনিবার ঢাকনিকাটায় ফিরে আসেন। আর এতেই রহস্য আরও বাড়ে।

শনিবার জেবিয়ার ঢাকনিকাটায় এসে সেখানে থাকা ভাড়াবাড়ির সামগ্রী গুছিয়ে সেগুলি নিয়ে যাওয়ার তোড়জোড় করছিলেন। এমন সময় প্রধাননগর থানার পুলিশ এসে পূজা এবং লক্ষ্মী কোথায় রয়েছেন সেই প্রশ্ন করে জেবিয়ারকে। তাঁর কথায় অসংগতি থাকায় তাঁকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ। ধৃতকে রবিবার শিলিগুড়ি মহকুমা আদালতে তোলা হলে বিচারক পাঁচদিনের পুলিশ হেপাজতের নির্দেশ দেন।

পুলিশ সূত্রে খবর, জেবিয়ার, পূজা এবং লক্ষ্মী এতদিন কোথায় ছিলেন সে বিষয়ে জানার চেষ্টা চলছে। তাছাড়া পূজা এবং লক্ষ্মী বর্তমানে কোথায় রয়েছেন সে বিষয়ে ঠিক করে তথ্য দিতে পারছেন না জেবিয়ার। এদিকে আগে গ্রেপ্তার হওয়া পার্বতীর বয়ানের সঙ্গে জেবিয়ারের বয়ানের মিল না পাওয়ায় রহস্যের জট আরও বেড়েছে।

ধৃত জেবিয়ার কুজুরকে আদালতে তোলা হচ্ছে। রবিবার।

সূত্রের খবর, পার্বতী পুলিশকে জানিয়েছিলেন, কিশনগঞ্জে কাজ করার পর তাঁরা চারজন কাজের জন্য জয়পুরে গিয়েছিলেন। জয়পুর থেকে রাতের অন্ধকারে তাঁরা একটি গাড়িতে করে কিছুটা দূরে একটি বিলাসবহুল বাড়িতে গিয়েছিলেন। সেখানেই সকলে থাকছিলেন। তবে রাতের অন্ধকারে ওই বিলাসবহুল বাড়িটি ঠিক কোথায় সেটা তিনি জানেন না বলে দাবি করেছিলেন। এমনকি লক্ষ্মী তাঁর সন্তানকে ঢাকনিকাটার বাড়িতে দিয়ে আসতে বলেছিলেন বলেও দাবি ছিল পার্বতীর। এদিকে, প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদে জেবিয়ার দাবি করেছেন, তিনি নিজে কিশনগঞ্জ থেকে সোজা শিলিগুড়িতে এসেছেন। অর্থাৎ তিনি জয়পুরে যাননি। আর এখানেই ধোঁয়াশা তৈরি হয়েছে। প্রশ্ন উঠছে, তাহলে এতদিন তিনি কোথায় ছিলেন? এ ব্যাপারে অবশ্য স্পষ্ট কিছু বলতে পারেননি অভিযুক্ত। এমনকি তাঁর স্ত্রী পূজা এবং লক্ষ্মী এখন কোথায়? এ বিষয়েও নিরুত্তর থেকেছেন অভিযুক্ত।

এদিকে ঢাকনিকাটার ভাড়াবাড়ি থেকে জিনিসপত্র নিতে এসে অভিযুক্ত দাবি করেছিলেন, পূজা তাঁকে বলেছেন, এই বাড়ির জিনিসপত্র নিয়ে ঝংকার মোড়ে যাওয়ার জন্য। এই অবস্থায় লক্ষ্মী এবং পূজা কোথায় তা নিয়ে আশঙ্কা বাড়তে শুরু করেছে। প্রধাননগর থানার আইসি বাসুদেব সরকার জানিয়েছেন, জেবিয়ারকে হেপাজতে নেওয়া হয়েছে। ঘটনার তদন্ত চলছে।

মোদির সভা ভরাতে ভরসা উত্তর

নীতেশ বর্মন

শিলিগুড়ি, ৮ মার্চ : ১৪ মার্চ ব্রিগেডে প্রধানমন্ত্রীর জনসভা অনুষ্ঠিত হবে। এই একই দিনে রাজ্যে বিজেপির পরিবর্তন সংকল্প যাত্রার সমাপ্তি ঘটবে। দলীয় সূত্রে খবর, পদ্ম শিবির এই সভায় উত্তরবঙ্গ থেকে ৫০ হাজার কর্মী নিয়ে যাওয়ার পরিকল্পনা নিয়েছে। এর জন্য আপাতত দশটি বিশেষ ট্রেনের ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। এছাড়া পর্যাপ্ত সংখ্যক বাসের ব্যবস্থাও রয়েছে বলে দলের পক্ষ থেকে দাবি করা হয়েছে। পাশাপাশি, তবে কি উত্তরবঙ্গের কর্মীদের ভিড়ের ওপর নির্ভর করেই বিজেপি নেতৃত্ব ব্রিগেডের মাঠ ভরানোর কৌশল নিয়েছে বলেও প্রশ্ন উঠেছে।

রাজ্য বিজেপির সাধারণ সম্পাদক বাপি গোস্বামী ব্রিগেডে জনসভার ভিড় নিশ্চিত করার দায়িত্বে রয়েছেন। এ বিষয়ে প্রশ্ন করা হলে বাপি বলেন, 'প্রত্যেক জেলার নেতৃত্বকে কলকাতায় লোক নিয়ে যাওয়ার দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। প্রধানমন্ত্রীর জনসভায় ভিড় উপচে পড়বে। একাধিক ট্রেন, বাস থাকবে। শুধু উত্তরবঙ্গ নয়, রাজ্যের সমস্ত এলাকার মানুষের উপস্থিতি থাকবে।'

দলের নেতারা জানিয়েছেন, শুধুমাত্র শিলিগুড়ি থেকে দশ হাজার লোক নিয়ে যাওয়ার লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে। কোচবিহার, আলিপুরদুয়ার, জলপাইগুড়ি ও উত্তর দিনাজপুর থেকে তুলনামূলকভাবে বেশি লোক নিয়ে যাওয়ার পরিকল্পনা রয়েছে। কোচবিহার, এনজেপি এবং মালদা থেকে ট্রেনগুলো ছাড়বে। পরবর্তী সময়ে আরও কয়েকটি জায়গা থেকে ট্রেন ও বাস চালানোর ব্যবস্থা থাকবে।

বিজেপি সূত্রে খবর, উত্তরবঙ্গ বরাবরই দলের শক্ত ঘাঁটি হিসেবে পরিচিত। গত বিধানসভা ভোটের পর উপনির্বাচন এবং গ্রাম পঞ্চায়েত ভোটে হারের কারণে দলের সাংগঠনিক শক্তি কিছুটা হ্রাস পেয়েছিল। তবে এবারের ভোটের আগে উত্তরের সংগঠন পুনরায় চাঙ্গা হয়েছে বলে নেতাদের দাবি। তাই নিজেদের শক্তি যাচাই করতেই ব্রিগেডে এত লোক নিয়ে যাওয়ার পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে। তবে এর অর্থ এই নয় যে, উত্তরবঙ্গে মোদির কোনও সভা হবে না। দলীয় সূত্রে খবর, ভোটের আগে কোচবিহার ও মালদায় প্রধানমন্ত্রীর আরও দুটি জনসভা করার পরিকল্পনা রয়েছে। শিলিগুড়িতেও এমন সভা হতে পারে বলে দলের একাংশ দাবি করেছে।

উত্তরবঙ্গের জেলাগুলো থেকে পঞ্চাশ হাজারের বেশি লোক নিয়ে যাওয়ার লক্ষ্যমাত্রা নিয়ে দলের অন্দরে কিছুটা অস্বস্তি রয়েছে। একাংশের দাবি, রথযাত্রায় কর্মীদের আশানুরূপ সাড়া পাওয়া যাচ্ছে না। অনেক জনসভাতেই ভিড় হচ্ছে না বলে অভিযোগ রয়েছে। ফলে এত কর্মী কলকাতায় নিয়ে যাওয়া সম্ভব হবে কি না, তা নিয়ে সংশয় থেকেই যাচ্ছে। এক বিক্ষুব্ধ নেতা বলেন, 'উত্তরবঙ্গের কর্মীদের ভরসায় থাকলে দলের সার্বিক ফলাফল নিয়ে প্রশ্ন থেকেই যায়।' মাটিগাড়া-নকশালবাড়ির বিধায়ক আনন্দময় বর্মন অবশ্য আশাবাদী। তিনি বলেন, 'প্রধানমন্ত্রীর জনসভা নিয়ে অনেকেরই আগ্রহ রয়েছে। শিলিগুড়ি থেকে ১০ হাজারের বেশি কর্মী যেতে পারেন।'

খানাখন্দে ভর্তি রাস্তায় দুর্ভোগ

ফাঁসিদেওয়া, ৮ মার্চ : ফাঁসিদেওয়ার বাঁশগাঁও কিশমত গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার একটি গুরুত্বপূর্ণ রাস্তা বেশ কয়েক বছর ধরে বেহাল অবস্থায় পড়ে রয়েছে। টাউনশিপ ১ নম্বর গেট থেকে শুরু করে ধামনগছ, কোকরাজোত হয়ে জাতীয় সড়ক পর্যন্ত প্রায় আড়াই কিলোমিটার রাস্তাটি যাতায়াতের অযোগ্য হয়ে পড়ে আছে। বিজেপির পঞ্চায়েত সদস্য রাস্তার হালের জন্য শাসকদলকে দায়ী করছেন। তবে অভিযোগ উড়িয়ে দিয়েছেন প্রধান।

স্থানীয় অরুণ দাস বলছেন, 'এই রাস্তাটি পাঁচটি গ্রামের মানুষের প্রধান ভরসা। প্রতিদিন প্রায় দুই হাজারেরও বেশি মানুষ এই পথ দিয়ে যাতায়াত করেন। স্কুল, কলেজের পড়ুয়া থেকে শুরু করে গ্রামীণ হাসপাতাল এবং বিডিও অফিস যাওয়ার এটিই সবথেকে গুরুত্বপূর্ণ রাস্তা। তবু সংস্কার করা হচ্ছে না।'

এ নিয়ে স্থানীয় ধামনগছ সংসদের বিজেপি পঞ্চায়েত সদস্য বিশ্ব বিশ্বাস বলছেন, 'আমি বিরোধী দলের পঞ্চায়েত সদস্য হওয়ার কারণেই শাসকদল পরিচালিত পঞ্চায়েত সমিতি ও মহকুমা পরিষদ এই রাস্তার কাজে অনুমোদন দিচ্ছে না। এই আড়াই কিলোমিটার রাস্তার মধ্যে পঞ্চায়েত তহবিল থেকে মাত্র ৬০০ মিটার পাকা করা সম্ভব হয়েছে। বাকি প্রায় ২ কিলোমিটার রাস্তা এখনও খানাখন্দে ভরা।'

যদিও ফাঁসিদেওয়া বাঁশগাঁও কিশমত গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান অনিমা রায় বলছেন, 'উন্নয়নের ক্ষেত্রে রাজনৈতিক ভেদাভেদ করা হয়নি। নিয়ম মেনেই একাধিক কাজ হয়েছে। রাস্তাটি বড় হওয়ার কারণে সম্ভবত সেটি পঞ্চায়েত সমিতি বা মহকুমা পরিষদ করতে পারে।' বিষয়টি নিয়ে পঞ্চায়েত সমিতিকে প্রস্তাব পাঠানোর কথাও জানিয়েছেন তিনি।

এদিকে, ফাঁসিদেওয়া পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি রিনা এক্কা বলছেন, 'এলাকার বিজেপি সদস্য যখন এই রাস্তার দাবি নিয়ে এসেছিলেন, ততক্ষণে সেই বছরের বার্ষিক পরিকল্পনা চূড়ান্ত হয়ে গিয়েছিল। ফলে সে সময়ে আইনি কারণে কাজ শুরু করা সম্ভব হয়নি।' তবে তিনি আশ্বাস দিয়ে বলেন, 'আগামী অর্থবর্ষের পরিকল্পনায় এই রাস্তাটিকে অগ্রাধিকার দিয়ে অ্যাকশন প্ল্যানে অন্তর্ভুক্ত করা হবে।'

পেটের টানে কাজের উদ্দেশ্যে। রবিবার পুণ্ডিবাড়িতে অপর্ণা গুহ রায়ের তোলা ছবি।

কমিটি গঠন কংগ্রেসের

নকশালবাড়ি, ৮ মার্চ : বিধানসভা ভোট নিয়ে প্রস্তুতি বৈঠক করল কংগ্রেস। রবিবার নকশালবাড়ি কংগ্রেস কার্যালয়ে বৈঠকটি হয়। বিধানসভা নির্বাচনকে সামনে রেখে হাতিঘিসা, নকশালবাড়ি এবং মণিরাম অঞ্চলকে নিয়ে কংগ্রেসের নতুন নির্বাচনি কমিটিও গঠন করা হয় এদিন। এদিনের প্রস্তুতি বৈঠক ও কমিটি গঠনের ক্ষেত্রে উপস্থিত ছিলেন কংগ্রেসের দার্জিলিং জেলা সভাপতি সুবীন ভৌমিক, নকশালবাড়ি ব্লক সভাপতি অমিতাভ সরকার প্রমুখ। কংগ্রেস সূত্রে জানা গিয়েছে, হাতিঘিসায় ২১ জনের কমিটি গঠন করা হয়েছে। কমিটির যুগ্ম কার্যনির্বাহী সভাপতি করা হয়েছে বিমল বর্মন এবং শিবু লোহারকে। অন্যদিকে, নকশালবাড়ি এবং মণিরাম অঞ্চলকে নিয়ে ৩৫ জনের কমিটি গঠন করা হয়েছে। এখন থেকেই বুথে বুথে জনসংযোগ এবং প্রচারে জোর দেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে কমিটিগুলিকে।

চিতাবাঘের হানায় আহত ১

নাগরাকাটা, ৮ মার্চ : রবিবার বিকেলে নাগরাকাটার বামনডাঙ্গা চা বাগানে চিতাবাঘের হামলায় গুরুতর আহত হলেন এক শ্রমিক। আহত বান্দে ওরাওঁ বাগানে প্রহরী হিসেবে কাজ করেন। সুলকাপাড়া গ্রামীণ হাসপাতালে তাঁর চিকিৎসা চলছে। এদিন বিকেলে চা বাগানের ১৮ নম্বর লাইনের বাসিন্দা বান্দে বামনডাঙ্গার বামনি সেকশনে পাহারা দিচ্ছিলেন। সে সময় একটি চিতাবাঘ তাঁর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। চিতাবাঘটি তাঁর মাথায় থাবা বসিয়ে দেওয়া সহ গালে ও পিঠে আঁচড় দেয়। এমনকি তাঁর পায়েও কামড় বসায়। চিৎকার চ্যাঁচামেচি করলে চিতাবাঘটি পালিয়ে যায়। এরপর স্থানীয়রা আহতকে উদ্ধার করে সুলকাপাড়া গ্রামীণ হাসপাতালে নিয়ে যায়।

নারী দিবস উদযাপন

চোপড়া, ৮ মার্চ : আন্তর্জাতিক নারী দিবস উদযাপন করল আশার আলো এডুকেশন অ্যান্ড ওয়েলফেয়ার সোসাইটি এবং মাই উবা ভারত উত্তর দিনাজপুর। সংগঠন দুটির যৌথ উদ্যোগে রবিবার দিনটি পালন করা হয় বিভিন্ন কর্মসূচির মধ্য দিয়ে। ঘিরনিগাঁও গ্রাম পঞ্চায়েতের জানকিগছ প্রাইমারি স্কুল প্রাঙ্গণে আয়োজিত অনুষ্ঠানে গ্রামীণ নারীদের সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক অধিকার প্রতিষ্ঠা ও তাঁদের প্রাপ্য সম্মান ও শ্রদ্ধার ওপর জোর দেওয়া হয়। মহিলা ও শিশুদের জন্য ছিল বিভিন্ন ধরনের খেলা।

ডিএ'র দাবি

খড়িবাড়ি, ৮ মার্চ : বকেয়া ডিএ মেটানোর দাবিতে ১৩ মার্চ ধর্মঘটে নামছে রাজ্য সরকারি কর্মচারীদের যৌথ মঞ্চ ও সংগ্রামী যৌথ মঞ্চ। রবিবার একই দাবিতে পথে নামে দার্জিলিং জেলা কোঅর্ডিনেশন কমিটি এবং ১২ই জুলাই কমিটি। এদিন এ নিয়ে খড়িবাড়ি বাজারে একটি মিছিল হয়। পরে খড়িবাড়ি হাইস্কুলের খেলার মাঠে পথসভা করা হয়। উপস্থিত ছিলেন দার্জিলিং জেলা কোঅর্ডিনেশন কমিটির সম্পাদক অরিন্দম মিত্র, জেলা সদস্য পার্থ লাহিড়ি প্রমুখ।

বৈঠক

চোপড়া, ৮ মার্চ : মাঝিয়ালি গ্রাম পঞ্চায়েতের ঘিটোব প্রাইমারি স্কুল প্রাঙ্গণে রবিবার চোপড়া সিপিএমের ১ নম্বর এরিয়া কমিটির উদ্যোগে কর্মীসভার আয়োজন করা হয়। সভায় গুরুত্ব পায় আসন্ন বিধানসভা নির্বাচন। সাংগঠনিক বিভিন্ন বিষয় নিয়েও আলোচনা হয়েছে বলে দলীয় সূত্রে খবর। এখন থেকেই বুথভিত্তিক প্রচারের ওপর জোর দেওয়ার কথা বলেছে নেতৃত্ব।

ঝুলন্ত দেহ

শিলিগুড়ি, ৮ মার্চ : এক তরুণের অস্বাভাবিক মৃত্যুর ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়াল ফুলবাড়ি-২ গ্রাম পঞ্চায়েতের কাঞ্চনবাড়ি এলাকায়। মৃতের নাম রাজেশ রায় (২৩)। শনিবার রাত প্রায় ১০টা নাগাদ ঘর থেকে রাজেশের ঝুলন্ত দেহ উদ্ধার হয়। পরিবারের দাবি, ওই তরুণ আত্মহত্যা করেছেন। খবর পেয়ে রাতেই এনজেপি থানার পুলিশ দেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে পাঠায়। রবিবার ময়নাতদন্তের পর দেহটি পরিবারের হাতে তুলে দেওয়া হয়। পুলিশ জানিয়েছে, অস্বাভাবিক মৃত্যুর অভিযোগ দায়ের করে তদন্ত শুরু করা হয়েছে।

দলবদল

ইসলামপুর, ৮ মার্চ : রবিবার হুমায়ুন কবীরের আমজনতা উন্নয়ন পার্টিতে যোগ দিলেন উত্তর দিনাজপুর জেলা কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক আলতামাস চৌধুরী। আলতামাস জানিয়েছেন, তিনি ছাড়াও কংগ্রেসের শ্রমিক সংগঠনের ইসলামপুর ব্লক সভাপতি নাজিম শরিফও আমজনতা উন্নয়ন পার্টিতে যোগ দিয়েছেন। বিষয়টি নিয়ে কংগ্রেসের রাজ্য সাধারণ সম্পাদক আলি ইমরান রমজ বলেন, 'মেরুদণ্ড সোজা থাকলে আলতামাস এই সিদ্ধান্ত নিতেন না।'

সাঁঝবেলায়। শিলিগুড়িতে ছবিটি তুলেছেন সুবীর বর্মন।

পাঠকের লেন্সে
8597258697
picforubs@gmail.com

খাদ্যসামগ্রী বিলি

বাগডোগরা, ৮ মার্চ : আন্তর্জাতিক নারী দিবসে বাগডোগরায় আয়োজিত হল দুটি সমাজসেবামূলক কর্মসূচি। রবিবার বাগডোগরা কালীপদ ঘোষ তরাই মহাবিদ্যালয়ের জাতীয় সেবা প্রকল্প (এনএসএস) ইউনিটের ব্যবস্থাপনায় গোঁসাইপুর পুঁটিমারি বিরসা মুন্ডা কমিউনিটি হলে চোখ এবং স্বাস্থ্য পরীক্ষা শিবিরের আয়োজন করা হয়। ডুয়ার্স হিউম্যান কেয়ার সোসাইটির সহযোগিতায় শিলিগুড়ি লায়ন্স নেত্রালয়ের পক্ষ থেকে ডাঃ সুবীর পালের নেতৃত্বে একদল স্বাস্থ্যকর্মী ৯০ জন রোগীর চক্ষু পরীক্ষা করেন। বাগডোগরার এক বেসরকারি হাসপাতালের সহযোগিতায় মেগা হেলথ চেকআপ ক্যাম্পে ডাঃ এসকে কুঠিয়ার নেতৃত্বে বিভিন্ন বিভাগের চিকিৎসকরা শতাধিক রোগী দেখার পাশাপাশি ব্লাড সুগার, ক্যালসিয়াম সহ বিভিন্ন স্বাস্থ্য পরীক্ষা করা হয়। রোগীদের বিনামূল্যে ওষুধও দেওয়া হয়। এই শিবির পরিচালনা করেন অধ্যাপক তাপস সরকার ও অধ্যাপিকা বেদিকা রাই।

অন্যদিকে, এদিন দুঃস্থ মহিলাদের খাদ্যসামগ্রী বিলি করল ওয়াকার্স অ্যাসোসিয়েশন অফ বাগডোগরা। রবিবার বাগডোগরার অদূরে সিংহীঝোরা চা বাগানের শ্রমিক মহল্লায় কর্মক্ষমতাহীন অসহায় বৃদ্ধাদের হাতে বিভিন্ন ধরনের খাদ্যসামগ্রী তুলে দেন সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক রতনকুমার ঘোষ সহ কমিটির সদস্য টুটুল দেব, উমা করঞ্জাই প্রমুখ।

রক্তদান শিবির

শিলিগুড়ি ও বাগডোগরা, ৮ মার্চ : আন্তর্জাতিক নারী দিবস উপলক্ষ্যে এনএফ রেলওয়ে এমপ্লয়িজ ইউনিয়নের শিলিগুড়ি জংশন শাখার পক্ষ থেকে রক্তদান শিবিরের আয়োজন করা হয়। রবিবার শিলিগুড়ির একটি বেসরকারি ব্লাড ব্যাংকের সঙ্গে যৌথ উদ্যোগে এই আয়োজন করা হয়েছিল। এদিনের শিবিরে মোট ৯২ ইউনিট রক্ত সংগ্রহ করা হয়েছে। অন্যদিকে, বাগডোগরা জাগৃতি স্পোর্টিং ক্লাব এবং উত্তরবঙ্গ সেবা ভারতী যৌথভাবে রবিবার রক্তদান শিবিরের আয়োজন করে। সেখানে ৪৫ ইউনিট রক্ত সংগ্রহ হয়।

প্রতিবাদ মিছিল

ইসলামপুর, ৮ মার্চ : রান্নার গ্যাসের মূল্যবৃদ্ধির প্রতিবাদে রবিবার ইসলামপুরে তৃণমূল মহিলা কংগ্রেসের তরফে ধিক্কার মিছিল করা হয়। মিছিলটি ইসলামপুর বাস টার্মিনাস থেকে শুরু হয়ে শহর পরিক্রমা করে পুনরায় বাস টার্মিনাসে এসে শেষ হয়। ছিলেন তৃণমূলের উত্তর দিনাজপুর জেলা সভাপতি কানাইয়ালাল আগরওয়াল সহ অন্য নেতৃত্ব।

উত্তরকন্যায় অবস্থানের ভাবনা তৃণমূলের

শিলিগুড়ি, ৮ মার্চ : ফুলবাড়ি-১ গ্রাম পঞ্চায়েতের কামরাঙ্গাগুড়ি (উত্তর) ১০৪ নম্বর পার্টের ১২৩০ জন ভোটারের মধ্যে প্রায় ৫৫০ জনের বেশি ভোটারকে এসআইআর-এর শুনানিতে ডাকা হয়েছিল। তাঁরা প্রত্যেকে সেই শুনানিতে অংশও নিয়েছিলেন। তবে চূড়ান্ত তালিকায় ২ জনের নাম উঠলেও, ১৩ জনের নাম বাদ দেওয়া হয়েছে বলে অভিযোগ। বাকিদের নামের ওপর বিচারাধীন (আন্ডার অ্যাডজুডিকেশন) লেখা রয়েছে। যা নিয়ে ভোটারদের মধ্যে ক্ষোভ দেখা দিয়েছে। এই পরিস্থিতিতে রবিবার এলাকার ভোটারদের নিয়ে তৃণমূল কংগ্রেসের তরফে একটি বৈঠক করা হয়। সেখানে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়, নাম বাদ ও বিচারাধীন রাখার প্রতিবাদে মঙ্গলবার থেকে উত্তরকন্যার পাশে অবস্থান বিক্ষোভ করা হবে।

কামরাঙ্গাগুড়ির গ্রাম পঞ্চায়েত সদস্য তথা স্থানীয় তৃণমূল নেতা ইয়ানুল হক মুন্সি বলেন, 'যাঁদের নাম বাদ গিয়েছে সেই ১৩ জন ভোটার জীবিত রয়েছেন। সকলে আদি বাসিন্দা, কেউ বাংলাদেশ থেকে আসেননি। আমরা সোমবারের একটি তালিকার দিকে তাকিয়ে রয়েছি। সেটা ঠিকঠাক না থাকলে মঙ্গলবার থেকে টানা আন্দোলনের পথে হাঁটব।'

এদিন তৃণমূলের সভায় ছিলেন নাম বাদ যাওয়া আনওয়ারা খাতুন, মহম্মদ রিয়াজুল, সোনাই মজুমদাররা। সোনাইয়ের অভিযোগ, 'সব কাগজ জমা দিয়েও কীভাবে

একই বুথে অর্ধেক ভোটারের ভাগ্য ঝুলে

নাম বাদ গেল জানি না। এই নাম আর উঠবে কি না, সেটাও প্রশ্নের।' ভোটার তালিকা থেকে নাম বাদ চলে গেলে ছেলেমেয়েদের ভবিষ্যৎ প্রশ্নের মুখে পড়ে যাবে বলেও মত সকলের।

২০০২ সালে ভোটার তালিকায় নাম ছিল আনারুল ইসলামের। তবে ২০২৬-এর চূড়ান্ত ভোটার তালিকায় আনারুলের নাম বিচারধীন রয়েছে। আনারুল বললেন, 'কীভাবে এমনটা হল বুঝতে পারছি না। নির্বাচন কমিশন মর্জিমাফিক ভোটারদের ভবিষ্যৎ নিয়ে ছেলেখেলা করেছে।'

এদিকে, ভোটারদের নাম বাদ যাওয়া নিয়ে পালটা তৃণমূলকে নিশানা করেছেন ডাবগ্রাম-ফুলবাড়ির বিজেপি বিধায়ক শিখা চট্টোপাধ্যায়। তাঁর কথায়, 'অনেক বিএলও তৃণমূলের হয়ে কাজ করছে। ইচ্ছে করে ভোটারদের নাম নিয়ে ষড়যন্ত্র করেছে। ভোটারদের ভুল বুঝিয়ে এখন তৃণমূল নেতারা ভালো সাজার চেষ্টা করছেন। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ধর্নায় বসেছেন তাই এখানেও তৃণমূল নেতারা ধর্নায় বসে দেখাতে চাইছেন।' যদিও বিজেপি এই ষড়যন্ত্রের জন্য দায়ী বলে দাবি করেছেন ডাবগ্রাম-ফুলবাড়ি ব্লক তৃণমূল সভাপতি দিলীপ রায়। তিনি বলেন, 'নির্বাচন কমিশন বিশেষ সম্প্রদায়ের মানুষের নাম বাদ দিয়ে বিজেপিকে সুবিধা করে দিতে চাইছে। এমন ষড়যন্ত্র কোথাও হয়নি। ফুলবাড়িজুড়ে অনেকের নাম বাদ গিয়েছে ও বিচারাধীন রয়েছে। এর বিরুদ্ধে লাগাতার আন্দোলন চলবে।'

সচেতনতা বৃদ্ধির উদ্যোগ

চোপড়া, ৮ মার্চ : মানব পাচার রোধে সচেতনতা বাড়াতে রবিবার একটি সচেতনতামূলক কর্মসূচির আয়োজন করা হয়। বিএসএফ ফুলবাড়ি ইউনিটের অ্যান্টি হিউম্যান ট্রাফিকিং ইউনিটের উদ্যোগে হাপতিয়াগছ গ্রাম পঞ্চায়েতের কালুগছ এলাকায় কর্মসূচিটি অনুষ্ঠিত হয়। কর্মসূচিতে স্থানীয় চা শ্রমিকদের অনেকেই অংশ নেন। সন্দেহজনক কোনও ঘটনা নজরে এলে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে জানানোর কথা বলা হয় বিএসএফের তরফে। যোগাযোগের জন্য একটি হেল্পলাইন নম্বরও জানিয়ে দেওয়া হয়।

খবর হতেই সরল রিসর্ট নির্মাণের বাঁশ

রণজিৎ ঘোষ

শিলিগুড়ি, ৮ মার্চ : চা বাগানের জমিতে তৃণমূল কংগ্রেস নেতার 'অবৈধ' রিসর্টের নির্মাণকাজ নিয়ে লিখিত অভিযোগ দায়ের হল প্রধাননগর থানায়। বাগান কর্তৃপক্ষের তরফে শনিবার রাতে এই অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে। অন্যদিকে, উত্তরবঙ্গ সংবাদে খবর প্রকাশিত হতেই রবিবার সকালে ওই এলাকা থেকে সমস্ত নির্মাণসামগ্রী সরিয়ে নেওয়া হয়েছে। শনিবার যে নির্মীয়মাণ ভবনের চারপাশে বাঁশ বাঁধা দেখা গিয়েছিল, রবিবার সেগুলি খুলে নেওয়া হয়েছে। নির্মীয়মাণ ভবনটির মূল গেটও তালাবন্ধ করে দেওয়া হয়েছে।

এ বিষয়ে প্রধাননগর থানার আইসি বাসুদেব সরকার জানিয়েছেন, অভিযোগ পাওয়ার পরই কাজ বন্ধ করতে বলা হয়েছে। ওই জায়গায় যাতে আর নির্মাণকাজ না হয় সেদিকে নজর রাখা হচ্ছে।

২০২২ সালের মাঝামাঝি থেকে মোহরগাঁও গুলমা চা বাগানের লিজে থাকা সরকারি জমিতে রিসর্ট নির্মাণের কাজ শুরু করেন তৃণমূল কংগ্রেসের তৎকালীন দার্জিলিং জেলা চেয়ারম্যান অলোক চক্রবর্তী। শুধু রিসর্ট নয়, এর পাশেই তিনি বিশাল মন্দির তৈরির কথাও সেই সময় উত্তরবঙ্গ সংবাদকে জানিয়েছিলেন। কিন্তু শাসকদলের নেতার সরকারি জমি দখল করে অবৈধ নির্মাণ নিয়ে উত্তরবঙ্গ সংবাদে খবর হতেই ভোল বদলে যায়। নিজেকে আড়াল করতে এই নির্মাণের পুরো দায়ভার নিজের মেয়ে বেবি ঘোষের ওপরে ঠেলে দিয়েছিলেন অলোক। বিষয়টি নিয়ে প্রশাসনও নড়েচড়ে বসে। বন্ধ করে দেওয়া হয় নির্মাণকাজ। তারপর থেকে অর্ধসমাপ্ত অবস্থায় পড়ে ছিল নির্মীয়মাণ ভবনটি। হঠাৎ দু'দিন আগে সেখানে ফের

প্রধাননগর থানায় অভিযোগ দায়ের বাগান কর্তৃপক্ষের

নির্মাণকাজ শুরু করা হয়।

রবিবার এনিয়ে উত্তরবঙ্গ সংবাদে খবর প্রকাশিত হতেই ওই ভবনের বাইরে থেকে সমস্ত বাঁশ খুলে নেওয়া হয়। দুপুরে এলাকায় যেতেই বাগানের এক শ্রমিক জানালেন, সকালেই গাড়ি নিয়ে বেশ কয়েকজন এসেছিলেন। তাঁরা বাঁশগুলি খুলে ভিতরে রেখে গিয়েছেন।

বিষয়টি নিয়ে শিলিগুড়ির বিধায়ক শংকর ঘোষের বক্তব্য, 'ওই অবৈধ নির্মাণ ভাঙতেই হবে। আমি এর আগেও একবার ঘটনাস্থলে গিয়ে বিক্ষোভ দেখিয়েছিলাম। আবার সেখানে যাব। প্রশাসন কীভাবে হাত গুটিয়ে থাকে সেটা আমরাও দেখব।'

মিলছে না পানীয় জল, ক্ষুব্ধ দাসপাড়া

কার্তিক দাস

খড়িবাড়ি, ৮ মার্চ : জলপ্রকল্পের টাকা কি জলে গেল, প্রশ্ন এখন খড়িবাড়ির পাটারামজোতের দাসপাড়া এলাকায়। উদ্বোধনের পর তিন থেকে চার মাস পানীয় জল পেয়েছিলেন স্থানীয়রা। পরবর্তী সময়ে মাসের পর মাস ধরে বিকল হয়ে রয়েছে সৌরবিদ্যুৎচালিত পানীয় জলপ্রকল্পটি। স্থানীয়দের অভিযোগ, পানীয় জলের সমস্যার কথা একাধিকবার জানানো হয়েছে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে। কিন্তু প্রকল্পটি নতুন করে চালু করার কোনও উদ্যোগ নেওয়া হয়নি। এমন প্রশাসনিক উদাসীনতা কেন, প্রশ্ন দাসপাড়ার বাসিন্দাদের।

২০২৪ সালের ডিসেম্বরে ঘটা করে শিলিগুড়ি মহকুমা পরিষদের উদ্যোগে উদ্বোধন করা হয় পানীয় জলপ্রকল্পটি। উদ্বোধনের পর সব ঠিকঠাক চলছিল। কিন্তু রক্ষণাবেক্ষণের অভাবে তিন-চার মাস পরেই প্রকল্পের যন্ত্রাংশ নষ্ট হয়ে যায় বলে বক্তব্য স্থানীয়দের। সাড়ে চার লক্ষ টাকায় তৈরি সরকারি পানীয় জলপ্রকল্পের ওপর নির্ভরশীল হয়ে পড়েছিল এলাকার প্রায় ৭৫টি পরিবার। এখন বাধ্য হয়ে কুয়োর জল পান করছেন স্থানীয়রা।

স্থানীয় দীপালি দাসের অভিযোগ, 'বারবার গ্রাম পঞ্চায়েত ও প্রশাসনের দ্বারস্থ হয়েও সমস্যার সমাধান হয়নি। আমাদের মতো গরিব পরিবারগুলির পক্ষে পানীয় জল কেনা অসম্ভব। অধিকাংশ মানুষই টিউবওয়েল এবং কুয়োর জল পান করছেন।' স্থানীয়দের বক্তব্য, পরিশ্রুত পানীয় জল না মেলায় শিশুদের মধ্যে বাড়ছে

খড়িবাড়ি পাটারামজোতে বিকল পানীয় জলপ্রকল্প।

জলবাহিত রোগের প্রকোপ। উন্নতি সরকার বলছেন, 'সরকারি টাকার এমন অপচয় মেনে নেওয়া যায় না। অবিলম্বে পরিষেবা স্বাভাবিক না হলে সকলে মিলে বড়সড়ো আন্দোলনে নামব।'

প্রকল্পটির জন্য জমি দিয়েছিলেন নিত্যানন্দ দাস। তাঁর বক্তব্য, 'মহকুমা পরিষদ থেকে প্রকল্পটি করা হয়। প্রকল্পের জন্য নিজের জমি দিয়েছি। কিন্তু উদ্বোধনের চার মাস পর থেকে জল পাওয়া যাচ্ছে না। প্রশাসনের বিভিন্ন স্তরে জানিয়েও কাজ হয়নি।' বিকল যন্ত্রাংশ মেরামত বা পরিবর্তন করে প্রকল্পটি নতুন করে চালুর দাবি তুলেছেন স্থানীয়রা।

মহকুমা পরিষদের কর্মাধ্যক্ষ কিশোরীমোহন সিংহের সঙ্গে যোগাযোগ করা হলে তিনি সংশ্লিষ্ট ঠিকাদারি সংস্থার সঙ্গে কথা বলেন এবং সাতদিনের মধ্যে যন্ত্রাংশ ঠিক করার নির্দেশ দেন। কিশোরীমোহন বলেন, 'সংশ্লিষ্ট ঠিকাদারকে এক সপ্তাহ সময় দেওয়া হয়েছে। নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে কাজ না হলে কড়া আইনি পদক্ষেপ করা হবে।'

গ্রেপ্তার স্বামী

শিলিগুড়ি ও বাগডোগরা, ৮ মার্চ : স্ত্রীকে বঁটি দিয়ে খুনের চেষ্টার অভিযোগে স্বামী পরিতোষ সরকারকে (৪২) গ্রেপ্তার করেছে রাঙ্গাপানি ফাঁড়ির পুলিশ। শনিবার স্ত্রীর অভিযোগ পেয়ে সেদিন রাতেই পরিতোষকে গ্রেপ্তার করা হয়। এদিন ধৃতকে শিলিগুড়ি মহকুমা আদালতে তোলা হলে ৫ দিনের জেল হেপাজতের নির্দেশ দিয়েছেন বিচারক। পরিতোষের পক্ষের আইনজীবী সুদীপ্ত ঘোষ বলেন, 'পরিতোষের বিরুদ্ধে যে অভিযোগ করা করেছে, তা মিথ্যা। ১৩ তারিখ মামলার শুনানি হবে।'

ওই মহিলার অভিযোগ, বেশ কিছুদিন ধরেই পরিতোষ তাঁর ওপর অত্যাচার করছিলেন। শনিবার পরিস্থিতি একেবারে হাতের বাইরে চলে যায়। বঁটি দিয়ে মারার চেষ্টা করেন বলে অভিযোগ। তবে কোনওরকমে ওই মহিলা পালিয়ে বাঁচেন। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, রাঙ্গাপানির ধজুজোতের টোটোচালক পরিতোষ।

মাদক সহ ধৃত

খড়িবাড়ি, ৮ মার্চ : ভারত-নেপাল সীমান্তের পানিট্যাঙ্কিতে মাদক সহ গ্রেপ্তার হলেন এক পাচারকারী। রবিবার দুপুরে ধৃতকে শিলিগুড়ি মহকুমা আদালতে তোলা হলে ১৪ দিনের বিচার বিভাগীয় হেপাজতের নির্দেশ দেন বিচারক। গোপন সূত্রে খবরের ভিত্তিতে খড়িবাড়ি থানার পানিট্যাঙ্কি ফাঁড়ির পুলিশ শনিবার বিকেলে পানিট্যাঙ্কি নিউ মার্কেট এলাকায় মাদক হাতবদলের সময় এক মাদক কারবারিকে আটক করে। তল্লাশি চালিয়ে তাঁর কাছ থেকে ১০২ গ্রাম ব্রাউন সুগার পাওয়া যায়। ধৃতের নাম সুরজ লামা। বাড়ি আলিপুরদুয়ারের মঙ্গলবাড়ি এলাকায়। সুরজ পানিট্যাঙ্কির এক ব্যক্তির কাছে মাদক বিক্রি করতে এসেছিলেন বলে পুলিশ সূত্রে জানা যায়।

বদলি

শিলিগুড়ি, ৮ মার্চ : শিলিগুড়ি-জলপাইগুড়ি উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের (এসজেডিএ) মুখ্য কার্যনির্বাহী আধিকারিক (সিইও) অর্চনা ওয়াংখেড়েকে নদিয়ার অতিরিক্ত জেলা শাসক পদে বদলি করা হল। তিনি একইসঙ্গে দার্জিলিংয়ের অতিরিক্ত জেলা শাসকের দায়িত্বেও ছিলেন। তবে, এসজেডিএ-তে নতুন কাউকে দায়িত্ব দেওয়া হয়নি। অন্যদিকে, মিরিকের মহকুমা শাসক টিএস ওঁগেনকে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি দপ্তরের যুগ্ম সচিব হিসাবে বদলি করা হয়েছে। দার্জিলিংয়ের জেলা যুব আধিকারিক (ডিওয়াইও) কৃষ্ণকান্ত ঘোষ মিরিকের নতুন মহকুমা শাসক হচ্ছেন।

রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মুর উত্তরবঙ্গ সফর ঘিরে তৃণমূল কংগ্রেস এবং বিজেপির মধ্যে রাজনৈতিক টানাপোড়েন শুরু হয়েছে। রাজ্য সরকার রাষ্ট্রপতিকে অসম্মান করেছে বলে অভিযোগ তুলে শিলিগুড়িতে আন্দোলনে নেমেছে বিজেপি। এই কাদা ছোড়াছুড়িতে তিতিবিরক্ত গোঁসাইপুর, বিধাননগরের মানুষ। তাঁদের জায়গায় এসে সাংবিধানিক প্রধানের 'খারাপ' অভিজ্ঞতা মেনে নিতে পারছেন না সাধারণরা।

সম্মেলনে দুই ফুলের সক্রিয়তা

ভোটের আগে প্রভাব বিস্তারের প্রতিযোগিতা

নীতেশ বর্মন

শিলিগুড়ি, ৮ মার্চ : সাঁওতাল সম্মেলন নিয়ে আলোচনার বদলে বিতর্কের কেন্দ্রে এখন ওই সম্মেলনের আয়োজক সংস্থা ইন্টারন্যাশনাল সাঁওতাল কাউন্সিল। সংস্থা আয়োজিত সম্মেলনে কী আলোচনা হল, সেটা ছাপিয়ে এখন কাউন্সিল সম্পর্কে খোঁজখবর শুরু হয়েছে। কাউন্সিলের প্রধান পৃষ্ঠপোষক রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু স্বয়ং। সেই সূত্রে সংগঠনের মূল দায়িত্বে বিজেপি রয়েছে বলে অনেকে মনে করছেন বটে। কিন্তু কাউন্সিলের কেন্দ্রীয় নেতৃত্বে কট্টর বিজেপি বিরোধী ঝাড়খণ্ডের মুখ্যমন্ত্রী হেমন্ত সোরেন ও অসমের পূর্বতন কংগ্রেস সরকারের অধ্যক্ষ এবং মন্ত্রী পৃথিবী মাঝিও আছেন। শিলিগুড়ি মহকুমায় সম্মেলনের আয়োজনে আদিবাসীদের মধ্যে বিজেপির প্রভাব বিস্তারের চেষ্টার অভিযোগও উঠছে।

গোঁসাইপুরের সম্মেলন মঞ্চে দার্জিলিংয়ের সাংসদ রাজু বিস্ট এবং ফাঁসিদেওয়ার বিধায়ক দুর্গা মুর্মুর উপস্থিতি সেই জল্পনাকে উসকে দিচ্ছে বটে। কিন্তু সম্মেলনের আয়োজনে সক্রিয়ভাবে ছিলেন স্থানীয় আদিবাসী তৃণমূল নেতাদের একাংশ। তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য প্রাক্তন বিধায়ক ছোটন কিসকু, শিলিগুড়ি মহকুমা পরিষদের সহকারী সভাধিপতি রোমা রেশমি এক্কা প্রমুখ।

প্রশাসন আগাম সম্মেলন আয়োজনে কাউন্সিলের সক্ষমতা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছিল। অথচ সংস্থাটি এবারই প্রথম এমন সম্মেলন করল, তা নয়। আদিবাসী সংগঠনটির দাবি, বিভিন্ন দেশে তাদের প্রতিনিধিত্ব রয়েছে। বিগত দিনে নেপালে সম্মেলন হয়। গত বছর বাংলাদেশের কাউন্সিলের সম্মেলন হওয়ার কথা ছিল। কিন্তু সেদেশের উত্তপ্ত রাজনৈতিক পরিস্থিতির কারণে তখন হয়নি। সেবারই বিধাননগরে অনুষ্ঠানটি হওয়ার কথা থাকলেও শেষ মুহূর্তে বাতিল হয়।

রাষ্ট্রপতির সঙ্গে রাজু বিস্ট (ওপরে)। দর্শকাসনে রোমা রেশমি এক্কা। শনিবার।

এবছরও শিলিগুড়ির কাছে বিধাননগরে সম্মেলনটি আয়োজনের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। তবে, সিদ্ধান্ত বদলে শেষে গোঁসাইপুরে নানা সমস্যার মধ্যে সম্মেলন হল। যা নিয়ে তর্জায় জড়িয়ে পড়েছে তৃণমূল এবং বিজেপি। বিধাননগরে সম্মেলন আয়োজনে শাসকদলের অনেক নেতাই ছিলেন। রাষ্ট্রপতির অসম্মান ঘিরে তাঁরা অস্বস্তিতে। ওই কর্মসূচিতে প্রশাসনিক অব্যবস্থার যে অভিযোগ উঠছে, তা নিয়ে স্থানীয় তৃণমূল নেতা ছোটনের দাবি, 'প্রশাসনকে জানানো হয়েছিল। তারা সাধ্যমতো সাহায্য করেছে। তবে কিছু ভুল বোঝাবুঝি ছিল। সেটা নিয়ে রাজনীতি করা ঠিক নয়।' সংগঠনটির সর্বভারতীয় কার্যকরী সভাপতি নরেশ মুর্মুর বক্তব্য, 'এই অব্যবস্থার দায় রাজ্য প্রশাসনেরই। রাষ্ট্রপতির অনুষ্ঠানকে বানচাল করার চেষ্টায় আদিবাসীদের মনে আঘাত লেগেছে।' নরেশকে ২০২১ সালে তৃণমূলের হয়ে ভোট প্রচারে দেখা গিয়েছিল বলে অভিযোগ। প্রচারের অভিযোগ মানছেন নরেশ। তবে তাঁর সাফাই, তিনি সংগঠনের হয়ে প্রচারে যাননি।

তৃণমূলের অভিযোগ, তপশিলি উপজাতিদের জন্য সংরক্ষিত ফাঁসিদেওয়া আসনে হারের ভয় পাচ্ছে বিজেপি। সেখানকার বিধায়ক দুর্গা মুর্মুর বিরুদ্ধে এলাকায় দেখা না পাওয়ার অভিযোগ রয়েছে। রাষ্ট্রপতিকে এনে সেই পরিস্থিতি সামাল দেওয়ার চেষ্টা হল। রাজ্যের ২৯৪টি আসনের মধ্যে ১৬টি আসন আদিবাসীদের জন্য সংরক্ষিত। পরিসংখ্যান অনুযায়ী রাজ্যের অন্তত ৫২টি আসনে উল্লেখযোগ্য আদিবাসী ভোট রয়েছে। ভোটের আগে এই সম্মেলনকে কেন্দ্র করে তৃণমূল ও বিজেপি আদিবাসীদের মধ্যে প্রভাব বিস্তারের চেষ্টা করল বলে মনে করা হচ্ছে। কাউন্সিলের সম্মেলন প্রস্তুতি বৈঠক বিধাননগরের তৃণমূল নেতা কাজল ঘোষের বাড়িতে হয়েছে বলে খবর ছড়িয়েছে। সংগঠনের সর্বভারতীয় নেতাদের একাংশ কাজলের সাহায্য চেয়েছিলেন বলে দাবি। প্রশ্ন উঠেছে, সেটা কি বিজেপি নেতৃত্ব জানত না? নরেশের সাফাই, 'অনেকের সাহায্যে অনুষ্ঠান সফল হয়েছে।'

রাষ্ট্রপতির 'অপমানে' আক্ষেপ

'আফসোস থেকে যাবে জীবনভর...'

রাহুল মজুমদার ও সৌরভ রায়

গোঁসাইপুর ও বিধাননগর, ৮ মার্চ : সংবাদপত্রে যেদিন প্রথম খবরটা চোখে পড়ল, সেদিন থেকেই গর্ব হচ্ছিল সোনাই ভট্টাচার্যর। প্রথমবার উত্তরবঙ্গে সফরে আসছেন দেশের রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু, তাও আবার তাঁদের গোঁসাইপুরে। চাট্টিখানি কথা!

এয়ারপোর্ট অথরিটি অফ ইন্ডিয়ার যে মাঠে অনুষ্ঠানটি হয়েছে, সেখান থেকে সোনাইয়ের বাড়ি মেরেকেটে ১০০ মিটার দূরের একটি গলির ভেতর।

রাষ্ট্রপতি ঢোকা-বেরোনোর সময় তাঁকে একটিবার দেখার জন্য রাস্তার ধারে আর পাঁচজনের সঙ্গেই দাঁড়িয়ে ছিলেন তিনি। দ্রৌপদী মুর্মু নাকি গাড়ি থেকে হাতও নাড়িয়েছেন। মেজাজ তারপর থেকে বেশ ফুরফুরে ছিল। কিন্তু হাসি মিলিয়ে গেল বেলা গড়াতেই।

রাজ্য থেকে জাতীয় স্তরে এই মুহূর্তে আলোচনার কেন্দ্রে বাগডোগরা গ্রাম পঞ্চায়েতের গোঁসাইপুর। ইতিবাচক নয়, নেতিবাচক। নিন্দার ঝড় বইছে সর্বত্র। রাজনৈতিক দলগুলো একে অপরকে দোষারোপ করার প্রতিযোগিতায় নেমেছে। উলটোদিকে, আক্ষেপের সুর সোনাইদের গলায়।

তাঁদের জায়গায় এসে ভারতবর্ষের সাংবিধানিক প্রধানের এমন খারাপ অভিজ্ঞতা হতে পারে, তা এখনও মেনে নিতে পারছেন না ওঁরা। রবিবার বলছিলেন, 'রাষ্ট্রপতি তো আমাদের অতিথি ছিলেন। তাঁকে সম্মান দিতে বাথরুমে সামান্য জলের ব্যবস্থা করা যেত না? রাস্তার ধারে সারাবছর আবর্জনা ছড়িয়ে-ছিটিয়ে থাকে। পরিষ্কার করতে দেখি না। আমাদের না হয় গা-সওয়া হয়ে গিয়েছে, রাষ্ট্রপতির জন্যও সাফাই করা গেল না। এটা চূড়ান্ত ব্যর্থতা।'

রাষ্ট্রপতি এসেছিলেন সাঁওতাল কনফারেন্সে যোগ দিতে। সভামঞ্চে ওঠার পর থেকে ৩০ মিনিট এবং তারপর বিধাননগরে যাওয়া, এই পুরো সময়ের প্রায় অধিকাংশজুড়ে তিনি অসন্তোষ প্রকাশ করেছেন শনিবার। অথচ রাজ্য থেকে কেন্দ্রের ক্ষমতাসীন দলের জনপ্রতিনিধিরা প্রথম থেকেই দায় ঝেড়ে ফেলতে চাইছেন। ভোটের আগে যে যার মতো বিষয়টিকে হাতিয়ার করছে।

রাষ্ট্রপতির সফর ঘিরে শুরু হওয়া রাজনীতি কোনওভাবেই মেনে নিতে পারছেন না গোঁসাইপুর, বিধাননগরের বাসিন্দারা। কারও মতে, রাষ্ট্রপতির অপমান হয়েছে। তাই, যাঁরা এই অব্যবস্থার জন্য দায়ী, তাঁদের সকলের বিরুদ্ধে পদক্ষেপ করা প্রয়োজন। কেউ আবার বলছেন, রাজনীতির সময় নয় এটা, রাষ্ট্রপতির কাছে নিঃশর্তে ক্ষমা চাইতে হবে রাজ্য সরকারকে। কারও প্রশ্ন, স্থানীয় বিজেপি সাংসদ ও বিধায়করা কেন আগাম ব্যবস্থা নিলেন না?

বাগডোগরায় বাড়ি সুভাষ রায় বসুনিয়ার। তাঁর বক্তব্য, 'কে কী করল না, কে কী করেছে, কার দায় বা কার নয়- এসব নিয়েই তো আলোচনা চলছে। আমার দেশের সাংবিধানিক প্রধানের অপমান হয়েছে। রাজ্য আর কেন্দ্র- দুই পক্ষেরই ক্ষমা চাওয়া উচিত।'

যে এলাকায় সভা করতে চেয়েছিলেন রাষ্ট্রপতি, সেই বিধাননগরের একটি চা বাগানের শ্রমিক সঞ্জয় লাকড়ার সঙ্গে এদিন দুপুরে কথা হচ্ছিল। সঞ্জয় বিধাননগরে রাষ্ট্রপতিকে দেখতে গিয়েছিলেন। তাঁর কথায়, 'একবার শুনলাম, রাষ্ট্রপতি এখানে আসবেন। তারপর হঠাৎ করে সব বদলে গেল।

এখনও পথের ধারে আবর্জনা। এই রাস্তা দিয়েই গিয়েছিলেন রাষ্ট্রপতি।

ওখানে সভা হল। তবুও রাষ্ট্রপতি বিধাননগরে এলেন, আমাদের সৌভাগ্য। তাঁর যেন কোনও অসুবিধে না হয়, সেটা প্রশাসনের দেখা উচিত ছিল।'

বিধাননগরেরই বাসিন্দা ক্ষিতিশ সরকারের কথায়, 'সরকারি হোক বা বেসরকারি অনুষ্ঠান, প্রোটোকল সবক্ষেত্রেই তো সমানভাবে মানা উচিত। সংবাদপত্রে যা দেখছি, সত্যি যদি তেমন হয়ে থাকে, তবে ভারী অন্যায় হল।'

যে মাঝি থানে গিয়ে শাল গাছ লাগিয়েছেন রাষ্ট্রপতি, তার কাছেই বাড়ি কানু পালের। সন্তোষিণী বিদ্যাচক্রের মাঠে দাঁড়িয়ে গম্ভীর মুখে চাপা স্বরে বলে উঠলেন, 'বড় ভুল হয়ে গেল বোধহয়, এই আফসোস সারাজীবন থেকে যাবে...।'

অবস্থান বিক্ষোভে বিজেপি

শিলিগুড়ি ও বিধাননগর, ৮ মার্চ : রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মুর শিলিগুড়ি সফরে তৃণমূল সরকার তাঁকে অপমান করেছে বলে অভিযোগ তুলল বিজেপি। এই অভিযোগে রবিবার শিলিগুড়িতে গান্ধিমূর্তির পাদদেশে অবস্থান বিক্ষোভ করে মুখ্যমন্ত্রীর পদত্যাগ চান বিজেপি নেতারা। এদিন শিলিগুড়ির বিধায়ক তথা বিধানসভায় বিজেপির মুখ্য সচেতক শংকর ঘোষের নেতৃত্বে বিজেপি নেতা-কর্মীরা অবস্থানে বসেন। দীর্ঘক্ষণ সেখানে বিক্ষোভ দেখানো হয়। শংকরের বক্তব্য, 'ইচ্ছাকৃতভাবে রাজ্য সরকার রাষ্ট্রপতির এই অনুষ্ঠান বানচাল করতে চেয়েছিল। রাষ্ট্রপতি সেটা চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিয়েছেন। জেলা শাসক, পুলিশ আধিকারিকরা তো এখন তৃণমূলের ক্যাডারের মতো কাজ করছেন।'

> **যেখানে স্বয়ং রাষ্ট্রপতি আসতে চেয়েছিলেন, সেখানে পুলিশ মিথ্যা রিপোর্ট দিয়ে তাঁকে আসতে বাধা দিচ্ছিল।**
> **দুর্গা মুর্মু**
> *বিধায়ক, ফাঁসিদেওয়া*

এদিকে, রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মুকে অসম্মান করার অভিযোগ তুলে এদিন বিকেলে বিজেপির যুব মোর্চার কর্মীরা প্রতিবাদ জানাতে বাইক মিছিল করেন শহরে। মিছিলটি মাল্লাগুড়ি হনুমান মন্দির থেকে শুরু হয়ে শহরের বিভিন্ন পথ পরিক্রমা করে হাতি মোড়ে নেতাজিমূর্তির সামনে এসে শেষ হয়। এদিন বিধাননগরেও একটি প্রতিবাদ মিছিল হয়। আদিবাসী সমাজের নামে স্থানীয় বিজেপি বিধায়ক দুর্গা মুর্মুর নেতৃত্বে এই প্রতিবাদ মিছিল সংগঠিত হয়েছে। মিছিলটি বিধাননগর সন্তোষিণী হাইস্কুলের মাঠ থেকে শুরু হয়ে জগন্নাথপুর ও স্থানীয় বাজার পরিক্রমা করে পুনরায় ওই মাঠে এসে শেষ হয়। বিধায়ক দুর্গা মুর্মু বলছেন, 'যেখানে স্বয়ং রাষ্ট্রপতি আসতে চেয়েছিলেন, সেখানে পুলিশ মিথ্যা রিপোর্ট দিয়ে তাঁকে আসতে বাধা দিচ্ছিল।'

আজও ভবন তৈরি শেষ হয়নি

ক্ষোভ মণিরাম গ্রাম পঞ্চায়েতে

মহম্মদ হাসিম

নকশালবাড়ি, ৮ মার্চ : কাজ শেষের সময়সীমা ছিল আট মাস। কিন্তু দুই বছর হতে চললেও গ্রাম পঞ্চায়েতের ভবন নির্মাণের কাজ চলছে। নকশালবাড়ি ব্লকের মণিরাম গ্রাম পঞ্চায়েতের তিনতলা ভবন নির্মাণের কাজ নিয়ে তাই ক্ষোভ বাড়ছে। ২০২৪ সালের ২৭ ফেব্রুয়ারি ঘাটানি মোড় এলাকায় তিনতলা ভবন নির্মাণের কাজের শিলান্যাস করেছিলেন মণিরাম গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান। ভবন নির্মাণে দুটি পর্যায়ে পঞ্চদশ অর্থ কমিশনের ১৯ লক্ষ টাকা বরাদ্দ করা হয়। কিন্তু এখনও কাজ শেষ হয়নি। মূলত ক্ষুব্ধ গ্রাম পঞ্চায়েতের স্বনির্ভর দলের মহিলারা। তাঁদের বক্তব্য, নিজস্ব ভবন না থাকায় প্রশিক্ষণ দিতে গ্রামগঞ্জে যেতে হচ্ছে। কোনও গ্রুপ মিটিংও করা যাচ্ছে না। উপরন্তু ভাড়া ঘরেই কাজ সারতে হচ্ছে।

তিনতলা ভবন তৈরির পরিকল্পনা নেওয়ার সময় সবথেকে উপরতলা স্বনির্ভর গোষ্ঠীর হাতে তুলে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। পাশাপাশি ঠিক হয়, নীচতলা রাখা হবে প্রশাসনিক বৈঠক ও বিভিন্ন অনুষ্ঠানে ভাড়া দেওয়ার জন্য। কাজ শেষ না হওয়া নিয়ে সংশ্লিষ্ট ঠিকাদার সংস্থার দাবি, গত দুই বছরে গ্রাম পঞ্চায়েতে চারজন ইঞ্জিনিয়ার পরিবর্তন হয়েছেন। প্রতিবারই ইঞ্জিনিয়ার এসে নতুন প্ল্যানিং দিয়েছেন। ফলে কাজে ব্যাঘাত ঘটেছে। একটি কাজ দু'বার-তিনবার ভাঙতে হওয়ার পাশাপাশি নতুন করে তৈরি করার ক্ষেত্রে প্রচুর সময় নষ্ট হয়েছে। এবছর কি কাজ শেষ হবে? মেলেনি কোনও সদুত্তর। স্বনির্ভর গোষ্ঠীর সভানেত্রী চামেলি দত্ত বলেন, 'গ্রাম পঞ্চায়েতের ১৮টি সংসদের ছয় হাজারের বেশি মহিলা গ্রুপে রয়েছেন। সংসদগুলিও অনেক দূরে অবস্থিত। প্রতিটি সংসদে বৈঠক করতে গিয়ে হয়রানি হতে হচ্ছে। প্রধান আমাদের নতুন ভবন দেওয়ার আশ্বাস দিয়েছিলেন, কিন্তু কবে কাজ শেষ হবে জানি না।' যদিও মণিরাম গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান গৌতম ঘোষের দাবি, 'সামান্য কিছু কাজ বাকি রয়েছে। এ মাসেই নতুন ভবন উদ্বোধন করব। ইঞ্জিনিয়ার বারবার পরিবর্তন হয়েছে ঠিকই, তবে দু'বার টেন্ডার করতে গিয়ে এবং টাকা ধীরে ধীরে আসায় কাজের সময়সীমা বেড়ে গিয়েছে। মাঝে কিছুদিন নদীঘাট বন্ধ ছিল। ফলে নির্মাণসামগ্রী পাওয়া যায়নি।'

উল্লেখ্য, এক সময় মণিরাম গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান কার্যালয় ছিল নকশালবাড়ি স্টেশন লাগোয়া ঘাটানি মোড় এলাকায়। কিন্তু জায়গার পরিমাণ কম এবং এলাকাটি নকশালবাড়ি গ্রাম পঞ্চায়েতের আওতায় পড়ে যাওয়ায় ১৯৮৫ সালে দয়ারামজোত সংসদে মণিরাম গ্রাম পঞ্চায়েতের নতুন ভবন নির্মাণ করা হয়। ঘাটানি মোড় এলাকাটি পরিত্যক্ত অবস্থায় পড়ে থাকে। ২০২৩ সালে ডিআই ফান্ড সমীক্ষায় জায়গাটি মণিরাম গ্রাম পঞ্চায়েতের নামে নথিভুক্ত করা হয়। ওই জমিতেই উঠছে ভবন।

অসমাপ্ত অবস্থায় পড়ে আছে ভবন। মণিরাম গ্রাম পঞ্চায়েতে। -সংবাদচিত্র

সাংবাদিক সম্মেলনে মেয়র গৌতম দেব (ওপরে)। গান্ধিমূর্তির পাদদেশে অবস্থানে বিধায়ক শংকর ঘোষ। রবিবার শিলিগুড়িতে।

রাষ্ট্রপতিকে চিঠি দেবেন গৌতম

তালিকা থেকে বাদ চা শ্রমিকদের নাম

রণজিৎ ঘোষ

শিলিগুড়ি, ৮ মার্চ : চা বাগানের প্রচুর শ্রমিক পরিবারের সদস্যের নাম ভোটার তালিকা থেকে বাদ পড়েছে। বহু নাম বিচারাধীন। এমনই বেশ কয়েকজন চা শ্রমিককে নিয়ে সাংবাদিক বৈঠক করলেন তৃণমূল কংগ্রেসের জাতীয় কার্যনির্বাহী কমিটির সদস্য তথা শিলিগুড়ির মেয়র গৌতম দেব। চা শ্রমিকদের এই সমস্যাগুলি দূর করার আবেদন জানিয়ে রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মুকে চিঠি দিচ্ছেন গৌতম। তাঁর বক্তব্য, 'রাষ্ট্রপতি এখানে এসেছিলেন। তিনি আদিবাসীদের নিয়ে অনেক কথা বলেছেন। অথচ নির্বাচন কমিশন বেছে বেছে আদিবাসীদের নাম ভোটার তালিকা থেকে বাদ দিয়ে দিচ্ছে। আমি রাষ্ট্রপতিকে শিলিগুড়ির নাগরিক হিসাবে চিঠি দিয়ে এর প্রতিবাদ জানাব এবং আদিবাসীদের সুরক্ষা চাইব।'

শিলিগুড়ির বিধায়ক শংকর ঘোষ বলছেন, 'মুখ্য নির্বাচনি আধিকারিক (সিইও) বাদে ভোটার তালিকায় বিশেষ নিবিড় সংশোধনী (এসআইআর)-র কাজে যুক্ত সব কর্মী, আধিকারিকই রাজ্য সরকারের কর্মচারী। তাহলে কি কোথাও রাজ্য সরকারি কর্মচারীরা এই ধরনের হয়রানি জিইয়ে রাখতে অন্তর্ঘাত করছেন? এটাও তদন্ত করে দেখা উচিত।' শংকরের দাবি, 'একজন বৈধ ভোটারের নামও যাতে ভোটার তালিকা থেকে বাদ না যায়, সেটা নির্বাচন কমিশন নিশ্চিত করুক।'

প্রসঙ্গত, তরাইয়ের চা বাগানের প্রচুর শ্রমিকের নাম ভোটার তালিকা থেকে বাদ পড়েছে। আবার ভোটার তালিকায় বহু শ্রমিকের নামের পাশে বিচারাধীন লেখা। এই ঘটনা নিয়ে শ্রমিক মহল্লায় ভীষণ উদ্বেগ রয়েছে। তৃণমূল কংগ্রেসের তরফে বারবার এই ঘটনা নিয়ে নির্বাচন কমিশন এবং কেন্দ্রের শাসকদল বিজেপিকে দায়ী করা হচ্ছে। এরই মধ্যে রাষ্ট্রপতি শনিবার শিলিগুড়ি সফরে এসে বিভিন্ন ইস্যুতে রাজ্য সরকারের বিরুদ্ধে তোপ দেগেছেন।

আর এরপরই রবিবার চা বাগানের বেশ কিছু আদিবাসী শ্রমিককে শিলিগুড়িতে দলীয় কার্যালয়ে এনে সাংবাদিক বৈঠক করে তৃণমূল। সেখানে চা শ্রমিকদের বসিয়ে সাংবাদিক বৈঠক করেন গৌতম দেব এবং দলের শ্রমিক সংগঠন আইএনটিটিইউসি-র দার্জিলিং জেলা সভাপতি নির্জল দে।

সেখানে গৌতম বলেন, 'চা শ্রমিকদের নাম ভোটার তালিকা থেকে চক্রান্ত করে বাদ দেওয়া হচ্ছে। শুধু আদিবাসীরাই নন, রাজবংশী, তপশিলি জাতি, উপজাতির প্রচুর ভোটারের নামও তালিকা থেকে বাদ দেওয়া হয়েছে। বহু নাম বিচারাধীন। অথচ এই পরিবারগুলি দীর্ঘদিন ধরে এখানে বসবাস করছে। তাদের পূর্বপুরুষরাও এখানেই ছিলেন।' তারপরেই গৌতম বলেন, 'রাষ্ট্রপতি এই বিষয়গুলিতে হস্তক্ষেপ করবেন বলে আমরা কি আশা করতে পারি না? আমরা কি রাষ্ট্রপতির কাছে এই দাবি করতে পারি না যে, এই আদিবাসী, রাজবংশীরা সুরক্ষার অভাব বোধ করছেন। তাঁদের বিষয়টি আপনি দেখুন। কেন নির্বাচন কমিশন এবং কেন্দ্রের বিজেপি বেছে বেছে এই সম্প্রদায়গুলিকে টার্গেট করছে?' তিনি আরও বলেন, 'আমি রাষ্ট্রপতিকে সমস্ত বিষয়টি জানিয়ে, আদিবাসী সহ অন্যদের নাগরিকত্বকে সুরক্ষিত করার দাবিতে চিঠি দিচ্ছি। এরপরে শ্রমিকদের তরফেও রাষ্ট্রপতিকে চিঠি দেওয়া হবে।'

সাংবাদিক বৈঠকে আসা মানঝা চা বাগানের শ্রমিক শিলমন্তি টোপ্পোর কথায়, 'আমাদের পরিবারের সবার নাম ভোটার তালিকায় রয়েছে। আমিও বহু বছর ধরে ভোট দিয়ে আসছি। কিন্তু এবার আচমকাই তালিকা থেকে আমার নাম ডিলিট করা হয়েছে। ভীষণ আতঙ্কে রয়েছি।'

বেপরোয়া গাড়ি

শিলিগুড়ি, ৮ মার্চ : ক্রিকেটে ভারতের জয়কে ঘিরে উৎসবের রাতেই গাড়ি ভাঙচুরের ঘটনা ঘটল সেবক রোডে। স্থানীয় ও পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, এদিন রাতে পানিট্যাঙ্কি মোড় থেকে একটি গাড়ি সেবক রোডের দিকে যাচ্ছিল। স্থানীয়দের অভিযোগ, গাড়িটি নিয়ন্ত্রণহীন অবস্থায় এতটাই জোরে যাচ্ছিল যে রাস্তার ধারে তিন তরুণীর ওপরে উঠে আসার মতো পরিস্থিতি তৈরি হয়েছিল। বিষয়টি দেখে ওই তিন তরুণীকে রাস্তার ধার থেকে কোনওরকমে সরিয়ে দেন এক তরুণ। তবে সেসময়ে ওই তরুণের পায়ে চোট লাগে। গাড়িটি নিয়ে চালক চম্পট দেওয়ার চেষ্টা করেন। তবে ওই গাড়ির পিছু নেন পথচলতি মানুষজন। শেষে আইটিআই মোড়ের কাছে গাড়িটিকে আটকায় জনতা। তখনই ওই গাড়িতে ভাঙচুর চালানো হয়। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছায় ভক্তিনগর থানা ও পানিট্যাঙ্কি ফাঁড়ির পুলিশ। এরপর ওই চালককে আটক করার পাশাপাশি গাড়িটিও বাজেয়াপ্ত করা হয়। এই ঘটনার পেছনে অন্য কোনও কারণ রয়েছে কি না, তা তদন্ত করে দেখছে পুলিশ। প্রসঙ্গত, দিন কয়েক আগেই শিলিগুড়ি শহরে রাস্তার ধার দিয়ে হেঁটে যাওয়া এক তরুণকে ধাক্কা মারে একটি গাড়ি। সেই ঘটনায় ওই তরুণের মৃত্যু হয়।

■ ৪৬ বর্ষ ■ ২৮৮ সংখ্যা, সোমবার, ২৪ ফাল্গুন ১৪৩২

গণতন্ত্রেরই জয়

বাংলাদেশ ব্যর্থ হলেও পারল নেপাল। প্রাক্তন শাসকদের উৎখাতে সফল তরুণ প্রজন্ম পাহাড়ি রাষ্ট্রটির ভোটে নিরঙ্কুশ জয়ী হল। পদ্মাপারের দেশে কিন্তু শেখ হাসিনা বিরোধী 'গণ অভ্যুত্থানে'র কান্ডারি তরুণরা নির্বাচনি ময়দানে প্রায় হারিয়েই গিয়েছেন। তাঁদের তৈরি দলকে ৬টির বেশি আসন দেয়নি বাংলাদেশের জনতা। অথচ নির্বাচিত সরকারকে পদত্যাগে বাধ্য করার কারিগর তরুণদের দল রাষ্ট্রীয় স্বতন্ত্র পার্টিকেই (আরএসপি) বরণ করে নিলেন নেপালের সাধারণ মানুষ।

অথচ তারুণ্যের গণ অভ্যুত্থান সাধারণ মানুষের মধ্যে সমানভাবে প্রত্যাশা জাগিয়েছিল দুই দেশেই। বাংলাদেশে সেই প্রত্যাশা পূরণে ব্যর্থ হয়েছেন বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের নেতারা। দিশাহীনতা, ক্ষমতার সান্নিধ্যে আসার পরপরই নানা দুর্নীতিতে জড়িয়ে যাওয়া এবং শেষপর্যন্ত শাসনদণ্ড হাতে নেওয়ার উদগ্র বাসনায় জামায়াতে ইসলামির মতো মৌলবাদী শক্তির হাত ধরায় নিজেদের বিশ্বাসযোগ্যতা প্রমাণে ব্যর্থ হলেন তাঁরা।

হাসিনা জমানায় গণতন্ত্রহীনতার বাতাবরণে হাঁসফাঁস করতে থাকা বাংলাদেশ সুস্থ শাসনের প্রত্যাশী ছিল। ছাত্র নেতাদের তৈরি ন্যাশনাল নাগরিক পার্টি (এনসিপি) সেই প্রত্যাশা পূরণ করতে পারবে বলে বিশ্বাস রাখতে পারেননি সেদেশের মানুষ। অনেক অভিযোগ থাকলেও আওয়ামী লিগের বিকল্প হিসাবে তাই বিএনপিকে বেছে নিয়েছেন তাঁরা। ভোটের ফলাফলে স্পষ্ট, বাংলাদেশের মতো নেপালের ভোটাররাও এমন সরকার চেয়েছে, যার পিছনে নিরঙ্কুশ সমর্থন থাকবে। তাই ঢেলে ভোট দিয়েছে নেপালে তরুণদের পার্টি আরএসপিকে।

নেপালে জয়ী হল গণতন্ত্র। বাংলাদেশের মতোই গণতন্ত্রের মুখোশের আড়ালে কার্যত জনসাধারণের সমস্যার প্রতি উদাসীন শাসনে হতাশ, বিরক্ত ছিল নেপাল। মাঝের সামান্য দিন ছাড়া টানা ২৪০ বছরের রাজতন্ত্রের অবসান ঘটিয়ে ২০০৮ সালে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা হয়েছিল নেপালে। কিন্তু গণতন্ত্রের গত ১৮ বছরের যাত্রাপথ নেপালের জনতার কাছে সুখকর হয়নি। এই সময়ে যতবার সরকার গঠিত হয়েছে, ততবার অন্তঃকলহে দীর্ণ হয়েছে। ফলে বারবার শাসক বদলেছে বটে, কিন্তু ঈপ্সিত শাসন মেলেনি।

গত কয়েক বছরে কোনও দলই নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা পায়নি নেপালে। ফলে জোট সরকার হয়ে উঠেছিল দেশটার ভবিতব্য। কিন্তু জোট গঠনের পেছনে সংকীর্ণ ব্যক্তি বা দলীয় স্বার্থ প্রাধান্য পাওয়ায় বারবার উপেক্ষিত হয়েছে জনতার স্বার্থ। সেই হতাশা, রাগ, বিরক্তির কারণে নিরঙ্কুশ সরকার গঠনে এবার নেপালের মানুষ ঢেলে ভোট দিয়েছে একটি দলকেই। বলেন্দ্র শাহ যেন হয়ে উঠেছেন নেপালের জনতার স্বপ্নের নায়ক।

কোনও দলে যোগ না দিয়ে এর আগে কাঠমান্ডুর মেয়র পদে অবিশ্বাস্য সমর্থন পেয়েছিলেন তিনি। গণ অভ্যুত্থানের পর তাৎক্ষণিকভাবে দেশের শাসনক্ষমতা গ্রহণে অনাগ্রহী ছিলেন বলেন্দ্র। চেয়েছিলেন জনতার ভোটে জিতে প্রকৃত গণতন্ত্রের স্বাদ মানুষকে পাইয়ে দিতে। তাঁর সেই অ্যাজেন্ডাতেই যেন সিলমোহর দিল নেপাল। তারুণ্যের শক্তিতেই আস্থা রাখল দেশটা। দীর্ঘদিনের শাসক নেপাল কংগ্রেস বা নেপালের কমিউনিস্ট পার্টির প্রতি যে আর বিন্দুমাত্র ভরসা নেই, তা এই নির্বাচনে স্পষ্ট হয়ে গিয়েছে।

একসময় ধারণা ছিল, গণ অভ্যুত্থানকে কেন্দ্র করে তরুণদের স্বতঃস্ফূর্ততা মূলত শহরকেন্দ্রিক। গ্রামে তার আঁচ তেমনভাবে পড়েনি। ফলে মনে করা হয়েছিল, নেপালের বিস্তীর্ণ গ্রামাঞ্চল দিয়ে কেপি শর্মা ওলি বা প্রচণ্ডর পার্টি এগিয়ে থাকতে পারে। কিন্তু ওইসব দল, এমনকি নেপাল কংগ্রেসকে যে আর কোনওমতেই জায়গা ছাড়তে নারাজ গোটা দেশ, তা এখন পরিষ্কার।

গণ অভ্যুত্থান এবং পরবর্তী সময়ে নেপালে রাজতন্ত্র ফিরিয়ে আনার পক্ষে সওয়াল শুরু হয়েছিল। প্রাক্তন রাজার পক্ষে প্রচার শুরুও হয়েছিল। কিন্তু ভোটের ফল প্রমাণ করল, গত ১৮ বছরে শাসকরা গণতন্ত্রের যতই অপব্যবহার করুক, নেপাল আর কিছুতেই পিছনের দিকে হেঁটে রাজতন্ত্রকে ফিরিয়ে আনতে চায় না। এগিয়ে চলার এই নতুন পথ সফল হবে কি না পরের কথা, কিন্তু এই রায় আপাতত নেপালের মানুষের বড় জয়।

অমৃতধারা

ভগবানকে কেন্দ্র করে যদি আমরা ঘুরি তাহলে আমরা মিলিত হব। যদি রাম আমাদের মধ্যে থাকে, তাহলে আমরা মিলিত হব। যত বেশি আমি তাঁর ওপর আশ্রিত হয়েছি, যত বেশি আমার তাঁর ওপর নির্ভরতা বেড়েছে তত কাজ সুন্দর হয়েছে। যত আমি খালি তত আমি সুন্দর। যে যার চিন্তা করে সে তার মতো হয়। বেদ- বেদান্ত-উপনিষদের শ্লোক পড়ার দরকার নেই, তাঁর চিন্তা করুন। তাঁর চিন্তা করা মানেই তো তাঁর মতো হয়ে যাওয়া। এটা আমি বলি, তোমরা ভালোবাসার চাষ করো। মানুষকে ভালোবাসো। নিজের কাছে নিজে PERFECT থাকা। নিজের কাছে নিজে ঠিক থাকা-এটাই সাধনা। এটাই কিন্তু ধর্মের একটা প্রধান দিক। যদি আমরা তিনশো পঁয়ষট্টি দিন ঈশ্বরকে চিন্তা করতে পারি, ঈশ্বরের ভাবনা করতে পারি, তাহলে তিনশো পঁয়ষট্টি দিনই কিন্তু আমরা শক্তিশালী হয়ে উঠব।

-ভগবান

উত্তরবঙ্গে পাশ্চাত্য শিক্ষার আলোর ইতিহাস

উত্তরবঙ্গে শিক্ষাবিস্তারে মিশনারিদের ভূমিকা—ঐতিহ্য, সামাজিক পরিবর্তন ও আধুনিক শিক্ষার ভিত্তি নির্মাণ।

শৌভিক রায়

ঐতিহ্য।। কালিম্পংয়ে ডক্টর গ্রাহামস হোমস স্কুল।

বহুদিন আগের কথা। তখন ডিসেম্বর মাস এলেই অপেক্ষায় থাকতাম, কবে সেভেনথ ডে অ্যাডভেন্টিস্ট চার্চ থেকে ছাত্রছাত্রীরা বাইবেল বিতরণ করতে আসবে। উত্তরের ছোট্ট জনপদে তখনও অবশ্য বড়দিনের জাঁকজমক সেভাবে ছিল না। কেক, পেস্ট্রি ইত্যাদি পাওয়াও অনেক দূরের ব্যাপার। তবে চার্চ যে স্কুলটি পরিচালনা করত, সেই স্কুলের খ্রিস্টান শিক্ষকদের কোয়ার্টার্সে গেলে, ঘরে বানানো সুস্বাদু পাই পাওয়া যেত। শোনা যেত ক্রিসমাস ক্যারল। সবুজ ক্রিসমাস ট্রি সহ নানা রঙে চার্চ ও স্কুল সেজে উঠত।

তখনও জানতাম না, ১৯৪৯ সালে এমজে চ্যাম্পিয়ন তাঁর সহযোগী জেনসেনকে নিয়ে সুদূর কার্মাটাঁড় থেকে রবিনসন এসডিএ হাইস্কুল-কে সরিয়ে এনেছিলেন সেদিনের ছোট্ট ফালাকাটায়। ৫০০ একর জমি কেনা হয়েছিল শুভানুধ্যায়ী মিসেস রেমন্ডের আর্থিক সহযোগিতায়। বদলে গিয়েছিল স্কুলের নাম। সেদিন থেকেই শিক্ষা বিস্তারে অগ্রণী ভূমিকা নিয়েছে স্কুলটি। তবে শুধু শিক্ষাদান নয়। স্বাস্থ্যক্ষেত্রেও তাদের ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ। তৈরি হচ্ছে বিরাট হাসপাতাল। আসলে গোটা বিশ্বে শিক্ষা-স্বাস্থ্য পরিষেবায় সেভেনথ ডে অ্যাডভেন্টিস্ট চার্চের নাম প্রথম সারিতে। ফলে, শুধু ফালাকাটা নয়, উত্তরের বহু জনপদে তাদের সেবামূলক কাজ চলে নিঃশব্দে।

এটা ঠিক যে, মূলত ধর্ম প্রচারের জন্যই খ্রিস্টান মিশনারিরা উত্তরবঙ্গে পা রেখেছিলেন। কিন্তু তাঁরা শুধুমাত্র সেই গণ্ডির মধ্যে নিজেদের আটকে রাখেননি। কোচবিহারের কথাই ধরা যাক। ১৮৭৮ সালে মহারাজা নৃপেন্দ্রনারায়ণের সঙ্গে বিবাহের পর কোচবিহারে এসে, মহারানি সুনীতি দেবী এখানে আধুনিক পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা বুঝতে পেরেছিলেন। অনুভব করেছিলেন, মহিলাদেরও শিক্ষিত করে তুলতে হবে। তাঁর অনুরোধে মধ্যপ্রদেশ থেকে সুইডিশ মিশনের লিডিয়া ম্যাগুনসন কোচবিহারে আসেন। তাঁকে মহারানি প্রতিষ্ঠিত সুনীতি অ্যাকাডেমির সেলাই শিক্ষিকা হিসেবে নিযুক্ত করা হয়। লিডিয়া চেয়েছিলেন মহারাজার নিজস্ব ব্যান্ড পার্টিতে কর্মরত খ্রিস্টান পরিবারের সন্তানরাও শিক্ষিত হয়ে উঠুক। তাঁর অনুরোধে সুনীতি দেবী মহারাজা নৃপেন্দ্রনারায়ণকে এ ব্যাপারে উদ্যোগী হতে অনুরোধ করেন। কিন্তু রাজ আমলে কোচবিহারে মিশনারিদের ওপর নিষেধাজ্ঞা ছিল। সুইডিশরা ছাড়া আর কোনও ইউরোপিয়ান মিশনারি শিক্ষা বিস্তার করতে পারবে না, এই শর্তে লিডিয়া ম্যাগুনসনের আবেদন গ্রাহ্য হয়। মধ্যপ্রদেশ থেকে নিয়ে আসা হয় লিলি উইলম্যানকে। ১৯০০ সালে তাঁর উদ্যোগে তৈরি হয় একটি হোম স্কুল। কালক্রমে সেটি শাখাপ্রশাখা বিস্তার করে আজ শহরের অন্যতম নামী স্কুল বলে পরিচিত। সুইডিশ মিশনের সঙ্গে আজ অবশ্য সেই স্কুলের সম্পর্ক নেই। তবে নর্দার্ন ইভাঞ্জেলিক্যাল লুথারেন চার্চের অধীনে রয়েছে অন্ধদের জন্য একটি স্কুল। আজ কোচবিহারে সুইডিশ মিশন বলতে সেটিকেও বোঝেন অনেকে।

আলিপুরদুয়ার শহরের একটি স্কুল, প্রথিতযশা শিক্ষাবিদ ও আধিকারিক পিএন ম্যাকউইলিয়ামের নামে হলেও, তিনি কিন্তু সরাসরি মিশনারিদের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন না। যেমন ছিলেন না ব্রিটিশ আধিকারিক ক্যাপ্টেন ফ্রান্সিস জেনকিন্স। তাঁর নাম উল্লেখ করলাম কারণ ওই নামে, ১৮৬১ সালে প্রতিষ্ঠিত স্কুলটি আজ শুধু কোচবিহারের নয়, গোটা রাজ্যের গর্ব। তবে আলিপুরদুয়ার জেলার মহাকালগুড়ির শতবর্ষ প্রাচীন স্কুলটির ক্ষেত্রে স্কটিশ মিশনারি এডব্লিউএফ ম্যাককাচেনের প্রধান ভূমিকা ছিল। এই অঞ্চলটি বক্সা অরণ্যের রায়ডাক ডিভিশনের কাছাকাছি ও প্রত্যন্ত বলেই পরিচিত। আদিবাসী অধ্যুষিত এই এলাকায় শিক্ষাবিস্তারের প্রয়োজন নিয়ে সন্দেহের কোনও অবকাশ নেই। নারীশিক্ষার গুরুত্ব বুঝে এখানে মেয়েদের জন্যও আলাদা স্কুল স্থাপন করা হয়েছিল। আসলে পরবর্তী প্রজন্মকে শিক্ষিত করে তুলতে সবার আগে নারী শিক্ষার প্রয়োজন, সেটা বোধহয় মিশনারিদের চাইতে আর কেউ ভালো বোঝেননি। এই জেলাতেই ব্যাপ্টিস্ট মিশনের স্কুল দেখা যায় বীরপাড়ার মতো চা বাগান ও মেন্দাবাড়ির মতো অরণ্যে ঢাকা জনপদে। প্রেসবিটেরিয়ান, ক্যাথোলিক ইত্যাদি মিশনারিদের অবদানও কম নয় আলিপুরদুয়ার জেলার শিক্ষাবিস্তারে।

জলপাইগুড়ি জেলায় অন্যান্য যে মিশনারি সংস্থাগুলি দেখা যায় তাদের মধ্যে হিমালয়ান ইভাঞ্জেলিক্যাল মিশন, সেলেসিয়ান অফ ডন বসকো, চার্চ অফ নর্থ ইন্ডিয়া, মিশনারিজ অফ চ্যারিটি, মান্না মিশন, মিশনারি সিস্টার্স অফ মেরি হেল্প অফ খ্রিস্টানস, বিলিভার্স ইস্টার্ন চার্চ, অ্যাসেম্বলিজ অফ গড ইত্যাদি প্রধান। এদের অধীনে থাকা বিভিন্ন স্কুলগুলির শিক্ষার্থীর সংখ্যা কিন্তু কম নয়। শুধু শিক্ষা প্রসারে নয়, এঁরা কাজ করছেন সমাজের নানা ক্ষেত্রে। জলপাইগুড়ির বিভিন্ন চা বাগানে তাঁদের সেবামূলক কাজ ইতিমধ্যেই নজর কেড়েছে। পিছিয়ে পড়া মুসলিম সমাজের জন্যও তাঁদের অবদান ঈর্ষণীয়। লঙ্কাপাড়া, মাকড়াপাড়ার মতো একসময়ের দুর্গম এলাকায়ও তাঁরা অনায়াসে পৌঁছে গিয়েছেন। কদমপুর, সিমলাবাড়িতেও চলছে মিশনারিদের কর্মযজ্ঞ। চালসা, নাথুয়া, বিন্নাগুড়ি ইত্যাদি অঞ্চলের শিক্ষা ব্যবস্থাও অনেক অংশে নির্ভর করছে মিশনারিদের প্রতিষ্ঠিত স্কুলগুলির ওপর। এই প্রসঙ্গে মালবাজারের শিক্ষাব্রতী রেভারেন্ড জন থ্যাটসের কথা বলতেই হয়। মালবাজারে বেড়াতে এসে তিনি দেখেন যে, এখানকার ছাত্রদের ইংরেজিমাধ্যমে পড়াতে দার্জিলিং, কালিম্পং কিংবা কলকাতায় পাঠানো হচ্ছে। তখনই তিনি এই অঞ্চলে প্রথম ইংরেজিমাধ্যম স্কুল স্থাপনের জন্য মনস্থির করেন। গড়ে ওঠে বয়েজ টাউন নামে অনাথ আশ্রম এবং তার অধীনে প্রতিষ্ঠিত হয় একটি স্কুল। সেই স্কুল আজকের মালবাজারের গর্ব।

ডুয়ার্সের তরঙ্গায়িত ভূমি ছেড়ে যদি চোখ ফেরাই দার্জিলিং বা কালিম্পঙের পাহাড়ি অঞ্চলে, তাহলে দেখব পাহাড়ের শিক্ষা ও স্বাস্থ্য ব্যবস্থার ক্ষেত্রে খ্রিস্টান মিশনারিরা অন্যদের চাইতে অনেক এগিয়ে। এখানে মূলত স্কটিশ মিশন ও রোমান ক্যাথোলিক মিশনকে চোখে পড়ে। তাঁদের কর্মকাণ্ড শুরু হয়েছিল ঊনবিংশ শতকের মাঝামাঝি সময় থেকে। দীর্ঘ সময় ধরে পাহাড়ের সামাজিক বিকাশে তাঁদের ভূমিকা অস্বীকার করা যায় না। এই রাজ্যের বহু নামী শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের ঠিকানা হল দার্জিলিং পাহাড়। ভাবতে অবাক লাগে সেই কবে ১৯০০ সালে, ডক্টর গ্রাহামস হোমসের মতো মানুষ কালিম্পংয়ের ডেলো পাহাড়ের কাছে অনাথ আশ্রম সহ প্রতিষ্ঠা করেছিলেন নিজের স্কুল। মনে পড়ছে রেভারেন্ড উইলিয়াম ম্যাকফার্লেনের কথাও। ১৮৭৩ সালে তাঁর প্রতিষ্ঠিত স্কুলটি কালিম্পংয়ের প্রথম স্কুল। দার্জিলিংয়ের লরেটো কনভেন্ট অবশ্য আরও পুরোনো। এটির প্রতিষ্ঠা ১৮৪৬ সালে। মাদার টেরেজার সেন্ট হয়ে ওঠার ক্ষেত্রেও কিন্তু দার্জিলিংয়ের অবদান কম নয়। কেননা ভারতে এসে তিনি বেশ কিছুদিন ছিলেন দার্জিলিংয়ে। ফরেন মিশন সোসাইটি অফ প্যারিস, সুইস ক্যানন রেগুলারস, খ্রিস্টান ব্রাদার্স প্রমুখও পিছিয়ে নেই। পাহাড়ের লেপচা, নেপালি, ভুটিয়া সহ সব ধরনের মানুষকেই তাঁরা সামাজিক স্বাস্থ্যবিধি থেকে শুরু করে হাতেকলমে শিক্ষা দিয়েছেন।

একটি পরাধীন দেশের মানুষকে শিক্ষিত করে না তুললে, দেশটি যে এগোবে না সেটি বিলক্ষণ বুঝতেন মিশনারিরা। তাই ধর্মীয় শিক্ষা প্রদানের সঙ্গে, তাঁরা অনুভব করেছিলেন আধুনিক শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা। সেই সময় এই অঞ্চলের প্রাজ্ঞ মানুষরাও তাঁদের সাহায্য করেন। নিঃস্বার্থভাবে দান করেন স্কুলের জন্য জমি। দেন আর্থিক অনুদান। সামাজিক ও ধার্মিক অসহিষ্ণুতাকে দূরে সরিয়ে রেখে, দেশ গড়ার কাজে ব্রতী হন সকলেই। আজ যে শিক্ষার গর্ব করছি আমরা, তার পেছনে সেই মহাপ্রাণ মিশনারি ও স্থানীয় মানুষদের কথা ভুললে চলবে না।

(লেখক শিক্ষক। কোচবিহারের বাসিন্দা)

উত্তরবঙ্গের আধুনিক শিক্ষা ব্যবস্থার ভিত গড়তে মিশনারিদের অবদান অনস্বীকার্য। কোচবিহারের রাজবাড়ির আনুকূল্যে নারীশিক্ষার প্রসার হোক বা ফালাকাটার দুর্গম জনপদে রবিনসন এসডিএ স্কুলের প্রতিষ্ঠা— দীর্ঘ ১৫০ বছর ধরে এই নিঃশব্দ কর্মযজ্ঞ চলেছে। ডুয়ার্সের চা বাগান থেকে পাহাড়ের চূড়া পর্যন্ত ছড়িয়ে থাকা বিভিন্ন মিশনারি স্কুলগুলি আজও ব্রতী রয়েছে সমাজ গঠনে। ধর্মপ্রচারের গণ্ডি ছাড়িয়ে আধুনিক শিক্ষা ও স্বাস্থ্য পরিষেবাকে সাধারণ মানুষের দোরগোড়ায় পৌঁছে দিতে মিশনারিদের পাশাপাশি স্থানীয় বদান্যতাও ইতিহাসে এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত হয়ে রয়েছে।

আজ

১৮৫৮

আজকের দিনে প্রয়াত হন পণ্ডিত মদনমোহন তর্কালঙ্কার।

১৯৫১

ওস্তাদ জাকির হোসেনের জন্ম আজকের দিনে।

আলোচিত

খেলার নিয়ম হল, কখন সেটা শেষ করতে হবে আগেই জেনে রাখা। রাজ্যপাল হিসেবে যখন এসেছি, তখন কোনও না কোনও সময় সরতেই হত। আমাকে সিদ্ধান্ত নেওয়ার সুযোগ দেওয়া হয়েছিল। আমি সিদ্ধান্ত নিয়েছি, ইস্তফা দেওয়াই শ্রেয়। কেন এই সিদ্ধান্ত, তা সঠিক সময় না আসা পর্যন্ত গোপনই থাকবে।

- সিভি আনন্দ বোস

ভাইরাল/১

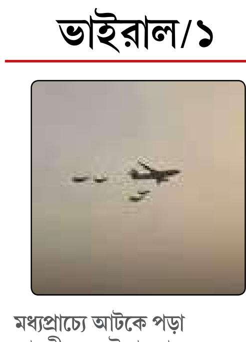

মধ্যপ্রাচ্যে আটকে পড়া ভারতীয়দের উদ্ধারকাজ শুরু। দুবাই থেকে একদল ভারতীয়কে দেশে ফিরিয়ে আনা হয়েছে। বিশেষ নিরাপত্তা করিডর তৈরি করে যাত্রীবাহী বিমানটিকে ৪টি যুদ্ধবিমান এসকর্ট করে ভারতে নিয়ে আসে।

ভাইরাল/২

বেঙ্গালুরুর একটি আবাসনে কয়েকজন প্রবীণ প্রাতঃভ্রমণ করছিলেন। সেসময় এক ব্যক্তি পোষ্যকে নিয়ে সেখানে উপস্থিত হন। পোষ্যটি সেখানে প্রস্রাব করলে মালিকের সঙ্গে বাকিদের বাকবিতণ্ডা, তা গড়ায় হাতাহাতিতে। প্রবীণরা পোষ্যের মালিককে উত্তমমধ্যম দেন।

জনমন
জনমত

ডিজিটাল পেরন্টিংয়ের পাঠ প্রয়োজন

অস্ট্রেলিয়া পথ দেখিয়েছিল। এবার সেই পথে হাঁটতে শুরু করল কর্ণাটক সরকার। ১৬ বছরের নীচের কিশোর-কিশোরীদের সোশ্যাল মিডিয়া থেকে দূরে রাখার যে সাহসী সিদ্ধান্ত মুখ্যমন্ত্রী সিদ্দারামাইয়া ঘোষণা করেছেন, তা ডিজিটাল যুগে এক বিরাট 'ব্রেকিং নিউজ'। শুধুমাত্র কর্ণাটকই নয়, অন্ধ্রপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী এন চন্দ্রবাবু নাইডুও ১৩ বছরের ঊর্ধ্বসীমা বেঁধে দিয়ে সুর চড়িয়েছেন। প্রশ্ন উঠছে, তাহলে কি এবার স্মার্টফোন আর সোশ্যাল মিডিয়ার 'ডিজিটাল আফিম' থেকে মুক্তি পেতে চলেছে আমাদের আগামী প্রজন্ম?

আমরা এমন এক সময়ে দাঁড়িয়ে আছি যেখানে সন্তানের হাতে মোবাইল তুলে দিয়ে বাবা-মা নিশ্চিন্ত হন বটে, কিন্তু অগোচরেই সেই শিশু হারিয়ে যায় সাইবার বুলিং, পর্নোগ্রাফি, রিলস আর ভার্চুয়াল লাইকের নেশায়। পরীক্ষার খাতায় মেধার দৌড় কমেছে, বেড়েছে স্ক্রিন টাইমের দাপট। একদিকে পড়াশোনা, অন্যদিকে সোশ্যাল মিডিয়ার মায়াজাল - এই টানাপোড়েনে কিশোর মন আজ টালমাটাল। ডিজিটাল আসক্তি যে মস্তিষ্কের বিকাশে কতটা মারণঘাতী হতে পারে, তা নিয়ে বিশ্বজুড়ে গবেষণার অন্ত নেই। কর্ণাটকের এই সিদ্ধান্ত সেই বাস্তবেরই এক কঠিন প্রতিফলন।

তবে শুধু আইন দিয়ে কি সোশ্যাল মিডিয়ার আগ্রাসন আটকানো সম্ভব? প্রযুক্তি তো হাতের মুঠোয়, সেখানে ভিপিএন বা অন্য কোনও উপায়ে কি নিষিদ্ধ ফলের স্বাদ নিতে চাইবে না কিশোর মন? তাই প্রয়োজন প্রযুক্তির ওপর নিয়ন্ত্রণ নয়, বরং বাড়িতে বাড়িতে 'ডিজিটাল পেরন্টিং'-এর পাঠ। শুধু কর্ণাটক বা অন্ধ্রপ্রদেশ নয়, এই ভাবনার ছোঁয়া কি ভারতের অন্যান্য রাজ্য সহ আমাদের পশ্চিমবঙ্গেও লাগা উচিত নয়? ডিজিটাল দুনিয়া থেকে দূরে সরে এসব কচিকাঁচা যদি আবার খেলার মাঠের মাটির গন্ধ পায়, তবেই এই নিষেধাজ্ঞার সার্থকতা। আসুন, ভার্চুয়াল পরিচয় নয়, বাস্তব মানুষ গড়ার লড়াইয়ে আমরাও শামিল হই।

মলয় চক্রবর্তী, ঘোকসাডাঙ্গা, কোচবিহার।

পত্রলেখকদের প্রতি

যাঁরা জনমত বিভাগে মতামত জানিয়ে চিঠি পাঠাতে চান তাঁরা নিম্নলিখিত ই-মেল বা হোয়াটসঅ্যাপ নম্বর ব্যবহার করতে পারেন। নিজের এলাকা, রাজ্য, দেশ ও বিদেশের নানা বিষয়ে আপনার নিজের মতামত পাঠান। নিজের এলাকার সমস্যাদি নিয়ে বিশদে লিখতে পারেন। সঙ্গে ছবি পাঠালে ভালো হয়। এছাড়াও সরাসরি ডাকযোগেও চিঠি পাঠানো যাবে।

-ঃ ঠিকানা ঃ-
সম্পাদক, জনমত বিভাগ
উত্তরবঙ্গ সংবাদ, বাগরাকোট, সুভাষপল্লি,
শিলিগুড়ি-৭৩৪০০১

ই-মেল
janamat.ubs@gmail.com
হোয়াটসঅ্যাপ
9735739677

বাংলা একাঙ্ক নাটকের পথপ্রদর্শক 'মুক্তির ডাক'

শতবর্ষ পেরিয়ে মন্মথ রায়ের এই সৃষ্টি আজও বাংলা নাট্যসাহিত্যের ইতিহাসে এক উজ্জ্বল ও অনন্য মাইলফলক হয়ে রয়েছে।

দীপায়ন ভট্টাচার্য

নবরূপে 'মুক্তির ডাক'।। ইকোফ্রেন্ডস অর্গানাইজেশনের উদ্যোগে, বালুরঘাট নাট্য অ্যাকাডেমির পরিবেশনায়। ছবি : মাজিদুর সরদার

আজ থেকে ১০৩ বছর আগে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্রাবস্থায় নাট্যকার মন্মথ রায় রচনা করেছিলেন কালজয়ী নাটক 'মুক্তির ডাক'। ১৯২৩ সালের ডিসেম্বরে স্টার থিয়েটারে অভিনীত এই নাটকটি বাংলা সাহিত্যের প্রথম একাঙ্ক নাটক হিসেবে স্বীকৃত। সত্তরের দশকে সত্যজিৎ রায়, মৃণাল সেন, ঋত্বিক ঘটক এবং উত্তমকুমারের মতো দিকপালরা একবাক্যে এই নাটকটিকে বিশেষ মান্যতা দিয়েছিলেন। যদিও নাট্যপত্রিকা 'অভিনয়' এই অভিমতের বিরোধিতা করেছিল, তবুও মহাজনদের প্রদর্শিত পথ অনুসরণ করে 'মুক্তির ডাক'-কেই প্রথম বাংলা একাঙ্কিকার মর্যাদা দেওয়া হয়। প্রমথ চৌধুরী থেকে শুরু করে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের স্নেহধন্য এই নাট্যকার তাঁর লেখনীর মাধ্যমেই বাংলা নাট্যসাহিত্যে নিজের স্থান পাকা করে নিয়েছিলেন।

তাত্ত্বিক দিক থেকে একাঙ্ক নাটক হল বাহুল্যবর্জিত এবং পরিস্থিতি অনুযায়ী চরম উদ্দীপক এক শিল্পরূপ। সাধনকুমার ভট্টাচার্যের মতে, একাঙ্কিকা হল জীবনের কোনও এক খণ্ডাংশের তীব্র সংবেদনা, যেখানে উপকাহিনীর স্থান নেই। অ্যারিস্টটলের 'পোয়েটিকস'-এ বর্ণিত ঐক্যনীতি মেনে একটিমাত্র ঘটনাস্থলে অবিচ্ছিন্ন কালসীমায় এই নাটক সৃজিত হয়। পাশ্চাত্য দেশে 'কার্টেন রাইজার' নাটকের মাধ্যমে যে বীজের বপন হয়েছিল, বাংলায় গিরিশচন্দ্র বা রবীন্দ্রনাথের হাত ধরে তার আগমনবার্তা শোনা যায়। তবে মন্মথ রায়ের 'মুক্তির ডাক' পাঠ করে স্বয়ং প্রমথ চৌধুরী উৎসাহ দিয়ে লিখেছিলেন যে, বাংলা সাহিত্যে এই ধরনের সার্থক ড্রামা অত্যন্ত দুর্লভ।

নাটকটির কাহিনী বিন্যাসে মধ্যযুগীয় ইতিহাসের অস্পষ্ট ছায়াপাত ঘটলেও নাট্যকার একে মূলত একটি কাল্পনিক চিত্র হিসেবেই গ্রহণ করতে বলেছেন। মগধের শ্রেষ্ঠী সুন্দরক ও তার স্ত্রী পদ্মার জীবনের টানাপোড়েন এবং নগরনটী অম্বার আগমনে কাহিনীর মোড় ঘোরে। সুন্দরক অর্থের লোভে অম্বার প্রতি আসক্ত হয়, যে অম্বা আবার অতীতে স্বামী সুচিত্রকে ত্যাগ করে বিম্বিসারের আশ্রিতা হয়েছিল। নাটকের নাটকীয় মুহূর্তে বিম্বিসার প্রকাশ করে যে, পদ্মা আসলে অম্বারই কন্যা। বিম্বিসার এবং অম্বার প্রাক্তন স্বামী সুচিত্র- যিনি বৌদ্ধ শ্রমণ হিসেবে উপস্থিত হন- তাঁদের উপস্থিতিতে কাহিনীর জটিলতা ঘনীভূত হয়। এই ঘাত-প্রতিঘাতের মধ্য দিয়েই নাটকটি তার পরিণতির দিকে এগিয়ে যায়।

নাটকের অন্তিমে দেখা যায়, স্বামী সুন্দরকের হাতে পদ্মার মৃত্যুদণ্ড হওয়ার কথা থাকলেও শেষপর্যন্ত ক্ষমা ও অনুশোচনার এক অদ্ভুত জয় হয়। পদ্মা ও অম্বার সম্পর্ক পুনস্থাপিত হয় এবং সুচিত্রের প্রভাবে তাদের মধ্যে ক্ষমাগুণ জেগে ওঠে। এক চরম সংকটের মুহূর্ত কাটিয়ে নাটকের প্রতিটি চরিত্র মহাকারুণিক বুদ্ধের শরণ নিয়ে পরম প্রশান্তি অনুভব করেন। এই কাহিনীর তীব্র গতি এবং নাটকীয় উদ্দীপনা একে একটি সার্থক একাঙ্কিকার মর্যাদা দিয়েছে। পরাধীন ভারতবর্ষে বসে মন্মথ রায় যে নিপুণতায় এই ঐতিহাসিক ও সামাজিক প্রেক্ষাপট বুনেছিলেন, তা আজও পাঠকদের বিমোহিত করে।

এই প্রখ্যাত নাট্যকার মন্মথ রায়ের সঙ্গে উত্তরবঙ্গের নাড়ির যোগ অত্যন্ত গভীর। টাঙ্গাইলে জন্ম হলেও তিনি বালুরঘাট শহরের স্থায়ী বাসিন্দা হয়েছিলেন এবং সেখানেই তাঁর ওকালতি জীবনের শুরু। উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয় ও রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয় তাঁকে সম্মানসূচক ডক্টরেট প্রদান করে। তাঁর মৃত্যুর পর বালুরঘাটের বাসভবনটি আজ নাট্যচর্চা কেন্দ্র ও সংগ্রহশালায় রূপান্তরিত হয়েছে। উত্তরবঙ্গের মাটির এই সন্তান তাঁর লেখনীর মাধ্যমে কেবল আঞ্চলিক নয়, বিশ্ব নাট্যসাহিত্যের আঙিনায় বাংলা একাঙ্ক নাটকের জয়ধ্বনি পৌঁছে দিয়েছেন। আজও তিনি এবং তাঁর 'মুক্তির ডাক' নাট্যপ্রেমীদের হৃদয়ে চিরভাস্বর হয়ে আছে।

(লেখক নাট্যশিল্পী ও প্রাবন্ধিক। কোচবিহারের বাসিন্দা)

সম্পাদকীয় বিভাগে লেখা পাঠান। ৪০০ শব্দের মধ্যে। ইউনিকোডে ডক ফাইলে লেখা পাঠান। মেল—ubsedit@gmail.com

শব্দরঙ্গ ■ ৪৩৮৮

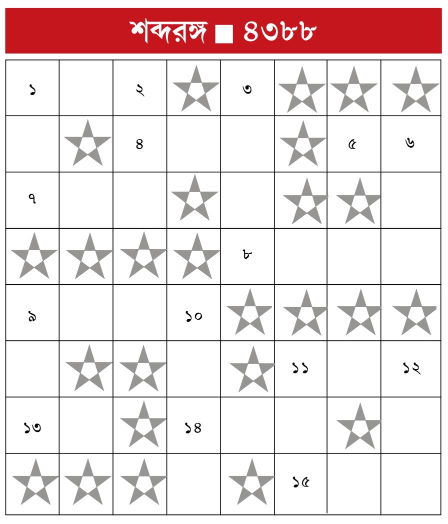

পাশাপাশি : ১। ভাঁজ, স্তর ৪। দশ লক্ষ ৫। পথ বা উপায় ৭। মণি বা মাটির জালা ৮। ঘনিষ্ঠ মেলামেশা বা বন্ধুত্ব ৯। দুর্নাম, অপযশ ১১। প্রাচীন কান্যকুব্জ ১৩। টকটকে লাল, ঘোর লাল রঙের ১৪। পান্তাভাতের জল ১৫। ভারতীয় পল্লিসংগীতবিশেষ বা তার সুর।

উপর-নীচ : ১। চারদিকের একটি ২। দড়ি-এর অন্য নাম ৩। যুক্তি প্রমাণাদির দ্বারা গৃহীত সিদ্ধান্ত ৬। স্নানাগার, সাধারণের জন্য উষ্ণ জলের স্নানাগার ৯। চিত্রকর, রঞ্জনশিল্পী ১০। ছারপোকার আরেক নাম, মাকুন্দ ১১। কাপড়ে পাতার মতো নকশা ১২। জহরতের ব্যবসায়ী।

সমাধান ■ ৪৩৮৭

পাশাপাশি : ১। ইতস্তত ৩। পাবনি ৫। সভাসমিতি ৭। মউড় ৯। মালিকা ১১। কনকনানি ১৪। কট্টর ১৫। হরিহর।

উপর-নীচ : ১। ইষ্টনাম ২। তরাস ৩। পানস ৪। নিয়তি ৬। মিতালি ৮। উদ্যান ১০। নিরীহ ১১। কত্থক ১২। কড়ার ১৩। কাদম্বর।

বিন্দুবিসর্গ

সম্পাদক ও স্বত্বাধিকারী : সব্যসাচী তালুকদার। স্বত্বাধিকারীর পক্ষে প্রলয়কান্তি চক্রবর্তী কর্তৃক সুহাসচন্দ্র তালুকদার সরণি, সুভাষপল্লি, শিলিগুড়ি-৭৩৪০০১ থেকে প্রকাশিত ও বাড়িভাসা, জলেশ্বরী-৭৩৫১৩৫ থেকে মুদ্রিত। কলকাতা অফিস : ২৪ হেমন্ত বসু সরণি, কলকাতা-৭০০০০১, মোবাইল : ৯০৭৩২০৪০৪০। জলপাইগুড়ি অফিস : থানা মোড়-৭৩৫১০১, ফোন : ৯৬৪১২৮৯৬৩৬। কোচবিহার অফিস : সিলভার জুবিলি রোড-৭৩৬১০১, ফোন : ৯৮৮৩৫৫০৮০৫। আলিপুরদুয়ার অফিস : এনবিএসটিসি ডিপোর পাশে, আলিপুরদুয়ার কোর্ট-৭৩৬১২২, ফোন : ৯৮৮৩৫৩৯৮৭৮। মালদা অফিস : বিহানি আবাসন, গ্রাউন্ড ফ্লোর (নেতাজি মোড়ের কাছে), গোলাপট্টি, বাঁধ রোড, মালদা-৭৩২১০১, ফোন : ৯৮০০৫৮৫৯৫০। শিলিগুড়ি ফোন : সম্পাদক ও প্রকাশক : ৯৫৬৪৫৪৬৮৬৮, জেনারেল ম্যানেজার : ২৪৩৫৯০৩, বিজ্ঞাপন : ২৫২৪৭২২/৯০৬৪৮৪৯০৯৬, সার্কুলেশন : ৯৭৭৫৭৮৫৮৭৭, অফিস : ৯৫৬৪৫৪৬৮৬৮, নিউজ : ৭৮৭২৯৩৩৮৮৮, হোয়াটসঅ্যাপ : ৯৭৩৫৭৩৯৬৭৭।

Editor & Proprietor : Sabyasachi Talukdar
Uttar Banga Sambad: Published & Printed by Pralay Kanti Chakraborty on behalf of Proprietor from Siliguri, West Bengal, Pin 734001, Printed at Jaleswari, West Bengal, Pin 735135, Regn. No. 35012 and Postal Regn. No. WB/DE/010/2024-26. E.Mail : uttarbanga@hotmail.com,
Website : http://www.uttarbangasambad.in

বিক্ষিপ্ত বৃষ্টি

রবিবার দুপুরে বিক্ষিপ্ত বৃষ্টিতে ভিজল কলকাতার একাংশ। সোম ও মঙ্গলবারও দক্ষিণবঙ্গের একাধিক এলাকায় বৃষ্টির পূর্বাভাস রয়েছে। আগামী সপ্তাহে বৃষ্টি হলেও তাপমাত্রার বিশেষ পরিবর্তনের সম্ভাবনা নেই।

সংবর্ধনা

রাজ্যের প্রথম মহিলা শববাহী শকটের চালক পূজা মণ্ডলকে আন্তর্জাতিক নারী দিবসে ব্যাতিক্রমী মহিলা হিসেবে সংবর্ধনা দিল বড়জোড়া পুলিশ প্রশাসন। করোনাকালে জীবনের ঝুঁকি নিয়ে কাজ করেছেন তিনি।

তরুণীর মৃত্যু

সোমবার বিয়ে। তার আগে রবিবারই তরুণীর ঝুলন্ত দেহ উদ্ধার হওয়া নিয়ে চাঞ্চল্য ছড়াল নদিয়ার শান্তিপুরে। পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে মৃতদেহ উদ্ধার করে। ঘটনার কারণ খতিয়ে দেখছে পুলিশ।

সাহায্যে সিভিক

পরীক্ষা শুরুর ৫ মিনিট আগে সাঁইথিয়া থেকে আসা এক পরীক্ষার্থী ভুল করে অন্য পরীক্ষাকেন্দ্রে চলে যায়। এক সিভিক ভলান্টিয়ারের তৎপরতায় অবশেষে সঠিক পরীক্ষাকেন্দ্রে পৌঁছোলেন ওই পরীক্ষার্থী।

নারী দিবসেও কাজে ব্যস্ত মহিলারা। নদিয়ায়। - পিটিআই

বাদ যেতে পারে আরও ২০ লক্ষ

কলকাতা, ৮ মার্চ : ভোটের দামামা বাজতেই তপ্ত বঙ্গে পা রাখছে নির্বাচন কমিশনের ফুল বেঞ্চ। আর এই হাই-ভোল্টেজ বৈঠকেই এবার তৃণমূলের 'তুরুপের তাস' খোদ প্রাক্তন পুলিশকর্তা রাজীব কুমার! রবিবার রাতেই মুখ্য নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ কুমারের নেতৃত্বে ১২ সদস্যের ফুল বেঞ্চ শহরে পৌঁছেছে। সোমবার সকাল থেকেই শুরু হবে রাজনৈতিক দলগুলির সঙ্গে ম্যারাথন বৈঠক। এদিকে পশ্চিমবঙ্গে এসআইআরে ইতিমধ্যে সাড়ে ৬৩ লক্ষ নাম কাটা গিয়েছে। খবর, বিচারাধীন তালিকায় থাকা ৬০ লক্ষ থেকে আরও ১৮ থেকে ২০ লক্ষ নাম বাদ যেতে পারে। সব মিলিয়ে প্রায় ৮০ লক্ষ ভোটারের নাম উধাও হওয়ার আশঙ্কা।

সোমবার রাজারহাটের এক হোটেলে বাংলার ৮টি স্বীকৃত রাজনৈতিক দলের সঙ্গে মেগা বৈঠকে বসবেন তাঁরা। ভোটার তালিকায় এই বিপুল ছাঁটাই নিয়ে রাজ্যের শাসক ও বিরোধী দলগুলোর সঙ্গে কমিশনের কী কথা হয়, এখন সেদিকেই তাকিয়ে রাজ্য। তবে সব রাজনৈতিক আকর্ষণের কেন্দ্রবিন্দুতে এখন ঘাসফুল শিবিরের প্রতিনিধি দল। কারণ, এই প্রথমবার শাসকদলের হয়ে কমিশনের মুখোমুখি বসতে চলেছেন প্রাক্তন ডিজি তথা তৃণমূলের রাজ্যসভার প্রার্থী রাজীব কুমার। সঙ্গে থাকবেন ফিরহাদ হাকিম ও চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য। একসময় পুলিশের উর্দি গায়ে যিনি রাজ্যের আইনশৃঙ্খলা সামলেছেন, আজ তিনিই পোড়খাওয়া রাজনীতিকের মতো কমিশনের চোখে চোখ রেখে শাসকদলের দাবি আদায় করতে নামছেন। অন্যদিকে, বিজেপির তরফে সঞ্জয় সিং ও শিশির বাজোরিয়ারা মৃত এবং ভুয়ো ভোটার বাদ দেওয়ার প্রশ্নে অনড় অবস্থান নিতে চলেছেন।

সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশে ৬০ লক্ষ সন্দেহভাজন ভোটারের নাম যাচাই করতে ভিন রাজ্য থেকে উড়ে এসেছেন জুডিশিয়াল অফিসাররা। হিসেব বলছে, রাজ্যে প্রায় ৬০ লক্ষ ভোটারের ভাগ্য এখনও ঝুলে রয়েছে, নিষ্পত্তি হয়েছে মাত্র ৮ লক্ষের। এই বিপুল জট এবং শাসকদলের বারুদ-ঠাসা ক্ষোভের মাঝেই সোমবার সকাল ১০টা থেকে আটটি স্বীকৃত রাজনৈতিক দলের সঙ্গে মাত্র ১৫ মিনিট করে কথা বলবে কমিশন। শনিবা্র পর্যন্ত সাড়ে ৮ লক্ষ নামের ফয়সালা হয়েছে। এখন প্রশ্ন হল, এই নিষ্পত্তির চূড়ান্ত তালিকা কবে প্রকাশ হবে? সাপ্তাহিক না পাক্ষিক—তা নিয়ে সোমবারই নির্দেশ দিতে পারে কমিশন। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সাফ হুঁশিয়ারি, 'একজন বৈধ ভোটারকে বাইরে রেখে ভোট করা যাবে না। ৬০ লক্ষের নিষ্পত্তি না করে ভোট ঘোষণা অসম্ভব।' বাম-কংগ্রেসও এই প্রশ্নে সুর মিলিয়েছে। পালটা বিজেপির রাজ্য সভাপতি শমীক ভট্টাচার্যের দাবি, 'ভুয়ো ভোটারদের নাম বাদ দিতেই হবে।' দুপুরে ডিএম, এসপি এবং ২৪টি এনফোর্সমেন্ট এজেন্সির সঙ্গে ভোটপ্রস্তুতি নিয়ে মেগা বৈঠক। সেখানে সিইওর তরফে সামগ্রিক বিষয়ে রিপোর্ট পেশ করা হবে। স্বাভাবিকভাবেই এখানে বিচারাধীনের নিষ্পত্তির বিষয়টি সর্বাধিক গুরুত্ব পাবে মনে বলে মনে করা হচ্ছে। জুডিশিয়াল অফিসারদের থেকে নিষ্পত্তির তালিকা নিয়ে তা বিধানসভা এবং বুথভিত্তিক করে তা প্রকাশ করতে হবে।

সোমবার সকালে প্রথমে কালীঘাট মন্দিরে পুজো দেবেন জ্ঞানেশ কুমার। মঙ্গলবার তাঁর যাওয়ার কথা বেলুড় মঠে। তবে কমিশনারের আসল লক্ষ্য যে বাংলার 'বিচারাধীন' ভোটার তালিকার জটিল জট খোলা, সেটা পরিষ্কার। এদিকে আজ কৈখালিতে মুখ্য নির্বাচন কমিশনারকে গো ব্যাক স্লোগান এবং কালো পতাকা দেখান তৃণমূলের কর্মীরা। এছাড়া নিউটাউনে বেসরকারি হোটেলের সামনে বিক্ষোভ দেখানো হয় রাজ্যের শাসক দলের পক্ষ থেকে।

নারী দিবসে শাসকদলের জোড়া অস্ত্র

রাজপথে তৃণমূলের হাতা-খুন্তির লড়াই

কলকাতা, ৮ মার্চ : একদিকে মধ্যপ্রাচ্যের যুদ্ধের দোহাই দিয়ে রান্নার গ্যাসের দামের ছ্যাঁকা, অন্যদিকে ভোটার তালিকা থেকে উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে নাম ছাঁটাই—মোদি সরকারের বিরুদ্ধে এই জোড়া ফলার প্রতিবাদে হাঁড়ি, কড়াই, থালা, হাতা-খুন্তি নিয়ে রীতিমতো রণমূর্তি ধারণ করল তৃণমূলের মহিলা ব্রিগেড। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নির্দেশ মেনে অবিচারের বিরুদ্ধে আইনজীবীদের মতো কালো শাড়ি পরেই সুবোধ মল্লিক স্কোয়ার থেকে ধর্মতলার ধর্নামঞ্চ কাঁপালেন হাজার হাজার মহিলা।

এদিন সাদা শাড়িতে মঞ্চে দাঁড়িয়ে প্রতীকী সিলিন্ডার হাতে খোদ মমতা সুর বেঁধে দেন এই মেগা-প্রতিবাদের। তাঁরই তৈরি করা ব্লু-প্রিন্ট অনুযায়ী, চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য এবং শশী পাঁজার মতো প্রথম সারির মন্ত্রীদের নেতৃত্বে থালা-বাসনের কানফাটানো আওয়াজে মুখরিত হয়ে ওঠে শহরের প্রাণকেন্দ্র। দলনেত্রীর স্লোগান ছিল-'গ্যাস নাই, রান্না নাই, খাবার নাই!' শুক্রবার রান্নার গ্যাসে ৬০ টাকা এবং বাণিজ্যিক সিলিন্ডারে ১১৪ টাকা দাম বাড়িয়েছে কেন্দ্র। সেই প্রসঙ্গ টেনে মমতার তোপ, 'ছোট সিলিন্ডার হাজার টাকা ছাড়িয়েছে! ২১ দিন আগে বুক না করলে গ্যাস মিলছে না। আন্তর্জাতিক সংঘাতের পরিস্থিতি আসতে পারে, তা কেন্দ্র কি আগে ভাবতে পারেনি?' এই জ্বলন্ত ক্ষোভের সঙ্গেই তিনি সুকৌশলে জুড়ে দেন এসআইআর প্রক্রিয়ায় সংখ্যালঘু, আদিবাসী ও রাজবংশীদের ভোটার তালিকা থেকে নাম বাদ পড়ার ইস্যুটিকেও।

এই ইস্যুতে পথে নেমেছে সিপিএমও। উজ্জ্বলা যোজনার পোস্টার পুড়িয়ে দামবৃদ্ধির প্রতিবাদ দেখান সিপিএম নেত্রী মীনাক্ষী মুখোপাধ্যায় সহ সিপিএম নেতৃত্ব। তিনি বলেন, 'মোদি সরকার আসার আগে অনেক বড় মুখ করে বলেছিলেন, দামবৃদ্ধিকারীদের জনতা ক্ষমা করবে না। অথচ গ্যাস, পেট্রোলের দাম বেড়েছে। যুদ্ধ শুরু হয়েছে। আমেরিকা-ইজরায়েল মিলিতভাবে করছে। তারা মোদিকে হাতের কাঠপুতুল বানিয়ে রেখেছে।'

তবে ঘাসফুল শিবিরের এই 'কালো' প্রতিবাদের আবহে মোক্ষম রাজনৈতিক বাউন্সারটি ধেয়ে এসেছে কংগ্রেসের দিক থেকে। প্রবীণ কংগ্রেস নেতা অধীররঞ্জন চৌধুরী মমতাকে নিশানা করে সটান প্রশ্ন ছুড়ে দিয়েছেন, শুধু রাস্তায় নেমে থালা বাজালেই কি মধ্যবিত্তের হেঁশেলের আগুন নিভবে? তাঁর দাবি, 'মুখ্যমন্ত্রী চাইলেই বর্ধিত মূল্যের ওপর রাজ্য সরকারের তরফে ভরতুকি দিয়ে মানুষকে সরাসরি স্বস্তি দিতে পারেন। লক্ষ্মীর ভাণ্ডারে যদি মা-বোনেদের হাতখরচ দেওয়া যায়, তবে গ্যাসের দামের ছ্যাঁকা রুখতে রাজ্য অনুদান দেবে না কেন?' অধীরের এই মোক্ষম যুক্তি যে শাসকদলের অস্বস্তি বেশ কিছুটা বাড়াল, তা বলাই বাহুল্য।

গ্যাসের দাম বৃদ্ধির প্রতিবাদে ধর্না মঞ্চে কালো শাড়ি পরে তৃণমূলের প্রতিবাদ।

■ এদিন সাদা শাড়িতে মঞ্চে দাঁড়িয়ে প্রতীকী সিলিন্ডার হাতে খোদ মমতা সুর বেঁধে দেন এই মেগা-প্রতিবাদের

■ তাঁরই তৈরি করা ব্লু-প্রিন্ট অনুযায়ী, চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য এবং শশী পাঁজার মতো প্রথম সারির মন্ত্রীদের নেতৃত্বে থালা-বাসনের কানফাটানো আওয়াজে মুখরিত হয়ে ওঠে শহরের প্রাণকেন্দ্র

ক্ষমতায়নের প্রশস্তি মমতা, অভিষেকের

কলকাতা, ৮ মার্চ : একদিকে 'লক্ষ্মীর ভাণ্ডার'-এর দরাজ প্রশস্তি, আর অন্যদিকে রান্নার গ্যাসের আগুন দাম নিয়ে মোদি সরকারের বিরুদ্ধে ঝাঁঝাল তোপ! আন্তর্জাতিক নারী দিবসে এভাবেই জোড়া ফলায় ময়দান কাঁপালেন তৃণমূলের শীর্ষনেতৃত্ব। রবিবার সোশ্যাল মিডিয়ায় দীর্ঘ পোস্টে নারীশক্তির বন্দনা করার পাশাপাশি কেন্দ্রের বঞ্চনা ও মূল্যবৃদ্ধির বিরুদ্ধে বিদ্রোহের ডাক দিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। আর সেই সুরেই সুর মিলিয়ে নারী-নেতৃত্বের আইকন হিসেবে মমতাকে তুলে ধরে ময়দান গরম করলেন দলের সেকেন্ড-ইন-কমান্ড অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়।

এদিন সোশ্যাল মিডিয়ায় প্রীতিলতা, মাতঙ্গিনীদের বিদ্রোহী মাটির ইতিহাস স্মরণ করিয়ে দিয়ে মমতার চাঁছাছোলা আক্রমণ, কেন্দ্রের কাজ এখন মানুষের পাশে দাঁড়ানো নয়, স্রেফ হয়রানি করা। গ্যাসে ছ্যাঁকা, কেরোসিন উধাও-বাধ্য হয়েই বাংলার মা-বোনেদের ফের সেই 'মাটির উনুনে' ফিরতে হচ্ছে। পাশাপাশি নারী দিবসের মেগা উপহার হিসেবে নির্ধারিত সময়ের একমাস আগেই রাজ্যের এক কোটি বেকার তরুণ-তরুণীর অ্যাকাউন্টে 'যুবসাথী' প্রকল্পের টাকা ঢোকা শুরু হয়েছে বলে জানিয়ে কার্যত মাস্টারস্ট্রোক দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী।

নারী দিবসের এই আবেগকে রাজনৈতিকভাবে আরও একধাপ এগিয়ে দিয়েছেন অভিষেক। তাঁর স্পষ্ট দাবি, বাংলায় নারী-সম্মান কোনও কাগুজে স্লোগান নয়, বরং তা এই মাটির রন্ধ্রে রন্ধ্রে মিশে আছে। যেখানে মা দুর্গাকে কন্যা হিসেবে পুজো করা হয়, সেখানে গত ১৫ বছর ধরে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতো এক লড়াকু নারীর নেতৃত্ব গোটা দেশকে পথ দেখাচ্ছে। অভিষেকের কথায়, 'মমতার জমানায় নারী ক্ষমতায়ন শুধু কথার কথা নয়, বাস্তব সুযোগ আর মর্যাদার প্রতীক।'

রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের মতে, ছাব্বিশের বিধানসভা ভোটের আগে মহিলা ভোটব্যাংকই তৃণমূলের প্রধান ট্রাম্প কার্ড। তাই নারী দিবসের দিনটিকে সুকৌশলে কাজে লাগিয়ে একদিকে নিজেদের সামাজিক প্রকল্পের মার্কেটিং এবং অন্যদিকে গ্যাসের দাম নিয়ে বিজেপির বিরুদ্ধে ক্ষোভ উসকে দিয়ে—এক ঢিলে দুই পাখি মারার রাজনৈতিক ঘুঁটিই সাজাল ঘাসফুল শিবির।

> মমতার জমানায় নারী ক্ষমতায়ন শুধু কথার কথা নয়, বাস্তব সুযোগ আর মর্যাদার প্রতীক।
>
> -অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়

হাদির খুনিরা বনগাঁয় ধৃত

কলকাতা, ৮ মার্চ : পদ্মপাড়ের রাজনীতিতে প্রবল আলোড়ন ফেলা ছাত্রনেতা শরিফ ওসমান হাদি খুনের তিন মাস পর রোমহর্ষক ব্রেক-থ্রু! খোদ ঢাকা পুলিশের 'মোস্ট ওয়ান্টেড' তালিকাভুক্ত দুই কুখ্যাত শার্প শুটারকে এবার এপার বাংলার বনগাঁ সীমান্ত থেকে পাকড়াও করল পশ্চিমবঙ্গ পুলিশের স্পেশাল টাস্ক ফোর্স। ধৃতদের নাম ফয়জল করিম মাসুদ ওরফে রাহুল এবং আলমগীর হোসেন। খুনের পর মেঘালয় সীমান্ত দিয়ে অবৈধভাবে ভারতে ঢুকে গা-ঢাকা দিয়েছিল তারা। শনিবার গভীর রাতে নির্দিষ্ট তথ্যের ভিত্তিতে অভিযান চালিয়ে এই দুই ভিনদেশি খুনিকে জালে ফেলে এসটিএফ।

গত বছর, ২০২৫ সালের ১২ ডিসেম্বর শুক্রবার, ঢাকার বিজয়নগরের বক্স কালভার্ট রোডে জুম্মার নমাজ পড়ে ফেরার পথে পয়েন্ট ব্ল্যাঙ্ক রেঞ্জ থেকে ইনকিলাব মঞ্চের মুখপাত্র হাদির মাথায় গুলি করে দুষ্কৃতীরা। তৎকালীন মহম্মদ ইউনুসের অন্তর্বর্তী সরকার তড়িঘড়ি তাঁকে এয়ারলিফ্ট করে সিঙ্গাপুরে পাঠালেও, ১৮ ডিসেম্বর মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়েন কট্টর ভারত-বিরোধী ও আওয়ামি লিগ-বিরোধী এই তরুণ নেতা।

এসটিএফ সূত্রে খবর, খুনের পরই মেঘালয়ের চোরাস্তা দিয়ে ভারতে সেঁধিয়ে যায় পটুয়াখালির বাসিন্দা মূল চক্রী ফয়জল এবং ঢাকার আলমগীর। ঢাকা পুলিশ ফয়জলের পরিবারকে আটক করে জেরা চালালেও তাদের টিকি ছুঁতে পারেনি। গত তিন মাস ধরে ভারতের নানা প্রান্তে ফেরারি জীবন কাটানোর পর, সম্প্রতি উত্তর ২৪ পরগনার বনগাঁ সীমান্তে একটি ভাড়াবাড়িতে আস্তানা গেড়েছিল তারা। ছক ছিল, পুলিশের চোখে ধুলো দিয়ে ফের বাংলাদেশে পালানোর।

কিন্তু গোপন সূত্রে চাঁদাবাজ ও দুষ্কৃতীদের লুকিয়ে থাকার নিখুঁত ইনপুট পেয়েই শনিবার রাতে অতর্কিতে হানা দেয় রাজ্যের এসটিএফ। টানা জেরার মুখে হাদি খুনের কথা কবুল করে নেয় দুই অভিযুক্ত। রবিবার তাদের আদালতে পেশ করে নিজেদের হেফাজতে নিয়েছেন তদন্তকারীরা।

রাষ্ট্রপতি বিতর্কে চুপ আনন্দ বোস

স্বরূপ বিশ্বাস

কলকাতা, ৮ মার্চ : 'কখন খেলা শেষ করতে হয়, তা জানতে হয়।' আচমকা ইস্তফা দেওয়ার পর রবিবার কলকাতায় পা রেখেই এমনই রহস্যময় মন্তব্য করলেন বিদায়ী রাজ্যপাল সি ভি আনন্দ বোস। ইস্তফা দিয়ে দিল্লি চলে যাওয়ার পর এদিনই প্রথম মুখ খুললেন তিনি। তবে কেন এই পদত্যাগ, সেই ধোঁয়াশা কাটালেন না প্রাক্তন এই দুঁদে আমলা। বরং জল্পনা বাড়িয়ে জানিয়ে দিলেন, যা করেছেন তা যথেষ্ট ভেবেচিন্তেই।

উত্তরবঙ্গ সফরে এসে রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মুর 'অসন্তোষ' এবং তা নিয়ে রাজ্য-কেন্দ্রের যে বেনজির সংঘাত শুরু হয়েছে, তা নিয়ে এদিন অত্যন্ত কৌশলী অবস্থান নিলেন আনন্দ বোস। শিলিগুড়ি ও ফাঁসিদেওয়ায় রাষ্ট্রপতির আদিবাসী সম্মেলনে প্রোটোকল ভাঙা এবং মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের অনুপস্থিতি নিয়ে সরগরম জাতীয় রাজনীতি। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি থেকে শুরু করে দিল্লির হেভিওয়েট মন্ত্রীরা যখন এই ইস্যুতে মমতাকে বিঁধছেন, তখন বিদায়ী রাজ্যপাল বললেন, 'রাষ্ট্রপতি অত্যন্ত অভিজ্ঞ, নিরপেক্ষ এবং সম্মানীয়। তাঁর মন্তব্যের নিশ্চয়ই কোনো কারণ আছে। কিন্তু সেই নিয়ে কোনো কথা বলার আমি কেউ নই।' রাজনৈতিক মহলের মতে, বিদায়েও নিজের আমলাসুলভ মুন্সিয়ানা বজায় রাখলেন তিনি।

রাজ্যপালের এই আচমকা প্রস্থান নিয়ে ইতিমধ্যেই সরব হয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তাঁর সরাসরি দাবি, কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহের চাপেই ইস্তফা দিতে হয়েছে বোসকে। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, 'হঠাৎ করে আনন্দ বোসকে সরালেন কেন? হঠাৎ কেন দিল্লি ডেকে নিয়ে গিয়ে ভয় দেখিয়ে পদত্যাগ করালেন? উত্তর তো আপনাকে দিতেই হবে? একটা তদন্ত হবে নাকি?' এমনকি নতুন রাজ্যপাল হিসেবে আর এন রবির নিয়োগকেও 'অগণতান্ত্রিক' বলে তোপ দেগেছেন তিনি। এদিন এই প্রসঙ্গে প্রশ্ন করা হলে বোস ছোট করে সারলেন, 'দেয়ার ইজ নো অ্যাকশন, দেয়ার ইজ নো রিঅ্যাকশন।' অর্থাৎ কোনও চাপের কথা স্বীকার বা অস্বীকার—কোনওটিই করলেন না তিনি।

> রাষ্ট্রপতি অত্যন্ত অভিজ্ঞ, নিরপেক্ষ এবং সম্মাননীয়। তাঁর মন্তব্যের নিশ্চয়ই কোনও কারণ আছে। কিন্তু সেই নিয়ে কোনও কথা বলার আমি কেউ নই।
>
> -সিভি আনন্দ বোস

'একজন আসছে, তাকে তো যেতেই হবে'—এই দর্শনেই এদিন নিজের বিদায়কে ব্যাখ্যা করেছেন আনন্দ বোস। কিন্তু প্রশ্ন উঠছে, বিধানসভা নির্বাচনের ঠিক মুখে কেন তাঁর মতো একজন সক্রিয় রাজ্যপালকে সরতে হল? পর্দার আড়ালে কি সত্যিই দিল্লির কোনও 'অ্যাকশন' ছিল? রাজ্যপাল কোনও উত্তর না দিলেও তাঁর 'খেলা শেষ করা'র মন্তব্য ঘিরে এখন রাজ্য রাজনীতিতে নতুন করে শোরগোল পড়ে গিয়েছে।

শা'র মাঠে ফের ৫০-এ নামানোর হুংকার

মথুরাপুর, ৮ মার্চ : একই মাঠ, একই ময়দান, শুধু বদলে গেল হুংকারের সুর! দিনকয়েক আগেই মথুরাপুরের রায়দিঘির মাঠে দাঁড়িয়ে তৃণমূলের বিরুদ্ধে সুর চড়িয়েছিলেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শা। আর রবিবার সেই একই মাঠে দাঁড়িয়ে শা'কে কার্যত ইঞ্চি মেপে জবাব দিলেন তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। একুশের নির্বাচনের আগে যেভাবে বিজেপির মেগা-র‍্যালির পালটা ময়দান গরম করতেন তিনি, ছাব্বিশের আগেও ঠিক সেই একই আগ্রাসী মেজাজে ধরা দিলেন অভিষেক।

রায়দিঘির এই মাঠ থেকেই শা তৃণমূলের দুর্নীতি এবং ভাইপোর শাসন নিয়ে তীব্র আক্রমণ শানিয়েছিলেন। এদিন তারই পালটা মেগা-চ্যালেঞ্জ ছুড়ে দিয়ে অভিষেক সটান হুংকার দেন, 'আগে বাংলায় ৫০টা আসন পার করে দেখাক বিজেপি!' তাঁর কটাক্ষ, রাজনৈতিকভাবে পেরে না উঠেই এখন ইডি-সিবিআইয়ের মতো কেন্দ্রীয় এজেন্সির অপব্যবহার করছে গেরুয়া শিবির। বিরোধীদের 'শকুনের রাজনীতি'র প্রবক্তা বলে তোপ দেগে তিনি বলেন, 'বিজেপি শুধু লাশের রাজনীতি করতে জানে। কিন্তু বাংলার মানুষ ওদের এই চক্রান্ত ঠিক ধরে ফেলেছে।'

রবিবার আন্তর্জাতিক নারী দিবসের আবহকে কাজে লাগিয়ে মহিলাদের মন জয় করতেও ভোলেননি অভিষেক। নারীশক্তির বন্দনা করে তিনি স্পষ্ট জানান, 'বাংলার নারীশক্তি যতদিন আমাদের সঙ্গে আছে, পৃথিবীর কোনও শক্তি আমাদের পরাস্ত করতে পারবে না।' একইসঙ্গে আরএসএস-বিজেপিকে 'মনুবাদী' এবং নারীবিদ্বেষী শক্তি বলে দেগে দিয়ে তাদের বাংলা থেকে উপড়ে ফেলার ডাক দেন তিনি।

রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের মতে, অমিত শার বেছে নেওয়া মাঠেই এই হাইভোল্টেজ সভা করে অভিষেক আসলে বিজেপির শীর্ষনেতৃত্বকে সরাসরি যুদ্ধের বার্তা দিলেন। দক্ষিণ ২৪ পরগনার মতো তৃণমূলের শক্ত ঘাঁটিতে ফাটল ধরাতে যে ছক কষছে গেরুয়া শিবির, নারী দিবসের দিন সেই ময়দানেই পালটা ঝড় তুলে দলের নিচুতলার কর্মীদের চাঙ্গা করে দিলেন অভিষেক।

ভিনরাজ্যের পরীক্ষার্থী গ্রুপ-ডি'র পরীক্ষায়

কলকাতা, ৮ মার্চ : দীর্ঘ টালবাহানা আর আইনি জটিলতার মেঘ কাটিয়ে অবশেষে সম্পন্ন হল স্কুল সার্ভিস কমিশনের (এসএসসি) গ্রুপ ডি-র নিয়োগ পরীক্ষা। রবিবার রাজ্যের ১৭০৭টি কেন্দ্রে কড়া পাহারায় পরীক্ষা দিলেন প্রায় ৮ লক্ষ ২০ হাজার চাকরিপ্রার্থী। তবে পরীক্ষা মিটতে না মিটতেই শুরু হয়েছে রাজনৈতিক চাপানউতোর। সৌজন্যে- ভিন রাজ্যের পরীক্ষার্থীদের উপস্থিতি। বাংলার সাড়ে পাঁচ হাজার শূন্যপদের লড়াইয়ে এবার নাম লিখিয়েছেন পার্শ্ববর্তী বিজেপি শাসিত উত্তরপ্রদেশ ও বিহারের অন্তত ২৭৫১ জন পরীক্ষার্থী। এই পরিসংখ্যান হাতিয়ার করেই শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্য বসু বলেন, 'বিজেপি শাসিত রাজ্যের ছেলেমেয়েরা যে বাংলায় পরীক্ষা দিতে আসছেন, তা প্রমাণ করে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ওপর সবার ভরসা আছে। বাংলাই এখন কর্মসংস্থানের আসল ঠিকানা।'

নিয়োগ নিয়ে অতীতে কম জলঘোলা হয়নি। তাই এবার কোনও ঝুঁকি নিতে চায়নি কমিশন। অসৎ উপায় অবলম্বনের অভিযোগে আগেই ৫৭ জনের পরীক্ষা বাতিল করা হয়েছিল। সেন্টার ইনচার্জদের হাতে ছিল সেই 'ব্ল্যাকলিস্টেড' প্রার্থীদের তালিকা। তা সত্ত্বেও রবিবার সকাল থেকে শিয়ালদা ও হাওড়া ডিভিশনে একগুচ্ছ ট্রেন বাতিল থাকায় পরীক্ষার্থীদের নাকাল হতে হয়েছে। উত্তরবঙ্গের দূরদূরান্ত থেকে আসা প্রার্থীরাও পৌঁছাতে গিয়ে প্রবল ভোগান্তির মুখে পড়েন।

গত সপ্তাহেই গ্রুপ সি-র পরীক্ষার পর এদিন হল গ্রুপ ডি। শিক্ষামন্ত্রী এক্সে মুখ্যমন্ত্রীকে কৃতজ্ঞতা জানিয়ে বলেছেন, 'বাংলা মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর অভিভাবকত্বে জাতি, ধর্ম, বর্ণ নির্বিশেষে সমস্ত মানুষের ভরসার স্থল।' পরীক্ষার্থীরা স্বচ্ছভাবে নিয়োগের আশাই রাখছেন।

> বিজেপি শাসিত রাজ্যের ছেলেমেয়েরা যে বাংলায় পরীক্ষা দিতে আসছেন, তা প্রমাণ করে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ওপর সবার ভরসা আছে।
>
> -ব্রাত্য বসু

এসআইআর ছেড়ে নজর আদিবাসী ইস্যুতে

কলকাতা, ৮ মার্চ : শনিবার রাষ্ট্রপতির শপথকে ঘিরে যে নতুন বিতর্ক তৈরি হয়েছে তাকে হাতিয়ার করেই এদিন রাজ্যে দলের পরিবর্তন যাত্রায় এসআইআর ছেড়ে আদিবাসী বঞ্চনার প্রশ্নে সরব হয়েছে বিজেপি।

রবিবার মালদার গাজলে পরিবর্তন যাত্রায় গিয়ে স্থানীয় পদ্মশ্রী প্রাপ্ত কোমল সোরেনের বাড়ি গিয়ে প্রণাম করেন বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। কোমলকে পাশে নিয়ে শুভেন্দু বলেন, 'এই সরকার ধারাবাহিকভাবে আদিবাসীদের বঞ্চনা করে চলেছে। আদিবাসীদের উন্নয়ন এবং দেশের গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় তাদের প্রতিনিধিত্বকে আরও বাড়ানো দরকার।' পদ্মশ্রী প্রাপ্ত কোমলকে সরকারি হাসপাতালে শয্যার অভাবে মাটিতে রেখেই চিকিৎসা করা হচ্ছিল। সংবাদমাধ্যমের সূত্রে সেই খবর প্রকাশ্যে আসার পর নড়েচড়ে বসে সরকার।

শুধু শুভেন্দুই নন, মানবাজারে পরিবর্তন যাত্রায় কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী সতীশচন্দ্র দুবেও এদিন রাজ্যের তৃণমূল সরকারকে আদিবাসী বিরোধী সরকার বলে মন্তব্য করেছেন। আন্তর্জাতিক নারী দিবসে আদিবাসী ও নারীর সম্মান ও সুরক্ষার প্রশ্নে তৃণমূলকে নিশানা করার মধ্যে আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনে আদিবাসী ভোটের অঙ্কই কাজ করছে বলে মনে করছে রাজনৈতিক মহল। আদিবাসী রাজনীতির এই চাপানউতরে শাসক-বিরোধী দুই পক্ষই তাদের আদিবাসী নেতাদের সামনে এনেছে। বিজেপি যেমন মালদার আদিবাসী সাংসদ খগেন মুর্মুকে দিয়ে তোপ দেগেছে, তেমনি তার পালটা তৃণমূলও বীরবাহা হাঁসদাকে দিয়ে বিজেপির বিরুদ্ধে পালটা তোপ দেগেছে। আদিবাসী বঞ্চনা এবং আদিবাসী মহিলাদের প্রতি অবমাননার নানান দৃষ্টান্ত তুলে ধরে সমাজমাধ্যমে জোরদার সওয়াল শুরু করেছে বিজেপি। পালটা কটাক্ষ উড়ে আসছে তৃণমূল শিবির থেকেও।

রাজনৈতিক মহলের মতে, দ্রৌপদীকে সামনে রেখে আদিবাসী অসম্মান ইস্যুতে বিজেপির এই নতুন ফ্রন্ট খোলা আসলে '২৬-এর বিধানসভায় আদিবাসী মন পাওয়ার চেষ্টা। ২০১৯-এর লোকসভা ভোটে আদিবাসী অধ্যুষিত জঙ্গলমহলে প্রায় সব আসন জিতেছিল বিজেপি।'২১-এর বিধানসভা ভোটে তার প্রভাব থাকলেও '২৪-এর লোকসভায় বিজেপির আদিবাসী ভোটে ব্যাপক ধাক্কা খায়। '২৬-এর বিধানসভায় সেই আদিবাসী ভোট পুনরুদ্ধারের চেষ্টাতেই রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মুকে অপমান দাবি করে ময়দানে বিজেপি।

কনডাক্টরের ঝোলা কাঁধে অন্য ইতিহাস

রিমি শীল

কলকাতা, ৮ মার্চ : আটপৌরে শাড়ি, কাঁধে কালো ব্যাগ, আর গলায় আত্মবিশ্বাসের সুর— 'ধর্মতলা, বড়বাজার, ক্যানিং স্ট্রিট...'। ভিড় বাসে কনডাক্টরের এই ডাক শুনে সচকিত হন অনেকেই। তাকিয়ে দেখেন, বাসের দরজায় দাঁড়িয়ে হাসিমুখে টিকিট কাটছেন ৫৯ বছরের এক নারী। আন্তর্জাতিক নারী দিবসে যখন বিশ্বজুড়ে নারীশক্তির জয়গান চলছে, তখন কলকাতার রাজপথে লড়াইয়ের এক অন্য ইতিহাস লিখছেন বেলগাছিয়ার গৃহবধূ ডলি রানা।

অশ্বিনী দত্ত বিদ্যাপীঠ থেকে অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত পড়া ডলি রানার জীবনটা আর পাঁচটা সাধারণ গৃহবধূর মতোই হতে পারত। ৬ ভাইবোনের অভাবের সংসারে পড়াশোনা বেশিদূর এগোয়নি। কিন্তু বুকের ভিতর ছিল বাবার দেখা এক স্বপ্ন— একটি বাস কেনার স্বপ্ন। তা পূরণ করতেই ২০১৭ সালে একটি পুরোনো বাস কেনেন ডলি। কিন্তু জীবনের পরিহাসে ঋণের বোঝা বাড়তে থাকায় নিজেই নেমে পড়েন বাসের কনডাক্টরের ভূমিকায়। আজ সেই বাধ্যবাধকতা পরিণত হয়েছে এক গভীর ভালোবাসায়।

বাসের পাদানিতে মহিলা কনডাক্টর ডলি রানা। -সংবাদচিত্র।

ভোর ৪টেয় ভাগ্নে অভিরূপ মাইতিকে সঙ্গে নিয়ে বেরিয়ে পড়েন ডলি। বাসের ভিড়ে কখনও যাত্রীদের টিকিট কাটছেন, কখনও ছেলেদের কড়া শাসনে বলছেন, 'ঠিক করে দাঁড়াও, মহিলাদের যাতে অসুবিধা না হয়।' সন্তানহীনা ডলির কাছে বাসের নিত্যযাত্রীরাই এখন তাঁর আপনজন। ৫৯ বছর বয়সেও সারাদিনের হাড়ভাঙা খাটুনি শেষে যখন বাড়ি ফেরেন, তখন চোখে ক্লান্তি থাকলেও মনে থাকে একরাশ তৃপ্তি। বললেন, 'স্বামী একটি কারখানায় কাজ করেন, যা আয় হয় তাতে মোটামুটি চলে যায়। কিন্তু কলকাতার বুকে আমি স্বাবলম্বী হতে চেয়েছিলাম। স্বামীর উপার্জনে নয়, নিজের পায়ে দাঁড়াতে চেয়েছিলাম।'

একজন মহিলার এই পেশায় আসা সহজ ছিল না। সমাজ আজও মেনে নিতে পারে না যে একজন গৃহবধূ বাসের কনডাক্টর হতে পারেন। জুটেছে টিপ্পনী, বিদ্রুপ আর একরাশ ভয়। কিন্তু সেইসব বাধা জয় করেছেন তিনি। তাঁর মতে, 'নারীরা যদি সামাজিক ভয় কাটিয়ে এগিয়ে আসে, তবেই প্রকৃত ক্ষমতায়ন সম্ভব।'

আন্তর্জাতিক নারী দিবসের সার্থকতা ডলি রানার মতো নারীদের মধ্যেই নিহিত। যারা প্রমাণ করে দেন যে বয়স বা লিঙ্গ কোনও বাধা নয়, যদি মনে থাকে একরোখা জেদ। বেলগাছিয়ার ডলি এখন কেবল একজন বাস মালিক বা কনডাক্টর নন, তিনি হাজার হাজার নারীর অনুপ্রেরণা। তিনি চান, মহিলারা ভয় ভেঙে এই পেশায় আসুক। আত্মনির্ভর হোক। নতুন রুটের অপেক্ষায় থাকা ডলি আজও বাসের দরজায় দাঁড়িয়ে হেঁকে চলেছেন আগামীর স্বপ্ন।

ট্রাকে পিষ্ট হওয়ার আধ ঘণ্টা পর অ্যাম্বুল্যান্স ছাড়া এল পুলিশ

৪০ মিনিট পড়ে থেকে মৃত্যু

মোস্তাক মোরশেদ হোসেন

বীরপাড়া, ৮ মার্চ : ভোররাতে এশিয়ান হাইওয়ে ফের ভিজল রক্তে। বেপরোয়া গতিতে আসা ট্রাকের ধাক্কায় পিষে গেল ব্যবসায়ীর দুটি পা। তবে ৪০ মিনিট রক্তাক্ত অবস্থায় রাস্তায় পড়ে থাকলেও কোনও অ্যাম্বুল্যান্স মেলেনি। এর জেরে রাস্তাতেই ব্যবসায়ীর মৃত্যু হয়। মৃতের নাম বিমল দত্ত (৫৭)। অভিযোগ, দুর্ঘটনার খবর পাওয়ার ৩০ মিনিট পর দুইজন পুলিশকর্মী ঘটনাস্থলে পৌঁছোলেও তাঁরা জানান, তাঁদের পক্ষে অ্যাম্বুল্যান্স জোগাড় করা সম্ভব হয়নি। এদিকে স্থানীয়রাও কোনও অ্যাম্বুল্যান্স পাননি। শেষপর্যন্ত রাস্তায় পড়ে থাকা অবস্থাতেই ওই ব্যবসায়ী মারা যান। রবিবার ভোর সওয়া পাঁচটা নাগাদ ৪৮ নম্বর এশিয়ান হাইওয়েতে মাদারিহাট থানার শিশুবাড়ি চৌপথি এলাকায় ঘটনাটি ঘটে। এরপর পুলিশের দায়িত্বজ্ঞান নিয়ে প্রশ্ন তুলে ঘণ্টা দেড়েক হাইওয়ে অবরোধ করে উত্তেজিত জনতা।

জানা গিয়েছে, শিশুবাড়ির অদূরেই বিমলের বাড়ি। শিশুবাড়ি চৌপথিতে তাঁর চায়ের দোকান রয়েছে। রবিবারও ভোরবেলা দোকান খুলতে যাওয়ার জন্য তিনি হাইওয়ে ধরে হাঁটছিলেন। এক প্রত্যক্ষদর্শী একরামুল হক জানান, পাকা রাস্তার সাদা দাগের বাইরে দিয়ে হাঁটছিলেন বিমল। ওই সময় তাঁর পিছন থেকে আসা একটি ট্রাক আরেকটি ট্রাককে ওভারটেক করছিল। আবার বিপরীত দিক থেকে আসছিল আরেকটি ট্রাক। তিনটি ট্রাক সামনাসামনি এসে পড়ায় একটি ট্রাক সাদা দাগের বাইরে গিয়ে বিমলকে ধাক্কা মারে। পিষে যায় তাঁর দুই পা। সঙ্গে সঙ্গে পুলিশে খবর দেওয়া হয়।

পথ দুর্ঘটনার পর শিশুবাড়িতে পুলিশকে ঘিরে বিক্ষোভ। রবিবার।

রাম কুজুর নামে এক তরুণ বলছিলেন, 'দুর্ঘটনার পরও বিমল কাকা বেঁচে ছিলেন। উঠে বসার চেষ্টা করছিলেন। বেশ কিছুক্ষণ পর দুইজন পুলিশকর্মী এসে জানান যে, তাঁরা অ্যাম্বুল্যান্স জোগাড় করতে পারেননি।' এরপরই তাঁদের কে, কখন ফোন করেছে, তা নিয়ে খোঁজখবর করা শুরু করলেও বিমলকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করেননি। মৃতের ভাইপো প্রীতম দত্ত বললেন, 'খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছে দেখি কাকা তখনও বেঁচে আছেন। অথচ অ্যাম্বুল্যান্স নেই। অবশেষে আমাদের সামনেই তাঁর মৃত্যু হল। সকাল সাড়ে ৭টা পর্যন্ত কোনও অ্যাম্বুল্যান্স পৌঁছোয়নি।' গোটা ঘটনায় পুলিশের

> খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছে দেখি কাকা তখনও বেঁচে আছেন। অথচ অ্যাম্বুল্যান্স নেই। অবশেষে আমাদের সামনেই তাঁর মৃত্যু হল। সকাল সাড়ে ৭টা পর্যন্ত কোনও অ্যাম্বুল্যান্স পৌঁছোয়নি।
>
> **প্রীতম দত্ত**
> *মৃতের ভাইপো*

গাফিলতি নিয়ে ক্ষুব্ধ এলাকাবাসী। এনিয়ে জয়গাঁর অতিরিক্ত পুলিশ সুপার অভিষেক মজুমদারের সংক্ষিপ্ত প্রতিক্রিয়া, 'কী ঘটেছে, তা জেনে খোঁজ নিচ্ছি।' অন্যদিকে এলাকার বিধায়ক জয়প্রকাশ টোপ্পোর কথায়, 'এশিয়ান হাইওয়েতে লাগাতার মানুষের মৃত্যু হচ্ছে। এটা মানা যায় না। এনিয়ে পুলিশের সঙ্গে বৈঠক করব।' সকাল সাড়ে ছ'টার পর থেকেই দুর্ঘটনাস্থলে সাধারণ মানুষ ভিড় করতে থাকেন। সাতটা নাগাদ একাধিক সাব-ইনস্পেকটর সহ কয়েকজন পুলিশকর্মী এবং সিভিক ভলান্টিয়ার সেখানে পৌঁছালে তাঁদের ঘিরে ধরে উত্তেজিত জনতা। ট্রাফিকে লাগানো সিসিটিভি ক্যামেরার ফুটেজ খতিয়ে দেখার কথা বলতেই পুলিশ জানায়, ট্রাফিকে সিসি ক্যামেরা নেই। এরপরই পুলিশের বিরুদ্ধে ক্ষোভে ফেটে পড়েন সাধারণ মানুষ।

স্থানীয় বাসিন্দা তথা আইএনটিটিইউসির মাদারিহাট-বীরপাড়া ব্লক কমিটির সহ সভাপতি আবদুল লতিফ বলেন, 'পুলিশের ভূমিকা লজ্জাজনক। একজন আহত মানুষকে বাঁচাতে ন্যূনতম চেষ্টাও করেনি তারা। আমি দলকে সবই জানাব।' এছাড়া চৌপথির বাসিন্দা সেরিনা খাতুন, মহম্মদ মোস্তফা, ফিরোজ আলি সকলেই দীর্ঘদিনের চেনা মানুষটার এমন পরিণতিতে শোকস্তব্ধ। মাদারিহাটের হলং থেকে বীরপাড়ার চেকপোস্ট পর্যন্ত এশিয়ান হাইওয়ের ২০ কিলোমিটার দূরত্বে গত আট বছরে কমবেশি ১৬০ জন দুর্ঘটনায় মারা গিয়েছেন।

হাতির হানা

কিশনগঞ্জ, ৮ মার্চ : কিশনগঞ্জের নেপাল সীমান্তের গ্রামগুলিতে আবার নেপালের জঙ্গল থেকে আসা হাতির তাণ্ডব শুরু হয়েছে। শুক্রবার ও শনিবার রাতে নেপালের জঙ্গল থেকে আসা বুনোরা দাপিয়ে বেড়িয়েছে ধনটোলা গ্রাম পঞ্চায়েতের মোহোমারি গ্রামে। জানা গিয়েছে, বুনোদের দলটিতে নয়টি ছোট-বড় হাতি ছিল। খবর পেয়ে বন দপ্তরের কর্মী এবং স্থানীয় লোকজন পটকা ফাটিয়ে, আগুন ধরিয়ে হাতিদের জঙ্গলে ফেরানোর চেষ্টা করেন। স্থানীয় পঞ্চায়েত প্রধান অরুণ দেবগিরি জানান, হাতিদের এই দলটি নেপালের ঝাপা জেলার ভাগো দুব্বা নদী পার করে জেলায় প্রবেশ করছে। সীমান্ত সংলগ্ন জেলার খোশিটোলা, জানকী চক, মোহোমারি, দেবনাথটোলা প্রভৃতি গ্রামের ধান, ভুট্টাখেত ও কলা গাছ নষ্ট করেছে। গ্রামবাসীরা রাত জেগে হাতির দলের ওপর নজর রেখে তাদের তাড়ানোর চেষ্টা করছেন।

সভায় শতরূপ

ধূপগুড়ি, ৮ মার্চ : আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনের প্রস্তুতি হিসেবে রবিবার বিকেলে ধূপগুড়ির পুণ্যশ্লোক দাশগুপ্ত মঞ্চে দলের নেতা-কর্মীদের নিয়ে সভা করেন সিপিএমের রাজ্য কমিটির সদস্য শতরূপ ঘোষ। সভা শেষে একটি মিছিলের আয়োজন করা হয়। কলেজ রোডে অবস্থিত দলীয় কার্যালয়ে এসে মিছিল শেষ হয়।

পৃথিবীর পাঠশালা

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে ভালুক সেনা

যুদ্ধে হাতি বা ঘোড়ার ব্যবহার স্বাভাবিক। কিন্তু দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে পোল্যান্ডের সেনাবাহিনীতে রীতিমতো এক সিরিয়ান বাদামি ভালুক কাজ করত। ভয়তেক নামের এই ভালুকটি সৈন্যদের সঙ্গেই বড় হয়েছিল। সে বিয়ার খেতে আর কুস্তি লড়তে ভালোবাসত। যখন পোলিশ বাহিনীকে জাহাজে করে অন্য দেশে যাওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়, তখন নিয়ম ছিল কোনও পোষ্য নেওয়া যাবে না। তাই সৈন্যবাহিনী তাকে রীতিমতো কর্পোরাল পদে নিয়োগ করে এবং তার নামে সার্ভিস নম্বর ও পে-বুক তৈরি করে। যুদ্ধে সে ভারী কামানের গোলা বয়ে নিয়ে যেত। যুদ্ধ শেষে সে স্কটল্যান্ডের এক চিড়িয়াখানায় শান্তিতে বাকি জীবন কাটায়।

বাদুড় যখন লাইব্রেরির পাহারাদার

পর্তুগালের জোয়ানিনা লাইব্রেরি বিশ্বের অন্যতম সুন্দর এবং প্রাচীন এক পাঠাগার। কিন্তু এখানকার আসল চমক বই নয়, এক ঝাঁক ছোট বাদুড়। হ্যাঁ, এই লাইব্রেরিতে প্রচুর বাদুড় বাস করে এবং কর্তৃপক্ষ তাদের তাড়িয়ে দেয় না। কারণ, এই পুরোনো বইয়ের পাতাগুলো এক ধরনের পোকার খুব প্রিয় খাবার। রাতেরবেলা যখন লাইব্রেরি বন্ধ হয়ে যায়, তখন এই বাদুড়রা বেরিয়ে এসে সেই বইখেকো পোকাগুলোকে শিকার করে। শতাব্দী পর শতাব্দী ধরে অমূল্য সব বই বাঁচাতে লাইব্রেরির কর্তারা এই প্রাকৃতিক পাহারাদারদের ওপরই ভরসা করে আসছেন। সকালে কর্মীরা এসে শুধু বাদুড়ের মল পরিষ্কার করে দেন।

উলটো দিকে বয় যে নদী

নদী সাধারণত পাহাড় থেকে সাগরের দিকে বয়। কিন্তু কম্বোডিয়ার টোনলে স্যাপ নদীর গল্পটা একটু অন্যরকম। বছরে দু'বার এই নদী তার প্রবাহের দিক পুরোপুরি বদলে ফেলে। মেকং নদীতে যখন বর্ষার জল বাড়ে, তখন সেই বিশাল জলের চাপে টোনলে স্যাপ নদীর জল উলটো দিকে বইতে শুরু করে এবং একটি বিশাল হ্রদে গিয়ে মেশে। আবার বর্ষা শেষ হলে ওই জল স্বাভাবিক নিয়মে হ্রদ থেকে সাগরের দিকে নেমে আসে। প্রকৃতির এই অদ্ভুত নিয়মের ফলে ওই অঞ্চলে প্রচুর মাছ পাওয়া যায় এবং কয়েক লক্ষ মানুষের জীবনযাত্রা এই নদীর জাদুকরি দিক পরিবর্তনের ওপরই নির্ভর করে।

হিরে দিয়ে তৈরি শহর

জার্মানির নর্ডলিঙ্গেন শহরে গেলে আপনার মনে হতে পারে যে, আপনি কোনও রত্নভান্ডারের ওপর দিয়ে হাঁটছেন। কারণ এই শহরের পুরোনো বাড়ি, গির্জা এবং রাস্তার পাথরের মধ্যে মিশে আছে প্রায় ৭২ হাজার টন আণুবীক্ষণিক হিরে। আজ থেকে প্রায় দেড় কোটি বছর আগে এখানে একটি বিশাল উল্কাপাত হয়েছিল। উল্কার প্রচণ্ড চাপে এখানকার পাথরের ভেতরের কার্বন ছোট ছোট হিরেতে পরিণত হয়। মধ্যযুগে যখন এই শহর তৈরি হয়, তখন মানুষ না জেনেই সেই হিরে মেশানো পাথর দিয়ে নিজেদের বাড়িঘর বানিয়েছিল। সূর্যের আলো পড়লে আজও পুরো শহরটি চিকচিক করে ওঠে।

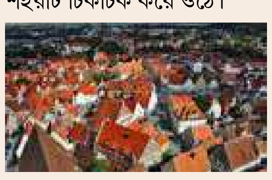

রেললাইন পেরোতে গিয়ে আহত ১

কিশনগঞ্জ, ৮ মার্চ : রবিবার দুপুরে কিশনগঞ্জ শহরের বুকে রুইধাসা ময়দান সংলগ্ন রেললাইন পারাপারের সময়, এক অজ্ঞাতপরিচয় ব্যক্তি মালগাড়ির ধাক্কায় মারাত্মকভাবে আহত হন। রেল পুলিশ আহতকে ঘটনাস্থল থেকে উদ্ধার করে ও কিশনগঞ্জ সদর হাসপাতালে ভর্তি করে। আরপিএফের স্থানীয় পোস্টের ইনস্পেকটর হৃদেশকান্ত শর্মা জানান, আহতর কোনও পরিচয় পাওয়া যায়নি।

জ্যাভলিনে রুপো

মালদা, ৮ মার্চ : আবারও সাফল্য মালদার মিষ্টি কর্মকারের। জাতীয় স্তরের জ্যাভলিনে ফের সিলভার পদক তার ঝুলিতে। চার মাস আগে এশিয়ান যুব গেমসে সপ্তম হয়েছিল মিষ্টি। তারপর কোনও প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করেনি। ইন্ডিয়ান ওপেন থ্রোজ কম্পিটিশনে প্রত্যাবর্তন করে মিষ্টি। তবে এবার প্রতিযোগিতায় নেমে খালি হাতে ফিরতে হয়নি তাকে। অনূর্ধ্ব ১৮ জ্যাভলিন ইভেন্টে দ্বিতীয় হয়েছে। রবিবার আন্তর্জাতিক নারী দিবসে পঞ্জাবের পাতিয়ালায় পঞ্চম ইন্ডিয়ান ওপেন থ্রোজ কম্পিটিশনে জ্যাভলিনে খেলতে নামে মিষ্টি।

অবজার্ভারদের বিল বকেয়া ফালাকাটায়

ভাস্কর শর্মা

ফালাকাটা, ৮ মার্চ : নির্বাচন কমিশনের এসআইআর সংক্রান্ত কাজে ফালাকাটায় এসেছিলেন বেশ কয়েকজন মাইক্রো অবজার্ভার। তাঁদের থাকা, খাওয়ার জন্য শহরের বাবুপাড়ায় একটি হোটেলের ব্যবস্থা করেছিল ব্লক প্রশাসন। এসআইআর সংক্রান্ত কাজের জন্য তাঁরা প্রায় ২ মাস হোটেলে থাকেন, খাওয়াদাওয়া করেন। কিন্তু ফালাকাটা ব্লক প্রশাসন এই দুই মাসের থাকা ও খাওয়ার কোনও বিলই মেটায়নি বলে অভিযোগ ওঠে। বিষয়টি নিয়ে খোদ মাইক্রো অবজার্ভাররাই জেলার রোল অবজার্ভারের কাছে মেল করে অভিযোগ জানান। কিন্তু তাতেও কাজ হয়নি বলে অভিযোগ। রবিবার অবশ্য বিষয়টি সংবাদমাধ্যমের কাছে জানতে পারেন আলিপুরদুয়ারের নবনিযুক্ত জেলা শাসক শেভালে অভিজিৎ তুকারাম। আর তারপরেই এদিন দ্রুত তিনি হোটেলের বিল মেটানোর উদ্যোগ নেন।

সমস্যার কথা মেনে নিয়ে জেলা শাসক বলছেন, 'আজ মাইক্রো অবজার্ভারদের ওই অভিযোগ পাওয়ার পরেই ফালাকাটা ব্লক প্রশাসনের সঙ্গে কথা বলি। পরে তারা হোটেলের বিল মিটিয়ে দিয়েছে।' তাঁর বক্তব্য, 'শুধুমাত্র ভুল বোঝাবুঝির কারণেই অযথা ওই জটিলতা তৈরি হয়েছিল।'

যদিও বিলের বিষয়ে কোনও মন্তব্য করতে রাজি হননি ফালাকাটার ওই হোটেল মালিক সঞ্জীব চন্দ।'

হোটেলের মালিকের কথায় এদিন স্পষ্ট হয়নি যে তিনি আদৌ বিল পেয়েছেন কি না। তবে একটি

পদক্ষেপের আশ্বাস জেলা শাসকের

সূত্র জানাচ্ছে, এদিন বিকেল পর্যন্ত হোটেলের বিলের টাকা দেয়নি ব্লক প্রশাসন। সূত্রের খবর, তবে ব্লক প্রশাসনের তরফে যোগাযোগ করা হয়েছিল হোটেল কর্তৃপক্ষের সঙ্গে। তারপর থেকেই মুখে কুলুপ এঁটেছে হোটেল কর্তৃপক্ষ।'

জেলা শাসককে কী অভিযোগ করেছেন মাইক্রো অবজার্ভাররা? জানা গিয়েছে, নির্বাচন কমিশনের নির্দেশে গত ২৬ ডিসেম্বর ফালাকাটা ব্লক প্রশাসনের তরফে তাঁদের থাকা ও খাওয়ার ব্যবস্থা করা হয় আলিপুরদুয়ারের বাবুপাড়ার একটি নামকরা হোটেলে। ২৬ ফেব্রুয়ারি মাইক্রো অবজার্ভাররা তাঁদের কাজ গুটিয়ে যাওয়ার প্রস্তুতি নিলে বেঁকে বসে হোটেল কর্তৃপক্ষ। হোটেল কর্তৃপক্ষ মাইক্রো অবজার্ভারদের স্পষ্ট জানায়, তাঁদের থাকা ও খাবারের বিল বাকি আছে।

দু'মাসে থাকা ও খাওয়া বাবদ মোট ২ লক্ষ ৯৩ হাজার টাকা বকেয়া বিল দেখে মাথায় যেন বাজ পড়ে মাইক্রো অবজার্ভারদের (এমও)। এর পরেই বিষয়টি নিয়ে তাঁরা তৎকালীন রোল অবজার্ভার আর বিমলার কাছে মেল করে অভিযোগ করেন। শুক্রবার জেলা শাসক কাজে যোগ দেন। তাই বিলের বিষয়ে পদক্ষেপের জন্য শনিবার এমও-রা নির্দিষ্ট জায়গায় রিপোর্ট করেন। রিপোর্ট এসে পৌঁছায় সংবাদমাধ্যমের কাছেও। সংবাদমাধ্যম বিষয়টি নয়া জেলা শাসকের নজরে আনে। তারপরেই নড়েচড়ে বসে জেলা প্রশাসন। হোটেলে এত টাকা বিলের কথা শুনে বেশ কয়েকজন মাইক্রো অবজার্ভার ফালাকাটার বিডিও অফিসের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। এমনকি বিডিও অফিসে গিয়ে তাঁরা অপেক্ষাও করেন। কিন্তু ব্লক বা জেলা প্রশাসনের কোনও আধিকারিককে পাননি মাইক্রো অবজার্ভাররা।

বাঁশি বিক্রি করতে করতেও ফাইনালে নজর। রবিবার বারাণসীতে।

পাচারকারীদের অত্যাচারে অতিষ্ঠ

হেমতাবাদে জওয়ানদের ঘিরে বিক্ষোভ

বিশ্বজিৎ সরকার

হেমতাবাদ, ৮ মার্চ : সীমান্তের কাঁটাতার কেটে দেদার গোরু পাচার, আর সেই পাচারকারীদের দাপটে বিঘার পর বিঘা ফসলের ক্ষয়ক্ষতি। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করেই রবিবার রণক্ষেত্রের চেহারা নিল হেমতাবাদের ভারত-বাংলাদেশ সীমান্ত সংলগ্ন সনগাঁও এলাকা। বিএসএফের নজরদারি এড়িয়ে কীভাবে সাতসকালে এই কাণ্ড ঘটল, তা নিয়ে ক্ষোভে ফেটে পড়েন গ্রামবাসীরা। কর্তব্যরত জওয়ানদের ঘিরে বিক্ষোভ দেখানোর পাশাপাশি সনগাঁও বিওপি-ও ঘেরাও করে উত্তেজিত জনতা। পরিস্থিতি সামাল দিতে ঘটনাস্থলে পৌঁছাতে হয় ভাটোল ফাঁড়ির পুলিশ ও ৮৭ নম্বর ব্যাটালিয়নের উচ্চপদস্থ কর্তাদের। ৪ ঘণ্টা ধরে চলে সেই বিক্ষোভ। গাফিলতির অভিযোগে ইতিমধ্যেই এক মহিলা জওয়ান সহ দুজনকে শোকজও করেছে বিএসএফ।

সীমান্তবর্তী গ্রামগুলিতে গোরু পাচারকারীদের দাপট দীর্ঘদিনের সমস্যা। স্থানীয়দের অভিযোগ, রাত নামলেই সীমান্তের কাঁটাতার সংলগ্ন এলাকায় দুষ্কৃতীদের আনাগোনা বেড়ে যায়। কখনও কাঁটাতার কেটে, আবার কখনও নদীপথে গোরু পাচারের চেষ্টা চলে। এই পাচারের সময় বিঘার পর বিঘা চাষের জমির ওপর দিয়ে গোরু নিয়ে যাওয়ায় নষ্ট হয় ভুট্টা, ধান ও রকমারি সবজি। ক্ষতিগ্রস্ত কৃষকদের ক্ষতিপূরণের কোনও ব্যবস্থা থাকে না। এই অনিশ্চয়তা ও পাচারকারীদের ভয়ের মধ্যে দিন কাটান প্রান্তিক চাষিরা।

রবিবার ভোরে সেই আতঙ্কই বাস্তবে রূপ নেয়। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, এদিন ভোরে বাংলাদেশের একদল দুষ্কৃতী গ্যাস কাটার দিয়ে কাঁটাতারের বেড়া কেটে ভারতে প্রবেশ করেছিল। অভিযোগ, সেই বাংলাদেশি দুষ্কৃতীরা একদল ভারতীয় পাচারকারীর মদতে ১২টি গোরু সীমান্ত পার করে বাংলাদেশে নিয়ে যায়। আর এই পাচারের সময় আবার স্থানীয়দের কৃষিজমির ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হয়। ঘটনাটি প্রথম নজরে আসে স্থানীয় বাসিন্দা মিজানুর রহমানের। তাঁর চিৎকারে গ্রামবাসীরা জড়ো হতেই পাচারকারীরা চম্পট দেয়। এরপরই ক্ষোভের আগুন ছড়িয়ে পড়ে।

বিএসএফ-এর ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন তুলে গ্রামের বাসিন্দা রেজাউল হক বলেন, 'পাচারকারীদের সঙ্গে বিএসএফের যোগসাজশ রয়েছে। তা না হলে কীভাবে সাতসকালে বাংলাদেশে গোরু পাচার হল। পাচারকারীদের পায়ে পিষ্ট হয়ে ক্ষতি হয়েছে ফসলের। সেই কারণেই বিএসএফের জওয়ানদের ঘেরাও করে বিক্ষোভ দেখানো হয়েছে।' আরেক গ্রামবাসী শাকিলা বেগমের অভিযোগ, 'এটা নতুন কিছু নয়। প্রতিবছরই গোরু পাচারকারীদের পায়ে চাপা পড়ে আমাদের ফসল নষ্ট হয়। বারবার বিএসএফের আধিকারিকদের বলেও কাজের কাজ কিছু হয়নি। ফলে ক্ষতির মুখে পড়তে হচ্ছে আমাদের মতন চাষিদের।' এদিন স্থানীয় বাসিন্দারা জওয়ানদের ঘিরে ধরে বিক্ষোভ দেখাতে থাকেন। তখন উত্তেজনা প্রশমিত করতে আসরে নামেন ৮৭ নম্বর ব্যাটালিয়নের কোম্পানি কমান্ডান্ট রণবীর সিং। তিনি বলেন, 'দায়িত্বে থাকা এক মহিলা জওয়ান সহ দুজনকে শোকজ করা হয়েছে। ঘটনার তদন্ত চলছে।' বিএসএফ সূত্রে খবর, ওই দুই জওয়ানের এক মাসের বেতন কাটার পাশাপাশি একাধিক পদক্ষেপ করা হচ্ছে। রায়গঞ্জ থানার আইসি উদয়শংকর ঘোষ জানান, বিএসএফের তরফ থেকে একটি অভিযোগ দায়ের হয়েছে। ঘটনার তদন্ত চলছে। গ্রামবাসীদের এই বিষয়ে লিখিত অভিযোগ দায়ের করতে বলা হয়েছে।

- গ্যাস কাটার দিয়ে কাঁটাতার কেটে ১২টি গোরু বাংলাদেশে পাচার, প্রশ্নের মুখে বিএসএফের নজরদারি
- পাচারকারীদের দাপটে বিঘার পর বিঘা ভুট্টা ও সবজিখেত নষ্ট হওয়ায় বিওপি ঘেরাও করে বিক্ষোভ গ্রামবাসীদের
- কর্তব্যে গাফিলতির অভিযোগে এক মহিলা জওয়ান সহ দুজনকে শোকজ ও বেতন কাটার সিদ্ধান্ত বিএসএফের

ছেলেধরা সন্দেহে মার মহিলাকে

রায়গঞ্জ, ৮ মার্চ : ছেলেধরা সন্দেহে এক মানসিক ভারসাম্যহীন বিধবা মহিলাকে বেধড়ক মারধর করল উন্মত্ত জনতা। রবিবার দুপুরে ঘটনাটি ঘটেছে রায়গঞ্জ থানার ভাটোল ফাঁড়ির মহীপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের লক্ষণিয়া গ্রামে। ওই মহিলাকে অর্ধনগ্ন করে বিদ্যুতের খুঁটির সঙ্গে বেঁধে বাঁশপেটা করা হয় বলেও অভিযোগ। পুলিশ জখম ওই মহিলাকে উদ্ধার করে রায়গঞ্জ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে ভর্তি করে। অবস্থা আশঙ্কাজনক হওয়ায় তাঁকে রেফার করা হয় উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে। জখম ৪০ বছরের উজ্জ্বলি মণ্ডলের বাড়ি রায়গঞ্জ থানার শেরপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের খোকসা সংলগ্ন বটতলা এলাকায়। পুলিশ সূত্রে খবর, ওই মহিলা বোনের বাড়ি যাচ্ছিলেন। লক্ষণিয়া হাজিপাড়া এলাকায় একটি ভুট্টাখেতে শৌচকর্ম করতে যান তিনি। সেসময়ই ছেলেধরা সন্দেহে তাঁকে বিবস্ত্র করে মারধর করেন সংশ্লিষ্ট এলাকার বাসিন্দারা। ইট দিয়ে মাথা থেঁতলে খুনের চেষ্টাও করা হয়।

রায়গঞ্জ মেডিকেলের শল্যচিকিৎসক সঞ্জয় শেঠ বলেন, 'মহিলার অবস্থা আশঙ্কাজনক। মস্তিষ্কে রক্তক্ষরণ হচ্ছে। উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজে রেফার করা হয়েছে।' রায়গঞ্জ থানার আইসি উদয়শংকর ঘোষ বলেন, 'ঘটনার তদন্ত চলছে। বিষয়টি গুরুত্ব সহকারে দেখা হচ্ছে।' ওই মহিলার দিদি রিনা মণ্ডল বলেন, 'বোন শেরপুরের বাড়ি থেকে আমার বাড়িতে আসছিল। অর্ধনগ্ন করে মারধরের ঘটনাটি সোশ্যাল মিডিয়ায় দেখার পর ঘটনাস্থলেই ছুটে যাই। ততক্ষণে পুলিশ বোনকে উদ্ধার করে রায়গঞ্জ মেডিকেলে নিয়ে গিয়েছে। অমানবিক নির্যাতনের সঙ্গে যুক্ত যারা, ছবি দেখে চিহ্নিত করে তাদের গ্রেপ্তার করুক পুলিশ।'

সাজো ত্রিমুকুটে

প্রথম পাতার পর

স্রেফ ধ্বংস করো। আর এই ভয়ডরহীন দর্শনের সবচেয়ে বড় পোস্টার বয় হয়ে উঠলেন তরুণ বাঁহাতি অভিষেক শর্মা (২১ বলে ৫২)। গোটা টুর্নামেন্টে রান পাননি, কিন্তু টিম ম্যানেজমেন্ট তাঁকে ছুড়ে ফেলেনি। গতরাতে বাবার আশীর্বাদ পাওয়ার পর সেই আস্থার দাম কড়ায়গন্ডায় মেটালেন তিনি। তাঁর এবং সঞ্জু স্যামসনের (৪৬ বলে ৮৯) অবিশ্বাস্য পাওয়ার হিটিংয়ে পাওয়ার প্লে-র ৬ ওভারেই বোর্ডে উঠল বিনা উইকেটে ৯২ রান! ৭.২ ওভারে ১০০। গ্যালারিতে তখন প্রবল জল্পনা, আজ ৩০০ হবে নাকি?

সঞ্জু টানা তিন নক আউট ম্যাচে ৮০-র গণ্ডি পেরোনোর অবিশ্বাস্য রেকর্ড গড়লেন। তিন নম্বরে নেমে ঈশান কিষান (২৫ বলে ৫৪) দেখালেন, তিনি বড় মঞ্চের ব্যাটার। হার্দিক পান্ডিয়া (১৮), সূর্যকুমার যাদবরা (০) আজ রান পাননি, কিন্তু তাতে কী? ১৬তম ওভারে জিমি নিশাম (৪৬/৩) এক ওভারে সঞ্জু-ঈশান-সূর্যকে ফিরিয়ে দিয়ে টিম ইন্ডিয়াকে একটা হ্যাঁচকা টান দিয়েছিলেন। কিন্তু আচমকা তৈরি হওয়া সেই চাপ কাটিয়ে ফের ব্যাটিং বিস্ফোরণ কাকে বলে, দেখালেন শিবম দুবে (৮ বলে অপরাজিত ২৬)। নিশামের শেষ ওভারেই তিনি তুলে নিলেন ২৪ রান। যার ফলে নির্ধারিত ২০ ওভারে ওয়াংখেড়ে স্টেডিয়ামের রান টপকে টিম ইন্ডিয়া পৌঁছে গেল ২৫৫/৫-এর বিশাল স্কোরে, যা মোতেরায় টি২০-তে সর্বোচ্চ এবং বিশ্বকাপের ইতিহাসে তৃতীয় সর্বোচ্চ। ইনিংসে মোট ১৮টি ছক্কা হাঁকিয়ে বিশ্বজয়ের নীল নকশার রূপায়ণ দেখাল ভারত।

মঞ্চটা ছিল বিশ্বসেরা হওয়ার। কিন্তু নিউজিল্যান্ড শুরু থেকেই খেই হারাল। অফস্পিনার কোল ম্যাককোঞ্চিকে বসিয়ে ডাফিকে খেলানোর যুক্তি স্পষ্ট নয়। পাহাড়প্রমাণ এই রান তাড়া করতে নেমে কিউয়িরা গুটিয়ে গেল মাত্র ১৫৯ রানে। বোলারদের ব্যর্থতার দিনে রান তাড়া করতে নেমে প্রথম ওভারেই বরাতজোরে বেঁচে গিয়েছিলেন ফিন অ্যালেন (৯)। অর্শদীপ সিংয়ের বলে তাঁর লোপ্পা ক্যাচ ফেলে দেন দুবে। কিন্তু তাতে ভারতের কোনও ক্ষতি হয়নি। অ্যালেনের পাশে রাচিন রবীন্দ্র (১), গ্লেন ফিলিপস (৫), মার্ক চাপম্যানরা (৩) আজ চূড়ান্ত ব্যর্থ। টিম সেইফার্ট (২৬ বলে ৫২) একা লড়াইয়ের চেষ্টা করেছিলেন। কিন্তু গ্যালারিতে বসে থাকা ধোনি-রোহিতদের সামনে জসপ্রীত বুমরাহর (১৫/৪) পিনপয়েন্ট ইয়র্কারের কোনও জবাব স্যান্টনারদের কাছে ছিল না। ড্যারিল মিচেল মাসখানেক আগে ভারত সফরে এসে তফাত গড়েছিলেন, আজ তিনিও কিউয়িদের ডুবিয়েছেন।

আলাদা করে বলতেই হয় 'বাপু' অক্ষর প্যাটেলের কথা। ঘরের ছেলের হাতে কাপ দেখার অপেক্ষায় মাঠ ভরিয়েছিলেন নাদিয়াদ থেকে আসা বন্ধু-প্রতিবেশীরা। স্পিনের মায়াজাল বুনে তাঁদের কথা রাখলেন অক্ষর (২৭/৩)। হতাশ করেননি বরুণও। টুর্নামেন্টে দেদার রান বিলিয়েও প্রবল চাপের এই ফাইনালে তিনি জ্বলে উঠলেন। বুমরাহর সঙ্গে যৌথভাবে হলেন টুর্নামেন্টের সর্বোচ্চ উইকেটশিকারি, গড়লেন টানা ২২টি ম্যাচে অন্তত একটি করে উইকেট নেওয়ার অনন্য নজির। এই জয়ের সঙ্গে সঙ্গেই একাধিক পুরোনো মিথ ভেঙে চুরমার করে দিল স্কাই-ব্রিগেড। প্রথমত, টি২০ বিশ্বকাপের ইতিহাসে এই প্রথম কোনও আয়োজক দেশ চ্যাম্পিয়ন হওয়ার বিরল নজির গড়ল। দ্বিতীয়ত, এই প্রথম কোনও ডিফেন্ডিং চ্যাম্পিয়ন দল টানা দুইবার খেতাব ধরে রাখল। ২০০৭ এবং ২০২৪-এর পর ২০২৬— মোট তিনবার এই ফর্ম্যাটে বিশ্বজয় করে ইংল্যান্ড ও ওয়েস্ট ইন্ডিজকে টপকে টুর্নামেন্টের সবচেয়ে সফল দল এখন ভারত।

রাত যত বাড়ছে, আশ্রম রোড থেকে সিজি রোড— গোটা আহমেদাবাদ শহর ততই নীল-উৎসবে মেতে উঠছে। কোথাও বাজি ফাটছে, কোথাও উড়ছে আবির। গলা শুকিয়ে গেলে অবিরাম স্লোগান দেওয়া সমর্থকরা জলের বোতল হাতে নিয়ে ক্ষণিকের বিরতি নিচ্ছেন, আর পরক্ষণেই ফের উল্লাসে ফেটে পড়ছেন। আইসিসি মঞ্চের চিরন্তন কিউয়ি-জুজু চিরতরে মুছে দিয়ে ভারত আজ সগর্বে প্রমাণ করে দিল, কুড়ির ক্রিকেটের আসল 'বস' এখন তারাই।

প্রোটোকল, অব্যবস্থায় কেন্দ্র-রাজ্যের ধুন্ধুমার

প্রথম পাতার পর

মমতা সাফাই দেন, মানুষের অধিকারের দাবিতে ধর্নায় বসেছেন বলে তিনি রাষ্ট্রপতিকে স্বাগত জানাতে যেতে পারেননি। শিলিগুড়ির মেয়র গৌতম দেব বাগডোগরা বিমানবন্দরে উপস্থিত ছিলেন।

রাজ্যের মুখ্যসচিব নন্দিনী চক্রবর্তী কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রককে পাঠানো রিপোর্টে জানান, শিলিগুড়ির মেয়রকে পাঠানো হয় এই কারণে যে, পদমর্যাদায় তিনি মন্ত্রীর সমতুল্য বলে রাজ্য সরকার মনে করে।

মুখ্যমন্ত্রীর প্রশ্ন, 'তাহলে কেউ স্বাগত জানাতে যায়নি- এই অভিযোগ উঠছে কোন যুক্তিতে?' যদিও এই বিতর্কে জল ঢেলেছে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রকের প্রোটোকল গাইডলাইন। ওই গাইডলাইনে মুখ্যমন্ত্রী নিজে উপস্থিত না থাকতে পারলে রাষ্ট্রপতির সচিবালয়কে আগাম জানাতে হয় এবং বদলে মন্ত্রীসভার কোনও প্রবীণ সদস্যকে পাঠানো বাধ্যতামূলক।

বাস্তবে সেই প্রোটোকল মানা হয়নি ও রাষ্ট্রপতির কর্মসূচিতে প্রশাসন কোনও সহযোগিতা করেনি বলে অভিযোগ। বরং ওই কর্মসূচি করতে আয়োজক সংস্থার সক্ষমতা নিয়ে প্রশ্ন তুলে রিপোর্ট পাঠিয়েছে প্রশাসন। কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রকের 'ব্লু বুক' অনুযায়ী সরকারি কিংবা বেসরকারি- রাষ্ট্রপতির যে কোনও অনুষ্ঠানের দেখভাল করা রাজ্য প্রশাসনের দায়িত্বের মধ্যে পড়ে।

আন্তর্জাতিক সাঁওতাল কনফারেন্সের কার্যনির্বাহী সভাপতি নরেশকুমার মুর্মুর অভিযোগ, বিধাননগর থেকে তাঁদের অনুষ্ঠান সরানোর জন্যে প্রশাসন উঠেপড়ে লেগেছিল। শেষমুহূর্তে মাঠ পরিবর্তন করতে বলা হলে তাঁরা শিলিগুড়ি মহকুমা শাসক বিকাশ রুহেলার কাছে সহযোগিতা চেয়েছিলেন। গত ১৬ এবং ১৭ ফেব্রুয়ারি মহকুমা শাসকের সঙ্গে বৈঠক করে গাড়ি, মঞ্চ তৈরি ইত্যাদি বিষয়ে সহযোগিতা চেয়েছিলেন।

নরেশের কথায়, 'এসডিও আমাদের বলে দিয়েছিলেন, প্রশাসন কোনও সহযোগিতা করতে পারবে না।' উলটে প্রশাসন ও পুলিশের স্থানীয় কর্তারা গোঁসাইপুরের সভাস্থল ইনস্পেকশন করার পর মহকুমা শাসক দার্জিলিংয়ের জেলা শাসককে ৪ মার্চ চিঠি দিয়ে জানিয়ে দেন যে, রাষ্ট্রপতির আসার মতো আয়োজন উদ্যোক্তাদের পক্ষে করা সম্ভব নয়।

ওই চিঠিতে লেখা ছিল, 'রাষ্ট্রপতি থাকার মতো পরিকাঠামো আয়োজক সংস্থা দু'দিনের মধ্যে তৈরি করতে পারবে না।' জেলা শাসক সেই চিঠি পাঠিয়ে দেন রাজ্যের মুখ্যসচিবের অফিসার অন ডিউটি অওধ সিংহলকে। সঙ্গে সুপারিশ ছিল, এই অনুষ্ঠান না করাই ভালো। সেই চিঠি চলে যায় রাষ্ট্রপতির প্রোটোকল ও ট্যুর অফিসারের কাছে। মমতা শনিবারই প্রশাসনের ওই রিপোর্টের উল্লেখ করেছিলেন।

কিন্তু আয়োজকরা যে প্রশাসনের সহযোগিতা চেয়েছিলেন, সেসম্পর্কে নীরব থাকেন। মুখ্যসচিবও রবিবার দিল্লির স্বরাষ্ট্রমন্ত্রকের চিঠির জবাবে দেওয়া রিপোর্টে জানিয়েছেন, আয়োজকদের পর্যাপ্ত প্রস্তুতি ছিল না। সেটা রাষ্ট্রপতির সচিবালয়কে লিখিতভাবে ও ফোন করেও জানানো হয়। রাষ্ট্রপতির দপ্তর থেকে অবশ্য রাজ্যকে জানিয়ে দিয়েছিল, তিনি আসছেনই। তারপরেও প্রশাসন পদক্ষেপ না করায় প্রশ্ন উঠছে।

রাষ্ট্রপতির মতো দেশের সর্বোচ্চ পদাধিকারীর টয়লেট ব্লকে জল পর্যন্ত না দিয়ে কার্যত অসহযোগিতার পথে হেঁটেছে প্রশাসন। যে পথে রাষ্ট্রপতিকে বাগডোগরা বিমানবন্দর থেকে গোঁসাইপুর নিয়ে যাওয়া হয়েছিল, তার দু'ধারে পড়ে ছিল আবর্জনা। সভাস্থলের কাছে পড়ে ছিল কুকুরের মৃতদেহ। সভাস্থলে উপস্থিত সাধারণের জন্য পর্যাপ্ত শৌচালয়ের ব্যবস্থা ছিল না। অধিকাংশকে এদিক-ওদিক জঙ্গলে যেতে দেখা গিয়েছিল। সকলের জন্যে পর্যাপ্ত পানীয় জলের ব্যবস্থাও ছিল না।

যদিও শিলিগুড়ি মহকুমা পরিষদের সহকারী সভাধিপতি রোমা রেশমি এক্কার দাবি, 'আমি মাঠ পরিষ্কার করে খাবার জল আর বায়োটয়লেটের ব্যবস্থা করেছিলাম।' কিন্তু আয়োজকদের অভিযোগ, সভাস্থলে একজন অতিরিক্ত জেলা শাসক থাকলেও রাষ্ট্রপতির গ্রিনরুম কিংবা স্টেজের ব্যবস্থাপনা দেখেননি। এই অভিযোগ সম্পর্কে প্রতিক্রিয়া জানতে বারবার ফোন করা হলেও দার্জিলিংয়ের জেলা শাসক মণীশ মিশ্র সাড়া দেননি। এসএমএস-এর জবাব দেননি। মমতা রবিবারও প্রশ্ন তোলেন, একটি বেসরকারি সংস্থার আয়োজনের পরিকাঠামোগত দায়ভার কেন রাজ্য সরকারের ঘাড়ে চাপানো হচ্ছে? তৃণমূলেরই প্রাক্তন সাংসদ জহর সরকার পালটা প্রশ্ন তোলেন, 'মুখ্যমন্ত্রী জেলায় গেলে কোনও জেলা শাসক যদি বলেন তাঁর অন্য কাজ আছে, তখন মুখ্যমন্ত্রীর কেমন লাগবে?' এই বিতর্কে দলের নেতাদের মুখে কুলুপ আঁটার নির্দেশ দিয়েছেন তৃণমূল নেত্রী। রবিবার ধর্মতলার ধর্না মঞ্চে তিনি বলেন, 'রাষ্ট্রপতিকে আক্রমণ করে কেউ টুঁ শব্দটি করবেন না। যা জবাব দেওয়ার, আমিই দেব!' যদিও মমতার নির্দেশের তোয়াক্কা না করে রাষ্ট্রপতিকে সটান ধিক্কার জানান তৃণমূল বিধায়ক সুপ্তি পান্ডে।

ছোট্ট তারা

মাটিগাড়ার ওয়েস্ট পয়েন্ট স্কুলের পঞ্চম শ্রেণির ছাত্র জয়দীপ পাল পড়াশোনার পাশাপাশি ক্যারাটেতে পারদর্শী। নানা প্রতিযোগিতায় অংশ নিয়ে মেডেল জিতেছে সে।

আনন্দে উত্তাল দুই শহর

(১), (২), (৩) জয়ের পর বাজনা, বাজি ও তেরঙায় উত্তাল হিলকার্ট রোড। (৪) (৫) ইসলামপুরের নিউটাউন রোডে জয়ের আনন্দ। (৬) জয়ের আগে বাঘা যতীন পার্কে। ছবি : সূত্রধর ও সুদীপ্ত ভৌমিক

স্বাস্থ্য পরীক্ষা, সম্মাননায় নারী দিবস

শিলিগুড়ি, ৮ মার্চ : শিলিগুড়িতে বিভিন্ন সংস্থা ও সংগঠনের উদ্যোগে নানা অনুষ্ঠানের মধ্যে দিয়ে উদযাপিত হল আন্তর্জাতিক নারী দিবস। রবিবার সকাল থেকে কোথাও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, কোথাও নারীদের স্বাস্থ্য পরীক্ষার মধ্য দিয়ে দিনটি পালন করা হয়েছে। মেয়েরা যাতে বিজ্ঞানে আরও বেশি আগ্রহী হয় সেজন্য উত্তরবঙ্গ বিজ্ঞানকেন্দ্রের তরফে বিজ্ঞানভিত্তিক একটি অনুষ্ঠানে ভারতীয় মহিলা বিজ্ঞানীদের ওপরে একটি মাল্টিমিডিয়া প্রেজেন্টেশন দেখানো হয়। সঙ্গে ছিল ওপেন হাউস কুইজ ও হাতেকলমে বিজ্ঞান। বিভিন্ন স্কুল, কলেজের মেয়েরা এই কর্মসূচিতে অংশগ্রহণ করেন।

বাঘা যতীন পার্কের সামনে থেকে দার্জিলিং জেলা তৃণমূল মহিলা কংগ্রেস (সমতল)-এর উদ্যোগে নারী শক্তি, অধিকার ও সম্মানের বার্তা দিয়ে এক বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা হয়। এই শোভাযাত্রা শহরের বিভিন্ন পথ পরিক্রমা করে। দার্জিলিং জেলা লিগ্যাল এইড ফোরামের তরফে পাতি কলোনির দুঃস্থ পরিবারের মেয়ে পূজা সিংহের হাতে সিভিল সার্ভিস পরীক্ষার প্রস্তুতির জন্য প্রয়োজনীয় বই তুলে দেওয়া হয়। 'জাগো নারী জাগো বহ্নিশিখা'-র তরফে পোস্ট অফিস মোড়ে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ও সভা হয়। লায়ন্স ক্লাব অফ এনজেপি-র উদ্যোগে ও পুরনিগমের ৩২ নম্বর ওয়ার্ড কমিটির সহযোগিতায় স্বাস্থ্য পরীক্ষা শিবির হয়।

জ্যোতির্ময় কলোনি নীচপাড়ায় নারীদের স্বাস্থ্য পরীক্ষার পাশাপাশি স্যানিটারি ন্যাপকিন, সাবান, গ্লুকোজ সহ প্রয়োজনীয় আরও কয়েকটি জিনিস দেওয়া হয়। উপস্থিত ছিলেন কাউন্সিলার তাপস চট্টোপাধ্যায়। ইউনিক ফাউন্ডেশনের তরফে স্বনির্ভর দশজন মহিলাকে সম্মানিত করা হয়। এই উদ্যোগে খুশি হয়ে চাউমিনের দোকানি প্রতিমা রায় বলেন, 'নারী দিবস উপলক্ষ্যে আমাদের মতো নারীদের লড়াইকে সম্মান জানানো হয়েছে যা আমাদের কাছে অনেক বড় ব্যাপার।' ২৩ নম্বর ওয়ার্ড তৃণমূল মহিলা কংগ্রেস কমিটির তরফে এদিন একটি অনুষ্ঠান হয় বলে জানিয়েছেন কাউন্সিলার লক্ষ্মী পাল।

মোমবাতি মিছিল

শিলিগুড়ি, ৮ মার্চ : সেবক রোডে তরুণ পিষে যাওয়ার ঘটনায় এদিন দুর্ঘটনাস্থলে মোমবাতি মিছিল করল ঘটনায় মৃত শংকর ছেত্রীর পরিবার। ঘটনায় গ্রেপ্তার ওই গাড়ির চালক দেবাংশু পাল চৌধুরীর কড়া শাস্তির দাবি জানিয়েছে পরিবার।

রাতে জয়ের মন্তাজ

শমিদীপ দত্ত

শিলিগুড়ি, ৮ মার্চ : জসপ্রীত বুমরাহর বলে উইকেট ছিটকে গেল জিমি নিশামের। তার একটু আগেই ভেনাস মোড়ে পৌঁছে গিয়েছিলেন শুভম দাস, আশিস তামাংরা। জিমি নিশামের উইকেট ছিটকে পড়তেই ঢোল আর বাজির শব্দ বেড়ে যায়। সবার চোখ তখন মোবাইলের স্ক্রিনে। তৃতীয় বারের জন্য ভারতের টি২০ বিশ্বকাপ জেতা কিছু সময়ের অপেক্ষামাত্র। ভেনাস মোড় চত্বর বিশ্বজয়ের আগাম গন্ধে ম-ম করছে। কিছুক্ষণ পর অভিষেক শর্মার বলে জেকব ডাফির ক্যাচ তিলক ভার্মার তালুবন্দি হতেই জয়োল্লাসে ফেটে পড়ে ভেনাস মোড়। হাতে কুড়ির বিশ্বকাপের আদলে তৈরি ট্রফি নিয়ে ছুটছিলেন প্রদীপ্ত বিশ্বাস। বন্ধুরা তাঁকে কাঁধে তুলে নিলেন। কুড়ির বিশ্বকাপের আদলে তৈরি ট্রফি আকাশের দিকে তুলে প্রদীপ্ত বলেন, 'অবশেষে ফের টি২০ বিশ্বকাপ জয়। গত কয়েকদিন খুব টেনশনে ছিলাম। আজ শান্তি।'

বিশ্বকাপ জেতার পর স্লোগান উঠল, 'ভারত মাতা কি জয়, হর হর মহাদেব।'

গলায় মালা পরিয়ে কাঁধে করে একে একে নিয়ে আসা হল, সূর্যকুমার যাদব, ঈশান কিষান থেকে শুরু করে সমস্ত ভারতীয় খেলোয়াড়ের কাটআউট। সাইকেলের পেছনে বরুণ চক্রবর্তীর কাটআউট নিয়ে বেরিয়েছিলেন বিজয় সাহা। আনন্দে কাঁদতে কাঁদতে তিনি বলেন, 'বরুণের এই কাটআউট আমি সারাজীবন বাড়িতে রেখে দেব।' রবিবার শহরজুড়ে এরকম নানা মন্তাজ তৈরি হল।

ফাইনালের এই মহারণের দিনকে জনসংযোগ করার জন্য বেছে নিয়েছিলেন রাজ্য রাজনীতির যুযুধান দুই শিবিরের দুই নেতা। তৃণমূল নেতা গৌতম দেব এদিন বাঘা যতীন পার্কে উপস্থিত ছিলেন। বড় স্ক্রিনে সাধারণ মানুষের সঙ্গে বসে তিনি খেলা দেখেন। ভারত বিশ্বকাপ জেতার পর তিনি ভারতের পতাকা নাড়ান। পিছিয়ে ছিলেন না বিজেপির ক্রিকেটপ্রেমী নেতা শংকর ঘোষও। শংকর এদিন পুরনিগমের ২ নম্বর ওয়ার্ডের প্রধাননগর এলাকায় সাধারণ মানুষের সঙ্গে বসে খেলা দেখেন।

রবিবার রাত যত বেড়েছে, শহর শিলিগুড়িতে মানুষের ভিড় তত বেড়েছে। দেখে বোঝা দায় এটা বিশ্বকাপ ফাইনালের রাত নাকি নবমী নিশি। এদিন অনেকেই কোর্ট মোড় থেকে ফ্লাইওভারের লেন ধরে হাঁটছিলেন মোবাইলে ভিডিও করতে করতে। বছর দশকের দুই ভাই সজল আর বিট্টু খেলনা ঢোল বাজাচ্ছিল। পাশে দাঁড়িয়ে তাদের মা মানসী তরফদার বলেন, 'দুই ছেলেকেই ক্রিকেট কোচিংয়ে ভর্তি করে দিয়েছি। ওরাও বড় হয়ে সূর্যদের মতোই দেশের নাম উজ্জ্বল করবে।'

■ গলায় মালা পরিয়ে কাঁধে করে একে একে আনা হল, সূর্যকুমার যাদব, ঈশান কিষানদের কাটআউট

■ এক ভক্ত কেঁদে বলেন, বরুণের এই কাটআউট আমি সারাজীবন বাড়িতে রেখে দেব

এদিন সন্ধে থেকেই শহরজুড়ে উৎসবের মেজাজ ছিল। খেলা তখন প্রথম ইনিংসের মাঝপর্বে। বাঘা যতীন পার্কে নিজের বারো বছরের সন্তানকে নিয়ে এসেছিলেন প্রিয়াংকা বিশ্বাস। বাঘা যতীন পার্কের গেটের কাছে তুলি আর রং নিয়ে বসেছিলেন নৌশাদ আলম। নৌশাদের কাছে গিয়ে প্রিয়াংকা অনুরোধ করেন, 'আমার মেয়ের গালে একটু তেরঙা একে দিন না দাদা।' ভারত যাতে বিশ্বকাপ জেতে সেই কারণে এদিন বঙ্গীয় হিন্দু সমাজের তরফে শান্তিনগরে একটি যজ্ঞের আয়োজন করা হয়। শনিবার রাত থেকেই শহরের বিভিন্ন পাব আর বারে বিশ্বকাপ ফাইনালের প্রস্তুতি চলেছে। তবে এত আনন্দের মাঝে খানিক ভ্রূকুটিও ছিল। বাঘা যতীন পার্কে খেলা দেখানো হবে বলে কলেজপাড়ার সঙ্গে সংযোগকারী সমস্ত রাস্তা বন্ধ করে দেওয়া হয়। তা নিয়ে উষ্মা প্রকাশ করেন নমিতা দাস।

তবে ভারত বিশ্বকাপ জিততেই সমস্ত উষ্মা এবং ক্ষোভ প্রশমিত হয়ে গেল। থেকে গেল উৎসবের রং আর বিশ্বজয়ের আনন্দে মাতোয়ারা শহর শিলিগুড়ি।

আজ শহরে

■ শিলিগুড়ি ঋত্বিকের আয়োজনে দীনবন্ধু মঞ্চে নাট্যোৎসবে সন্ধ্যা সাড়ে ছ'টায় সুদীপ্ত সরকারের পরিচালনায় নাটক 'বিষবৃক্ষ', প্রযোজনায় সমকালীন সংস্কৃতি।

মণিপালের প্রেরণা

শিলিগুড়ি, ৮ মার্চ : শহরের খেলোয়াড় নারীদের সম্মান জানাল শিলিগুড়ির মণিপাল হসপিটালস। আন্তর্জাতিক নারী দিবস উপলক্ষ্যে হাসপাতালের তরফে হিলকার্ট রোডের একটি হোটেলে 'প্রেরণা' নামে এই দিনটি সেলিব্রেট করা হয়। যেখানে ক্রিকেট, ব্যাডমিন্টন, টেবিল টেনিস সহ বিভিন্ন খেলায় কৃতী নারীদের সম্মানিত করা হয়।

এছাড়াও খেলাধুলো করতে কীভাবে শরীর ফিট রাখা যাবে সে সম্পর্কে উপস্থিত নারীদের সচেতন করেন হাসপাতালের বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক বিশ্বজিৎ দে। কীভাবে হাড়ের যত্ন নিতে হয় সহ সে ব্যাপারে বোঝান ডাঃ সোমশুভ্র পাল। অনুষ্ঠানে নিজেদের সংগ্রাম, সাফল্যের কথা তুলে ধরেন নারীরা। এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন মণিপাল হাসপাতাল শিলিগুড়ি ও রাঙ্গাপানির ডিরেক্টর সঞ্জয় সিংহ।

ঋত্বিক উৎসব

শিলিগুড়ি, ৮ মার্চ : সোমবার থেকে শিলিগুড়ি ঋত্বিকের চল্লিশ বছর পূর্তি উপলক্ষ্যে দীনবন্ধু মঞ্চে হতে চলেছে পাঁচদিনের নাট্য উৎসবের দ্বিতীয় পর্ব। প্রথম পর্বে গত ৫ মার্চ হয়ে গিয়েছে ঋত্বিকের নিজস্ব প্রযোজনা শুভঙ্কর গোস্বামীর পরিচালনায় বিজয় তেন্ডুলকরের নাটক 'কমলা'। দ্বিতীয় পর্বে থাকছে দুই বঙ্গ মিলিয়ে জাতীয় স্তরের নাট্যদলগুলির আরও চারটি ভিন্ন স্বাদের নাট্যসম্ভার, প্রতিদিন সন্ধ্যা সাড়ে ছ'টা থেকে।

রান্নার গ্যাসের মূল্যবৃদ্ধির প্রতিবাদে মিছিল

শিলিগুড়ি, ৮ মার্চ : রান্নার গ্যাসের মূল্যবৃদ্ধির প্রতিবাদে এবং নারী দিবসকে উপলক্ষ্য করে শিলিগুড়িতে মিছিল করল তৃণমূল মহিলা কংগ্রেস। সংগঠনের তরফে এদিন সমস্ত মহিলা কালো শাড়ি পরে মিছিলে শামিল হন। বাঘা যতীন পার্ক থেকে শুরু হয়ে মিছিল হিলকার্ট রোড পরিক্রমা করে এয়ারভিউ মোড়ে শেষ হয়। মিছিলে তৃণমূল মহিলা কংগ্রেসের দার্জিলিং জেলা সভানেত্রী সুস্মিতা সেনগুপ্ত, পাপিয়া ঘোষ সহ অন্যরা উপস্থিত ছিলেন।

জয়ের আগে বিজয়ীর সাজ। রবিবার শিলিগুড়িতে দীপেন্দু দত্তের তোলা ছবি।

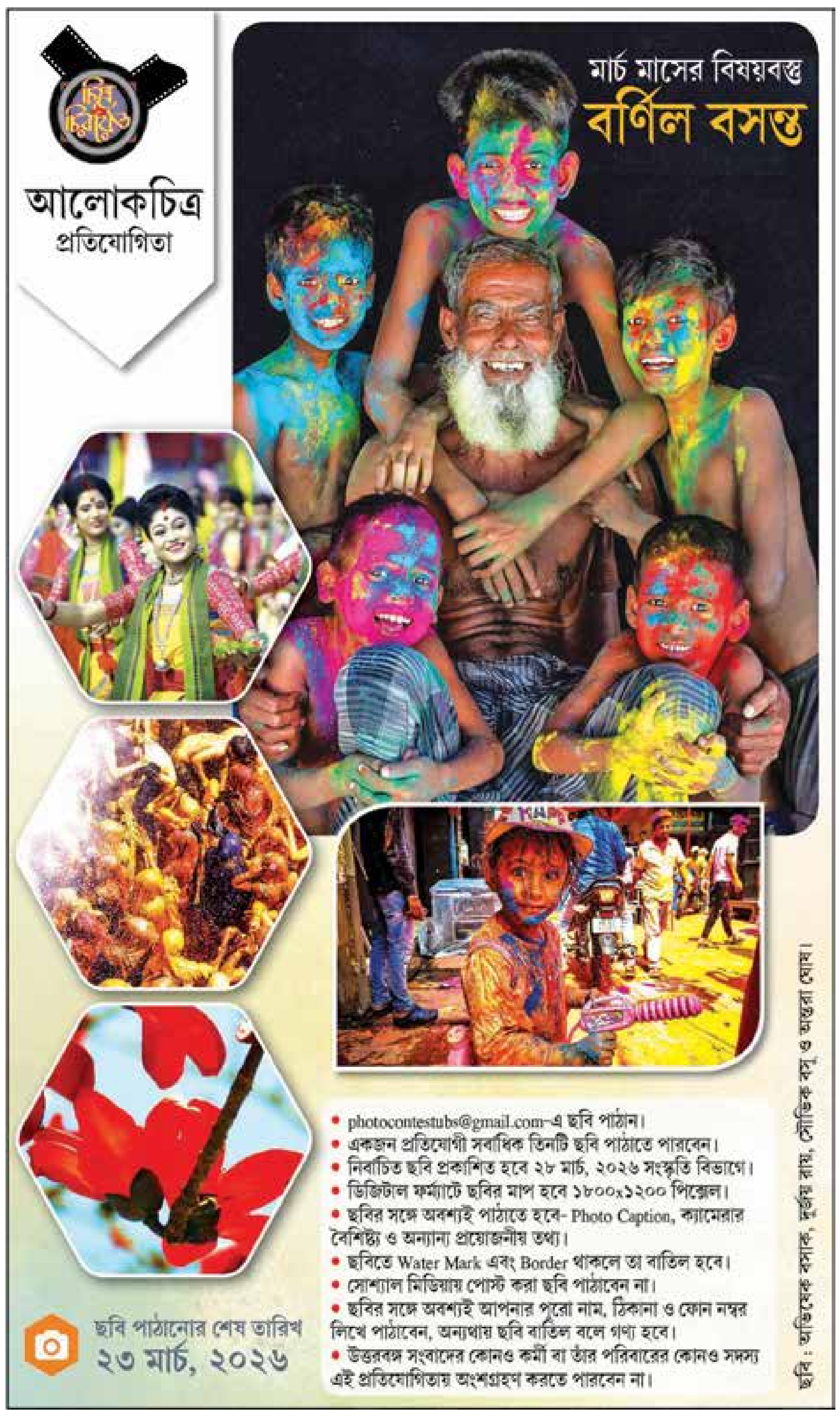

ইজরায়েলি ক্ষেপণাস্ত্রের আঘাতে ধ্বংসস্তূপ আস্ত গ্রাম। রবিবার দক্ষিণ লেবাননে।

খামেনেই হত্যার বদলা চায় ইরান

তেহরান ও ওয়াশিংটন, ৮ মার্চ : পশ্চিম এশিয়ায় যুদ্ধের দামামা এখন মহাপ্রলয়ের রূপ নিয়েছে। একদিকে ডোনাল্ড ট্রাম্পের দাপট, অন্যদিকে খামেনেই হত্যার বদলা নিতে মরিয়া ইরান— দুই শক্তির সংঘাতে কার্যত কাঁপছে বিশ্ব। রবিবার খামেনেইয়ের নিরাপত্তা উপদেষ্টা আলি লারিজানি সরাসরি ট্রাম্পকে নিশানা করে বলেন, 'খামেনেই হত্যার মূল পাণ্ডা ট্রাম্পকে চরম মূল্য দিতে হবে। ইরান ওকে ছাড়বে না।' কিন্তু মেজাজি ট্রাম্প স্বভাবসিদ্ধ ভঙ্গিতেই সেই হুমকি উড়িয়ে দিয়ে পাল্টা চিমটি কেটেছেন। তাঁর সপাট জবাব, 'কে এই লারিজানি? চিনি না। ওর হুমকিকে বিন্দুমাত্র পরোয়া করি না।'

খামেনেইয়ের মৃত্যুর পর ইরানের গদিতে কে বসবেন, তা নিয়ে জল্পনা তুঙ্গে। সূত্রের খবর, 'অ্যাসেম্বলি অফ এক্সপার্ট' নতুন নেতা নির্বাচনে ঐকমত্যে পৌঁছেছে। সম্ভাব্য নাম হিসেবে উঠে আসছে আয়াতুল্লা মোহাম্মদ মেহদি মিরবাঘেরির নাম। তবে নাম ঘোষণার আগেই ইজরায়েল বিষদাঁত বার করে রেখেছে। ইজরায়েলি সেনার হুঁশিয়ারি— খামেনেইয়ের জুতোয় যে-ই পা দেবেন, ইজরায়েলের পরের টার্গেট হবেন তিনিই।

লারিজানি সাফ জানিয়েছেন, ইরান এখনও তাদের তুরুপের তাস খেলেনি। এখন শুধু পুরনো আমলের ক্ষেপণাস্ত্র ব্যবহার করা হচ্ছে, কিন্তু আগামী দিনে অত্যন্ত আধুনিক ও দূরপাল্লার মারণাস্ত্র শত্রু শিবিরে ধ্বংসযজ্ঞ চালাবে। ট্রাম্প অবশ্য এসবে কান দিতে নারাজ। তাঁর সাফ কথা, ইরান পরমাণু বোমা তৈরির খুব কাছে পৌঁছে গিয়েছিল বলেই এই অভিযান জরুরি ছিল। ইরান 'বিনা শর্তে আত্মসমর্পণ' না করা পর্যন্ত মার্কিন সেনা থামবে না।

> **খামেনেই হত্যাকাণ্ডের মূল কারিগর মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পকে চরম মূল্য দিতে হবে। ইরান কোনওভাবেই ট্রাম্পকে ছেড়ে দেবে না।**
>
> আলি লারিজানি
>
> ....
>
> **আমি জানি না ও কে, আমি ওর কথার পরোয়া করি না।**
>
> ডোনাল্ড ট্রাম্প

যুদ্ধের নবম দিনে যুদ্ধের আঁচ ছড়িয়েছে প্রতিবেশী দেশগুলোতেও। রিয়াধ লক্ষ্য করে আসা ৮টি ড্রোন রুখে দিয়েছে সৌদি আরব। কুয়েতের তেল ডিপোতেও হামলা হয়েছে, যার সরাসরি প্রভাব পড়েছে বিশ্ববাজারে তেলের দামে। ওদিকে বেইরুটের বিলাসবহুল হোটেলে ইজরায়েলি হামলায় খতম হয়েছেন ইরানের কুদস ফোর্সের শীর্ষ কর্তারা। ৯ দিনের এই রক্তক্ষয়ী যুদ্ধে ইরানে কয়েক'শো মহিলা ও শিশুর মৃত্যু হয়েছে। ইজরায়েলি প্রধানমন্ত্রী নেতানিয়াহু স্পষ্ট করে দিয়েছেন, তাঁর লক্ষ্য ইরানকে চিরতরে পঙ্গু করে দেওয়া।

ইরানের প্রেসিডেন্ট মাসুদ পেজেশকিয়ানের একটি বয়ান ঘিরেও বিভ্রান্তি ছড়িয়েছে। প্রতিবেশী দেশগুলোর কাছে তিনি ক্ষমা চেয়েছেন বলে খবর রটলেও পরে তিনি তা অস্বীকার করেন। তাঁর দাবি, প্রতিবেশী নয়, তাঁদের লক্ষ্য মার্কিন ঘাঁটি। তবে লড়াই যে দীর্ঘস্থায়ী হবে, তার ইঙ্গিত দিয়েছে ইরানের রেভোলিউশনারি গার্ড। তাদের দাবি, আমেরিকার বিরুদ্ধে অন্তত ছয় মাস একটানা যুদ্ধ চালানোর ক্ষমতা তাদের আছে। মধ্যস্থতার সব রাস্তা বন্ধ করে এখন চূড়ান্ত ধ্বংসের পথে পশ্চিম এশিয়া।

স্কুলে বোমা, সাফাই ট্রাম্পের

ওয়াশিংটন, ৮ মার্চ : ইরানের মিলানে এক প্রাথমিক বিদ্যালয়ে বোমাবর্ষণে শতাধিক শিশুর মৃত্যুতে আমেরিকার নামই উঠে এসেছে। এই পরিস্থিতিতে মার্কিন প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প আক্রমণাত্মক মেজাজে হামলার দায় ইরানের ওপরই চাপালেন। তিনি বলেন, 'ইরানই এটা করেছে। ওদের অস্ত্রশস্ত্র অত্যন্ত নিম্নমানের ও লক্ষ্যভেদে অক্ষম। যুদ্ধে মৃত্যু ঘটবেই। আমাদের লক্ষ্য সাধারণ মানুষ নয়।'

বিপাকে আম্বানি

নয়াদিল্লি, ৮ মার্চ : ফের বড়সড়ো আইনি গ্যাঁড়াকলে শিল্পপতি অনিল আম্বানি। পাঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাংকের সঙ্গে প্রায় ১,০৮৫ কোটি টাকার আর্থিক প্রতারণার অভিযোগে তাঁর এবং রিলায়েন্স কমিউনিকেশনস-এর বিরুদ্ধে এফআইআর দায়ের করল সিবিআই। অভিযোগ, ব্যাংক থেকে নেওয়া ঋণের বিপুল পরিমাণ টাকা নিয়ম ভেঙে অন্য খাতে সরিয়েছেন তাঁরা। এই ঘটনায় কোম্পানির একাধিক শীর্ষকর্তাকেও আতশকাচের তলায় রাখা হয়েছে।

রুশ তেল নিয়ে মার্কিন প্রেসিডেন্টকে তোপ

নিজের চরকায় তেল দিন : হাসান

নয়াদিল্লি, ৮ মার্চ : মধ্যপ্রাচ্যে যুদ্ধের আবহে ভারতকে রাশিয়ার থেকে তেল কেনার 'অনুমতি' দিয়েছে আমেরিকা। মার্কিন প্রশাসনের এমন বার্তায় তীব্র বিতর্ক শুরু হয়েছে। এই ঘটনায় মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পকে কড়া ভাষায় আক্রমণ করেছেন অভিনেতা-রাজনীতিবিদ তথা রাজ্যসভার সাংসদ কমল হাসান। তিনি জানিয়েছেন, ভারত কোনও দেশের হুকুম তামিল করে না।

বিতর্কের সূত্রপাত মার্কিন ট্রেজারি সেক্রেটারি স্কট বেসেন্টের একটি সাক্ষাৎকারকে কেন্দ্র করে। তিনি দাবি করেন, বিশ্ববাজারে তেলের ঘাটতি মেটাতে ভারতকে রুশ তেল কেনার 'অনুমতি' দিয়েছে ওয়াশিংটন। ট্রাম্পও জানান, তেলের বাজারের চাপ কমাতে তিনি প্রয়োজনে আরও কিছু ছাড় দিতে পারেন। এই 'অনুমতি' শব্দটির প্রয়োগ নিয়েই ক্ষুব্ধ কমল হাসান। সোশ্যাল মিডিয়ায় ট্রাম্পকে সম্বোধন করে তিনি লেখেন, 'মিস্টার প্রেসিডেন্ট, আমরা একটি স্বাধীন ও সার্বভৌম রাষ্ট্র। বিদেশের কোনও নির্দেশ আমরা মানি না। দয়া করে নিজের চরকায় তেল দিন।' তিনি আরও যোগ করেন, সার্বভৌম দেশগুলির মধ্যে পারস্পরিক শ্রদ্ধাবোধই বিশ্বশান্তির ভিত্তি।

এদিকে এই ইস্যুতে কেন্দ্রকে বিঁধতে ছাড়েনি বিরোধীরা। লোকসভার বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধি বলেন, 'ভারতের বিদেশনীতি মানুষের ইচ্ছার ওপর ভিত্তি করে তৈরি হওয়া উচিত। আজ আমরা যা দেখছি তা কোনও নীতি নয়, বরং এক আপস করা ব্যক্তির শোষণের ফল।' তবে কেন্দ্রীয় সরকারের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, ভারতের জ্বালানি নিরাপত্তা অটুট। ভারত ২৭টির বদলে এখন ৪০টি দেশ থেকে তেল আমদানি করছে। সরকারি কর্তাদের দাবি, রুশ তেল কেনার জন্য ভারত কোনও দিনই অন্য দেশের অনুমতির ওপর নির্ভর করেনি।

নারীশক্তির জয়গান মোদি-রাহুলের

নয়াদিল্লি, ৮ মার্চ : আন্তর্জাতিক নারী দিবসে রাজনীতির ময়দান থেকে সমাজমাধ্যম, সর্বত্র নারীশক্তির জয়গান শোনা গেল। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি যখন মহিলাদের ক্ষমতায়নকে বিকশিত ভারত গড়ার প্রধান অস্ত্র হিসেবে তুলে ধরলেন, উল্টোদিকে রাহুল গান্ধি শোনালেন তাঁর পরিবারে নারীদের 'বস' হয়ে ওঠার অনুপ্রেরণার কাহিনী। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় অবশ্য নারী দিবসের শুভেচ্ছা জানাতে গিয়ে রান্নার গ্যাসের দামবৃদ্ধির জেরে বাংলার মা-বোনেদের অসুবিধাকে হাতিয়ার করে কেন্দ্রকে বিঁধেছেন। মোদি সরকার মানুষকে হয়রানি করছে বলেও খোঁচা দেন তিনি।

এদিন সকালে এক্সবার্তায় প্রধানমন্ত্রী বলেন, 'সরকারি সমস্ত প্রকল্পের মূল লক্ষ্যই হল মহিলাদের স্বনির্ভর করা। আমাদের প্রতিটি উদ্যোগের কেন্দ্রে রয়েছে নারীকল্যাণ। ভারতের প্রগতিতে নারীশক্তির অবদান অতুলনীয়। তাঁদের স্বপ্ন এবং জেদই আমাদের এক শক্তিশালী ও সমৃদ্ধ দেশ গড়ার পথে দিশা দেখাচ্ছে।' হ্যাশট্যাগ নয়া ভারত কি নারীশক্তির মাধ্যমে নমো মনে করিয়ে দিয়েছেন, মহিলারা কেবল অংশগ্রহণকারী নন, তাঁরাই উন্নয়নের রূপকার।

লোকসভার বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধি এদিন কেরলের ছাত্রীদের সঙ্গে মধ্যাহ্নভোজের একটি ভিডিও শেয়ার করেছেন। সেখানে তাঁকে বলতে শোনা গিয়েছে, 'আমি এমন একটি পরিবারে বড় হয়েছি যেখানে মহিলারাই ছিলেন বস। আমার ঠাকুমা ইন্দিরা গান্ধি ছিলেন আমাদের পরিবারের প্রধান।' রাহুলের মতে, মহিলারা পুরুষের তুলনায় অনেক বেশি দূরদর্শী এবং বুদ্ধিমান। তিনি বলেন, 'পুরুষরা খুব তাড়াহুড়ো করে এবং তুচ্ছ বিষয়ে বিভ্রান্ত হয়। কিন্তু মহিলারা ধৈর্য এবং সহমর্মিতার সঙ্গে পরোক্ষ শক্তি প্রয়োগ করেন, যা অনেক বেশি কার্যকর।' তাঁর বার্তা, সমাজ যা-ই বলুক, মহিলারা যেন নিজেদের সত্তা ও স্বপ্ন অনুযায়ী এগিয়ে চলেন।

নারী দিবসের শুভেচ্ছা জানান কংগ্রেস সভাপতি মল্লিকার্জুন খাড়গে এবং প্রিয়াংকা গান্ধি ভদরাও। আম্বেদকরের উক্তি উদ্ধৃত করে খাড়গে বলেন, 'মহিলারা উন্নয়নের চালিকাশক্তি। সমতা যেন কেবল খাতায়-কলমে না থেকে বাস্তব হয়ে ওঠে।' প্রিয়াংকা সোশ্যাল মিডিয়ায় নারীদের নিজেদের অধিকার ও কণ্ঠস্বর সম্পর্কে সচেতন হওয়ার ডাক দেন।

> **আমাদের প্রতিটি উদ্যোগের কেন্দ্রে রয়েছে নারীকল্যাণ। ভারতের প্রগতিতে নারীশক্তির অবদান অতুলনীয়।**
>
> নরেন্দ্র মোদি
>
> ....
>
> **আমি এমন একটি পরিবারে বড় হয়েছি যেখানে মহিলারাই ছিলেন বস।**
>
> রাহুল গান্ধি

গুরুত্ব শুধু ভোটার হিসাবে : রিপোর্ট

নীতি নির্ধারণে ব্রাত্য ভারতের মহিলারা

নয়াদিল্লি, ৮ মার্চ : রবিবার আন্তর্জাতিক নারী দিবসের সকালে দেশজুড়ে যখন উৎসবের মেজাজ, তখন ভারতের সংসদীয় গণতন্ত্রের অন্দরমহলে ঘোরাফেরা করছে একাধিক অস্বস্তিকর প্রশ্ন। দেশের রাজনীতিতে মহিলারা আদতে কতটা শক্তিশালী? ভোটার হিসেবে মহিলারা নিঃশব্দ বিপ্লব ঘটালেও, নীতিনির্ধারণের ক্ষেত্রগুলিতে তাঁদের উপস্থিতি কি শুধু সংখ্যাতত্ত্বের মোড়কে আটকে? অ্যাসোসিয়েশন ফর ডেমোক্রেটিক রিফর্মস (এডিআর) এবং ন্যাশনাল ইলেকশন ওয়াচ-এর সাম্প্রতিক পরিসংখ্যান সেই রূঢ় বাস্তবকেই যেন আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিচ্ছে।

পরিসংখ্যান বলছে, চলতি লোকসভা এবং বিভিন্ন রাজ্যের বিধানসভা মিলিয়ে মোট ৪,৬৬৬ জন জনপ্রতিনিধির মধ্যে ৪৬৪ জন মহিলা। অর্থাৎ, দেশের নীতিনির্ধারকদের মধ্যে মহিলাদের হার মাত্র ১০ শতাংশ। অথচ ভারতের প্রায় ৯৬ কোটি ভোটারের প্রায় অর্ধেক মহিলা। ২০২৪-এর লোকসভা নির্বাচনেও দেখা গিয়েছিল, মোট প্রার্থীর ৯.৬ শতাংশ ছিলেন মহিলা। পশ্চিমবঙ্গ থেকে মহারাষ্ট্র, সর্বত্র রাজনৈতিক দলগুলি 'লক্ষ্মীর ভাণ্ডার' বা 'লাডলি বহিন'-এর মতো আর্থিক প্রকল্পের ডালি সাজিয়ে মহিলাদের মন জয়ের মরিয়া চেষ্টা চালাচ্ছে। কিন্তু যখনই ভোটের টিকিট বণ্টনের সময় আসে, তখনই দলগুলির জেতার অঙ্কে ব্রাত্য হয়ে পড়েন মহিলা প্রার্থীরা।

২০২৩ সালে ঘটা করে 'নারীশক্তি বন্দন অধিনিয়ম' (মহিলা সংরক্ষণ বিল) পাশ হয়েছিল। কথা ছিল লোকসভা ও বিধানসভায় ৩৩ শতাংশ আসন মহিলাদের জন্য সংরক্ষিত থাকবে। কিন্তু ২০২৬-এ দাঁড়িয়েও সেই বিলের সুফল পাওয়া যাচ্ছে না জনগণনা ও সীমানা পুনর্নির্ধারণ (ডিলিমিটেশন)-এর গেরোয়। ফলে পঞ্চায়েত স্তরে মহিলাদের রমরমা থাকলেও, বিধানসভা বা সংসদে পুরুষতান্ত্রিক আধিপত্য আজও অটুট। এডিআর-এর রিপোর্ট বলছে, বড় রাজনৈতিক দলগুলির মধ্যে তৃণমূল কংগ্রেস (১৫ শতাংশ) বা কংগ্রেসের (১৪ শতাংশ) মতো হাতেগোনা কয়েকটি দল কিছুটা এগিয়ে থাকলেও, সামগ্রিক ছবিটা অত্যন্ত হতাশাজনক।

- দেশের ৪,৬৬৬ জন জনপ্রতিনিধির মাত্র ১০ শতাংশ মহিলা
- মহিলা সংরক্ষণ বিল পাশ হলেও নানা জটিলতায় এর সুফল মিলছে না
- দলগুলি বিভিন্ন প্রকল্পে মহিলাদের গুরুত্ব দিলেও টিকিট বণ্টনে পুরুষতান্ত্রিক মানসিকতা রয়েছে

বিশ্লেষকদের মতে, ভারতের রাজনীতিতে মহিলাদের প্রবেশের পথে প্রধান বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে অর্থবল এবং পেশিশক্তির দাপট। ২০২৪-এর লোকসভা নির্বাচনে দেখা গিয়েছে, ১০ কোটি টাকার কম সম্পত্তি থাকা মহিলা প্রার্থীদের জয়ের হার ছিল মাত্র ১.৪৯ শতাংশ। সাধারণ ঘরের যোগ্য মহিলারা টিকিট পাওয়ার নিরিখে পিছিয়ে পড়ছেন। অনেক ক্ষেত্রে মহিলাদের 'প্রক্সি প্রতিনিধি' হিসেবে দাঁড় করানো হচ্ছে, যা নারী ক্ষমতায়নের মূল উদ্দেশ্যকে ব্যাহত করছে।

তবে মুদ্রার উলটো পিঠও রয়েছে। পঞ্চায়েত ও পুরসভাগুলিতে মহিলাদের ৫০ শতাংশ সংরক্ষণ এক নীরব সামাজিক পরিবর্তন আনছে। গ্রামীণ ভারতের স্বাস্থ্য, শিক্ষা ও পানীয় জলের সমস্যা সমাধানে নারী জনপ্রতিনিধিদের সংবেদনশীলতা পুরুষদের তুলনায় অনেক বেশি কার্যকর প্রমাণিত হচ্ছে।

মাসে ২৫০০, ৮ গ্রাম সোনা

চেন্নাই, ৮ মার্চ : তামিলনাড়ুতে দরজায় কড়া নাড়ছে বিধানসভা নির্বাচন। মহিলা ভোট টানতে ঝাঁপিয়ে পড়েছে ডিএমকে, এআইএডিএমকে সহ সব রাজনৈতিক দল। এইসময় দক্ষিণী সুপারস্টার থালাপাতি বিজয় মহিলা ভোট পেতে প্রতিশ্রুতির পসরা আকর্ষণীয় করেছেন। মহিলাদের মাসিক ভাতা থেকে, বিয়ের উপহার, নবজাতকদের উপহার, বিনামূল্যে গ্যাস সিলিন্ডার, শিক্ষা সহায়তা সব রয়েছে।

শনিবার তিনি ঘোষণা করেছেন, তামিলনাড়ু বিধানসভা নির্বাচনে তাঁর দল তামিলাগা ভেট্রি কাঝাগম জয়ী হয়ে ক্ষমতায় এলে সরকারি চাকুরেরা বাদে রাজ্যের সব মহিলা মাসে ২৫০০ টাকা পাবেন। তরুণীদের বিয়ের জন্য দেওয়া হবে আট গ্রাম সোনা ও সিল্কের শাড়ি। নবজাতকরা পাবে একটি সোনার আংটি ও বেবি কিট। এছাড়াও 'অন্নপূর্ণি সুপার' প্রকল্পে বছরে ছ-টি রান্নার গ্যাস সিলিন্ডার মিলবে বিনামূল্যে। 'রানি ভেলু নাচিয়ার' প্রকল্পে মেয়েদের নিরাপত্তায় পুলিশ ইউনিট ও রাজ্যের সমস্ত সরকারি পরিবহণে মুফতে যাতায়াত করতে পারবে মেয়েরা।

বৃদ্ধাকে গণধর্ষণ

ভোপাল, ৮ মার্চ : মধ্যপ্রদেশের রেওয়ায় এক ৯০ বছরের বৃদ্ধাকে গণধর্ষণের মতো পৈশাচিক ঘটনা ঘটল। নিজের বাড়ির বাইরে ঘুমোচ্ছিলেন ওই বৃদ্ধা। অভিযোগ, সেই রাতেই চারজন দুষ্কৃতী তাঁকে তুলে নিয়ে গিয়ে গণধর্ষণ করে। এই অমানবিক ঘটনায় দেশজুড়ে তীব্র ক্ষোভ ও নিন্দার ঝড় উঠেছে। অভিযুক্তদের ধরতে পুলিশ ইতিমধ্যেই একটি বিশেষ তদন্তকারী দল গঠন করে জোরদার তল্লাশি শুরু করেছে।

পঞ্জাবেও হিট মমতার লক্ষ্মীর ভাণ্ডার মডেল

চণ্ডীগড়, ৮ মার্চ : ভোটের বৈতরণী পার হতে এখন সারা দেশের রাজনৈতিক দলগুলোর একটাই 'ব্রহ্মাস্ত্র'— মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'লক্ষ্মীর ভাণ্ডার'! বাংলায় এই প্রকল্পের বিপুল সাফল্যের পর এবার সেই একই মডেলে হেঁটে পাঞ্জাবের মহিলাদের মন জয় করতে আসরে নামল ভগবন্ত মানের আম আদমি পার্টি (আপ) সরকার।

রবিবার, আন্তর্জাতিক নারী দিবসে পাঞ্জাব বিধানসভায় ২০২৬-২৭ অর্থবর্ষের রাজ্য বাজেট পেশ করেন অর্থমন্ত্রী হরপাল সিং চিমা। আর সেখানেই মেগা চমক হিসেবে ঘোষণা করা হয় 'মুখ্যমন্ত্রী মাওয়া ধিয়াঁ সতিকার যোজনা'। এই প্রকল্পের কাঠামো দেখলেই স্পষ্ট, এটি পুরোপুরি বাংলার 'লক্ষ্মীর ভাণ্ডার'-এর কার্বন কপি! বাজেটে বলা হয়েছে, পাঞ্জাবের ১৮ বছরের ঊর্ধ্বে সাধারণ শ্রেণির মহিলারা প্রতি মাসে ১,০০০ টাকা এবং তফসিলি জাতি ভুক্ত মহিলারা মাসে ১,৫০০ টাকা করে সরাসরি ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে পাবেন।

একুশের বিধানসভা নির্বাচনে তৃণমূলের আসল ট্রাম্পকার্ড ছিল এই লক্ষ্মীর ভাণ্ডার। বর্তমানে বাংলায় এই প্রকল্পে সাধারণ মহিলারা ১,৫০০ ও সংরক্ষিতরা ১,৭০০ টাকা করে পাচ্ছেন। এবার সেই 'সুপারহিট' ফর্মুলা ধার করেই ২০২৭ সালের পাঞ্জাব বিধানসভা ভোটের আগে রাজ্যের প্রায় ৯৭ শতাংশ প্রাপ্তবয়স্ক মহিলাকে এই প্রকল্পের আওতায় এনে নিজেদের ভোটব্যাঙ্ক সুরক্ষিত করতে চাইল আপ সরকার।

-এআই

রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের মতে, মহিলাদের অ্যাকাউন্টে সরাসরি নগদ টাকা ট্রান্সফারের এই মডেল এখন জাতীয় রাজনীতিতে রীতিমতো মেগা-ট্রেন্ড হয়ে দাঁড়িয়েছে। মধ্যপ্রদেশের 'লাডলি বহনা' বা মহারাষ্ট্রের 'মাঝি লাডকি বহিন'-এর পর এবার সেই তালিকায় নবতম সংযোজন আপ-শাসিত পাঞ্জাব। বোঝাই যাচ্ছে, ক্ষমতায় টিকতে গেলে এখন আর শুধু গালভরা প্রতিশ্রুতি নয়, বরং মমতার দেখানো এই 'লক্ষ্মীর ভাণ্ডার' মডেলেই দেশের বাকি রাজনৈতিক দলগুলোর অন্যতম প্রধান ভরসা!

আন্তর্জাতিক নারী দিবসে মহিলাদের হাঁটা প্রতিযোগিতা। রবিবার মহারাষ্ট্রের থানেতে।

দিল্লি মেট্রোর 'রিং' সফর

নয়াদিল্লি, ৮ মার্চ : যানজট ঠেলে আর নয়, এবার বৃত্তাকার পথে ছুটবে মেট্রো! রবিবার রাজধানী দিল্লিতে দেশের প্রথম 'রিং মেট্রো'র উদ্বোধন করলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। পিঙ্ক লাইনের মজলিস পার্ক থেকে মৌজপুর অংশটি চালু হতেই দিল্লির মেট্রো পরিষেবা এক নতুন মাইলফলক স্পর্শ করল। এর পাশাপাশি মাজেন্টা লাইনের নতুন সম্প্রসারিত অংশেরও উদ্বোধন করেন তিনি। সব মিলিয়ে প্রায় ৩৩,৫০০ কোটি টাকার একগুচ্ছ প্রকল্পের উপহার পেল রাজধানী।

প্রযুক্তিতে জোর

গয়া, ৮ মার্চ : আগামী দিনের যুদ্ধক্ষেত্রগুলোতে জিততে হলে শুধু বাহুবল নয়, চাই প্রযুক্তির জ্ঞান। গয়ার অফিসার্স ট্রেনিং অ্যাকাডেমির পাসিং আউট প্যারেডে সদ্যনিযুক্ত অফিসারদের উদ্দেশে এমনটাই জানালেন এক শীর্ষ সেনা কমান্ডার। তিনি জানান, ভবিষ্যতের রণকৌশল হবে সম্পূর্ণ প্রযুক্তিনির্ভর। তাই শত্রুপক্ষকে মাত দিতে সেনায় তরুণ অফিসারদের এখন থেকেই টেক-স্যাভি বা প্রযুক্তিগত দিক থেকে আরও তুখোড় হতে হবে।

জঙ্গলে রক্ষা

নৈনিতাল, ৮ মার্চ : নৈনিতালে একাকী ঘুরতে গিয়ে ভয়ংকর অভিজ্ঞতার শিকার হলেন দিল্লির এক পর্যটক। অভিযোগ, রাতে ট্যাক্সিচালক তাঁকে ধর্ষণের চেষ্টা করে। নিজের সম্ভ্রম বাঁচাতে চলন্ত গাড়ি থেকে ঝাঁপ দেন তিনি। এরপর কনকনে ঠান্ডায় সারা রাত জঙ্গলের অন্ধকারে লুকিয়ে প্রাণ বাঁচান ওই তরুণী। সকালে স্থানীয়দের সাহায্যে পুলিশের দ্বারস্থ হন তিনি। অভিযুক্ত চালককে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ।

যুবসাথীর মোকাবিলায় বিজেপির 'ডিজিটাল যুদ্ধ'

নবনীতা মণ্ডল

নয়াদিল্লি, ৮ মার্চ : বাংলার রাজনীতির লড়াই এখন আর শুধু তপ্ত রোদে ময়দান কাঁপানো সভা বা দেওয়ালে চুন-কাম আর আলপনায় সীমাবদ্ধ নেই। যুদ্ধের ভরকেন্দ্র এখন বদলে গিয়েছে। মানুষের হাতে থাকা স্মার্টফোনের ছোট পর্দাতেই এখন ঠিক হচ্ছে আগামীর রাজনীতির গতিপথ। আর এই ভার্চুয়াল রণক্ষেত্রে তৃণমূলের 'সোশ্যাল মিডিয়া' দাপট রুখতে এবার কোমর বেঁধে নামল গেরুয়া শিবির। লক্ষ্য একটাই— রাজ্যের শিক্ষিত বেকারদের ক্ষোভকে পুঁজি করে এক বিশাল 'ডিজিটাল বাহিনী' তৈরি করা।

বিজেপির অন্দরমহলের খবর, এই উদ্যোগটি অনেকটা কর্পোরেট চাকরির বিজ্ঞাপনের মতোই। যোগ্যতা? স্রেফ স্নাতক হওয়া এবং বাংলা, হিন্দি ও ইংরেজিতে সাবলীল দখল থাকা। শর্ত? দিনে অন্তত ৩০টি অরিজিনাল পোস্ট করতে হবে। শুধু পোস্ট করলেই হবে না, শাসকদলের পোস্টের নিচে গিয়ে 'পালটা' যুক্তি সাজানো, লাইক, শেয়ার এবং কমেন্টের বন্যায় তৃণমূলকে ব্যতিব্যস্ত রাখাই এদের প্রধান কাজ। বিনিময়ে মিলছে মাসিক ১২ হাজার টাকা। খবর, ইতিমধ্যেই বাংলার ২৩টি জেলায় গড়ে ২৫ জন করে এমন 'ডিজিটাল যোদ্ধা' নিয়োগ করা হয়েছে। তিন মাসের চুক্তিতে (ফেব্রুয়ারি থেকে এপ্রিল) চলা এই বাহিনীর সদস্যদের পকেটে প্রথম মাসের বেতনও পৌঁছে গিয়েছে।

-এআই

রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের মতে, বিজেপির এই পদক্ষেপ অত্যন্ত সুচিন্তিত। রাজ্য সরকারের 'যুবসাথী' প্রকল্পে বেকার যুবক-যুবতীদের মাসে যে সামান্য ভাতা দেওয়া হয়, তাকে টেক্কা দিতেই এই ১২ হাজার টাকার 'অফার'। একদিকে যেমন রাজ্যের বেকারত্বের করুণ ছবি সামনে আনা হচ্ছে, ঠিক তেমনই সেই শিক্ষিত বেকারদের হাতে কাজ দিয়ে তাঁদের রাজনৈতিকভাবে কাজে লাগানোর কৌশল নিয়েছে পদ্ম শিবির। অর্থাৎ, তৃণমূলের 'ভাতা'র রাজনীতির বিপরীতে বিজেপি দেখাতে চাইছে তারা 'আয়' করার পথ করে দিচ্ছে।

উত্তরবঙ্গের সীমান্ত ঘেঁষা এক জেলার বাসিন্দা, যিনি এই বাহিনীর সদস্য, তিনি অকপটে জানালেন, 'বাড়িতে বসে কাজ করে তিন মাসে ৩৬ হাজার টাকা কম নয়। পড়াশোনা শেষ করে বসে থাকার চেয়ে এটা অন্তত হাতখরচটুকু দিচ্ছে।' অন্যদিকে, হাওড়ার এক উচ্চশিক্ষিত তরুণ শোনালেন আরও করুণ কাহিনী। ইতিহাসে স্নাতকোত্তর করেও চার বছর চাকরির পরীক্ষা দিয়ে ক্লান্ত হয়ে শেষে এই 'কীবোর্ড লড়াই'-এ যোগ দিয়েছেন তিনি। তাঁর কথায়, 'বাড়িতে বৃদ্ধ বাবা-মা অসুস্থ। আদর্শ দিয়ে তো পেট ভরে না, তাই কাজটাই আসল।'

বিজেপির এই 'ট্রোলে'র পালটা দিতে তৃণমূলও যে হাত গুটিয়ে বসে থাকবে না, তা বলাই বাহুল্য। তবে প্রশ্ন উঠছে, রাজনীতির এই অঘোষিত যুদ্ধে কি আদতে বাংলার উচ্চশিক্ষিত যুবসমাজ স্রেফ কীবোর্ডের ঘুঁটি হয়েই থেকে যাবে?

সামনেই ভোট। তার আগে কীবোর্ডের এই লড়াই আর বেকারদের ক্ষোভকে পুঁজি করে বিজেপি কতটা লাভবান হবে, তা বলবে সময়। তবে বর্তমানে শিক্ষিত বেকারদের এই অসহায়তাকে রাজনৈতিক স্বার্থে ব্যবহার করার নয়া ট্রেন্ড নিয়ে রীতিমতো চর্চা শুরু হয়েছে।

রাজনীতিতে নীতীশ-পুত্র

পাটনা, ৮ মার্চ : জল্পনার অবসান ঘটিয়ে আনুষ্ঠানিকভাবে জেডিইউ-তে যোগ দিলেন বিহারের মুখ্যমন্ত্রী নীতীশ কুমারের ছেলে নিশান্ত। রবিবার দলের রাজ্য সদর দপ্তরে শীর্ষনেতাদের উপস্থিতিতে তাঁর এই রাজনৈতিক অভিষেক সম্পন্ন হয়। তবে আশ্চর্যের বিষয় হল, ছেলের এই গুরুত্বপূর্ণ দিনে অনুষ্ঠানে গরহাজির ছিলেন খোদ মুখ্যমন্ত্রী। সদস্যপদ গ্রহণ করে নিশান্ত জানান, বাবার দেখানো পথেই মানুষের সেবা করতে চান তিনি।

ভারতীয়দের জন্য সতর্কতা

আবু ধাবি, ৮ মার্চ : ইরান-যুদ্ধের আবহে সংযুক্ত আরব আমিরশাহিতে বসবাসকারী ভারতীয় নাগরিকদের জন্য জরুরি নির্দেশিকা জারি করেছে আবু ধাবির ভারতীয় দূতাবাস। ড্রোন বা ক্ষেপণাস্ত্র হামলার স্থান এবং বিমানবন্দরের ভিতরে ছবি তোলা বা ভিডিও করার ওপর কঠোর নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়েছে। আমিরশাহি কর্তৃপক্ষের জারি করা নির্দেশিকার উল্লেখ করে দূতাবাস জানিয়েছে, কোনও স্পর্শকাতর জায়গার ছবি বা ভিডিও সমাজমাধ্যমে শেয়ার করলে কঠোর আইনি ব্যবস্থা নেওয়া হবে। নির্দেশিকায় বলা হয়েছে, 'সতর্ক সংকেত শোনা মাত্র নিরাপদ আশ্রয়ে চলে যান। ছবি তোলার জন্য বাইরে বেরোবেন না।' এছাড়া কোথাও গোলার অংশ বা সন্দেহজনক বস্তু পড়ে থাকতে দেখলে তা স্পর্শ না করে দ্রুত কর্তৃপক্ষকে জানানোর পরামর্শ দেওয়া হয়েছে।

ইংরেজদের স্পেশাল ফ্লাইট

মিলার-স্যামির তোপে আইসিসি

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ৮ মার্চ : আইসিসি-র খাতায়-কলমে সব দেশ সমান হতে পারে, কিন্তু বাস্তবে প্রভাবশালী দেশগুলোর দাপটই শেষ কথা, তা আরও একবার দিনের আলোর মতো পরিষ্কার হয়ে গেল। ইরান-যুদ্ধের জেরে আকাশপথে চরম জটিলতায় ভারতে আটকে পড়েছে টি২০ বিশ্বকাপ থেকে বিদায় নেওয়া ইংল্যান্ড, দক্ষিণ আফ্রিকা, ওয়েস্ট ইন্ডিজের মতো দলগুলো। কিন্তু এই যুদ্ধ-জট কাটাতে গিয়ে আইসিসি যে চরম বৈষম্যমূলক আচরণ করল, তা আন্তর্জাতিক ক্রিকেটের জন্য চূড়ান্ত লজ্জার। ইংল্যান্ডগামী জস বাটলারদের জন্য শনিবারই একটি বিশেষ চার্টার্ড ফ্লাইটের ব্যবস্থা করে ফেলে আইসিসি। অথচ ঠিক একই পরিস্থিতিতে আরও আগে থেকে আটকে থাকা দক্ষিণ আফ্রিকা বা ওয়েস্ট ইন্ডিজের মতো দলগুলোকে কার্যত অন্ধকারে ফেলে রাখা হয়েছে।

আইসিসি-র এই পক্ষপাতিত্ব দেখেই সোশ্যাল মিডিয়ায় তোপ দেগেছিলেন প্রোটিয়া তারকা ডেভিড মিলার। লেখেন, 'ইংল্যান্ডের চার্টার্ড ফ্লাইট জোগাড় করতে আইসিসি-র একটুও সময় লাগে না। অথচ ওয়েস্ট ইন্ডিজ ৭ দিন এবং দক্ষিণ আফ্রিকা ৪ দিন ধরে অপেক্ষা করছে। আমরা এখনও শুধু উত্তরের অপেক্ষাতেই বসে আছি!' মিলারের এই ক্ষোভের আগুনে ঘি ঢেলেছেন ক্যারিবিয়ান হেড কোচ ড্যারেন স্যামি। মিলারকে পূর্ণ সমর্থন করে তিনি লেখেন, 'পিছনের সারিতে থাকা কর্তাদের শোনার জন্য কথাটা আরেকটু জোরে বলুন স্যর।' এরপর নিজের অসহায়তা প্রকাশ করে ইনস্টাগ্রামে ঈশ্বরের কাছে দ্রুত দেশে ফেরার জন্য আধ্যাত্মিক প্রার্থনাও করতে দেখা যায় দুইবারের বিশ্বকাপজয়ী এই প্রাক্তন ক্যারিবিয়ান অধিনায়ককে।

টি২০ বিশ্বকাপ থেকে গত সপ্তাহে বিদায় নেওয়ার পর কলকাতাতেই অবস্থান করছে দুই দল। দুই দলই মঙ্গলবার ভোরের দিকে চার্টার্ড ফ্লাইটে জোহানেসবার্গের উদ্দেশে রওনা দেবে। দক্ষিণ আফ্রিকা দল নেমে

> ইংল্যান্ডের চার্টার্ড ফ্লাইট জোগাড় করতে আইসিসির একটুও সময় লাগে না। অথচ ওয়েস্ট ইন্ডিজ ৭ দিন এবং দক্ষিণ আফ্রিকা ৪ দিন ধরে অপেক্ষা করছে। আমরা এখনও শুধু উত্তরের অপেক্ষাতেই বসে আছি!
>
> -ডেভিড মিলার

> পিছনের সারিতে থাকা কর্তাদের শোনার জন্য কথাটা আরেকটু জোরে বলুন স্যর।
>
> -ড্যারেন স্যামি

যাবে সেখানে। এরপর সেখান থেকে ওয়েস্ট ইন্ডিজ দল যাবে অ্যান্টিগায়।

রাতের দিকে এই খবর সামনে আসার আগে আইসিসি-র বিমাতৃসুলভ আচরণের তীব্র সমালোচনা করেন কুইন্টন ডি কক-মাইকেল ভনও। তাঁদের প্রশ্ন, যে দলগুলো ইংল্যান্ডের আগে থেকে ভারতে আটকে রয়েছে, তাদের বাদ দিয়ে কেন শুধু থ্রি-লায়ন্সদেরই আগে ফেরানো হল? বিশ্বজুড়ে ক্রিকেটের প্রসার এবং সমতা বজায় রাখার গালভরা বুলি আওড়ালেও, আইসিসি যে আসলে গুটিকয়েক ধনী ক্রিকেট বোর্ডের হাতের পুতুল, তা নতুন কিছু নয়। কিন্তু সংকটকালীন পরিস্থিতিতে খেলোয়াড়দের দেশে ফেরার মতো স্পর্শকাতর বিষয়েও এই বৈষম্য মেনে নেওয়া যায় না। ইংল্যান্ড অ্যান্ড ওয়েলস ক্রিকেট বোর্ড (ইসিবি) আর্থিকভাবে প্রভাবশালী বলেই কি তাদের জন্য রাতারাতি বিশেষ বিমানের ব্যবস্থা করা হল? বিশ্বায়নের যুগে দাঁড়িয়ে একটি আন্তর্জাতিক ক্রীড়া নিয়ামক সংস্থার এই ধরনের 'ভিআইপি কালচার' এবং 'ধনী-তোষণ' নীতি আদতে ক্রিকেটের স্পিরিটকেই কালিমালিপ্ত করছে।

শচীনের মন্ত্রেই

সেরার খেতাব সঞ্জুর

বিশ্বকাপে উত্তরবঙ্গ সংবাদ

অরিন্দম বন্দ্যোপাধ্যায়

আহমেদাবাদ, ৮ মার্চ : বিশ্বজয়ের রাত মানেই আবেগ, আর সেই আবেগের বিস্ফোরণই যেন দেখা গেল মোতেরার মায়াবী ফ্লাডলাইটের আলোয়। টুর্নামেন্ট-সেরা থেকে ম্যাচের সেরা- ট্রফি হাতে নেওয়ার পর ভারতীয় ক্রিকেটারদের গলায় তখন শুধুই দীর্ঘ লড়াই আর ফিরে আসার গল্প।

গোটা টুর্নামেন্টে অবিশ্বাস্য ধারাবাহিকতা দেখিয়ে 'প্লেয়ার অফ দ্য টুর্নামেন্ট' হয়েছেন সঞ্জু স্যামসন। পুরস্কার হাতে নিয়ে এই কেরালিয়ান কার্যত ভাষা হারিয়ে ফেলেন। আবেগাপ্লুত সঞ্জু বলেছেন, 'সবটা যেন স্বপ্নের মতো লাগছে। গত এক-দুই বছর ধরে এই দিনটার জন্যই প্রস্তুতি নিচ্ছিলাম। ২০২৪ সালের বিশ্বকাপ দলে ছিলাম, কিন্তু মাঠে নামার সুযোগ পাইনি। তখন শুধু ভিজুয়ালাইজ করতাম যে, আমাকে ঠিক এটাই করতে হবে। নিউজিল্যান্ড সিরিজের পর আমি একেবারে ভেঙে পড়েছিলাম। কিন্তু ভগবান হয়তো অন্য কিছুই ভেবে রেখেছিলেন। বড় স্বপ্ন দেখার সাহস দেখেছিলাম বলেই আজ এই পুরস্কার পেলাম।'

সঞ্জু তাঁর এই সাফল্যের নেপথ্যে মাস্টার ব্লাস্টারের অবদানের কথাও অকপটে স্বীকার করে নেন। তিনি বলেছেন, 'প্রাক্তন ক্রিকেটাররা অনেকেই আমাকে সাহায্য করেছেন। তবে গত দুই মাস ধরে শচীন স্যারের সঙ্গে আমার নিয়মিত যোগাযোগ ছিল। তাঁর সঙ্গে অনেকটা সময় কথা বলেছি। তাঁর মতো কিংবদন্তির গাইডেন্স পাওয়ার পর আর কী বা চাওয়ার থাকতে পারে!'

অন্যদিকে, ফাইনালে কিউয়ি-বধের অন্যতম প্রধান কান্ডারি, 'প্লেয়ার অফ দ্য ম্যাচ' জসপ্রীত বুমরাহ মোতেরায় দাঁড়িয়ে শাপমুক্তির আনন্দ উপভোগ করছেন। গত ওয়ান ডে বিশ্বকাপের ফাইনালে এই মাঠেই হৃদয়বিদারক হারের সাক্ষী ছিলেন তিনি। সেই প্রসঙ্গ টেনেই বুমরাহ বলেছেন, 'অনুভূতিটা চরম স্পেশাল। ঘরের মাঠে এর আগে একটা ফাইনাল খেলেছিলাম, কিন্তু জিততে পারিনি। আজ পারলাম। আমি জানতাম এখানকার উইকেট একেবারে পাটা (ফ্ল্যাট), তাই নিজের পুরো অভিজ্ঞতাটা কাজে লাগাতে হয়েছে। এই উইকেটে খুব জোরে বল করলে ব্যাটারদের শট খেলতে সুবিধাই হতো, তাই বুদ্ধি খাটিয়ে বল করেছি। আমরা বোলিং ইউনিট হিসেবে কখনও আতঙ্কিত হইনি। আর এই মাথা ঠান্ডা রাখার জন্যই আজ আমরা বিশ্বচ্যাম্পিয়ন।'

দলের আস্থায় আবেগপ্রবণ অভিষেক

টুর্নামেন্ট জুড়ে চূড়ান্ত অফ ফর্মে থাকা অভিষেক শর্মা ফাইনালে মাত্র ১৮ বলে ফিফটি করে ভারতের জয়ের ভিত গড়ে দিয়েছিলেন। মেগা ফাইনালে জ্বলে উঠে রীতিমতো আবেগপ্রবণ হয়ে পড়েন এই তরুণ ওপেনার। তাঁর গলায় ঝরে পড়ল কোচ গৌতম গম্ভীর এবং অধিনায়ক সূর্যকুমারের প্রতি চরম কৃতজ্ঞতা। অভিষেক বলেছেন, 'টুর্নামেন্টের মাঝে আমি এতটাই ভেঙে পড়েছিলাম যে নিজের ওপরই সন্দেহ হতে শুরু করেছিল। তখন কোচ আর ক্যাপ্টেনের সঙ্গে কথা বলি। ওঁরা আমাকে পরিষ্কার বলে দেন, দলের বড় ম্যাচগুলো আমিই জেতাব। গোটা বছর ভালো খেললেও এই টুর্নামেন্টে রান পাচ্ছিলাম না। কিন্তু দল যেভাবে আমার ওপর ভরসা রেখেছে, তার কোনও তুলনাই হয় না। আজ সেই আস্থার দাম দিতে পেরেছি।'

দলের অন্যান্য তরুণ তুর্কিরাও এই বিশ্বজয়ে নিজেদের ভূমিকার কথা তুলে ধরেন। শিবম দুবের কথায়, 'টুর্নামেন্টের প্রথম দিন থেকেই আমার একটাই রোল ছিল- বড় বড় ছক্কা হাঁকানো। আমি সবসময় নিজের ওপর ভরসা রেখেছি।' অন্যদিকে, তিলক ভার্মা জানান, যে গত দেড় বছর ধরে দলের প্রয়োজনে যে কোনও পজিশনে ব্যাট করার জন্য মানসিক প্রস্তুতি নিয়ে রেখেছিলেন তিনি।

বিধ্বংসী ৮৯ রানে ফাইনালের টোন সেট করে দেন সঞ্জু স্যামসন। আহমেদাবাদে রবিবার।

> টানা দ্বিতীয়বার বিশ্বকাপ জয়! প্রথম কোনও দল টি২০ ফরম্যাটে যে কৃতিত্ব দেখাল। যোগ্য ও ন্যায্য হিসেবে ট্রফি জিতেছে ভারতীয় দল। অসাধারণ পারফরমেন্স। স্পেশাল ব্র্যান্ড অফ ক্রিকেট উপহার দিয়েছ তোমরা। সাবাশ টিম ইন্ডিয়া। জয়হিন্দ।
>
> *- শচীন তেন্ডুলকার*

> আবার আমরা চ্যাম্পিয়ন! ফাইনালের মহারণে অসাধারণ জয়। পুরো প্রতিযোগিতায় চাপের মধ্যে দুর্দান্ত দৃঢ়তা দেখিয়েছে ছেলেরা। তোমাদের ধারেকাছে কেউ আসতে পারেনি। দুর্দান্ত কৃতিত্ব। টিম ম্যানেজমেন্ট, সাপোর্ট স্টাফ গ্রুপকেও অভিনন্দন। দুর্দান্ত প্রাপ্তি। জয় হিন্দ।
>
> *- বিরাট কোহলি*

কেরিয়ারের ৮৯৯তম গোলের পর উচ্ছ্বসিত লিওনেল মেসি।

মেসি-ম্যাজিক

মায়ামি, ৮ মার্চ : মেজর লিগ সকারে ডিসি ইউনাইটেডের বিরুদ্ধে ফের ম্যাজিক দেখালেন লিওনেল মেসি। এই ম্যাচে জাল কাঁপিয়ে নিজের বর্ণময় ফুটবল কেরিয়ারের ৮৯৯তম গোলের অবিশ্বাস্য মাইলফলক স্পর্শ করলেন আর্জেন্টাইন মহাতারকা। ৯০০ গোলের দোরগোড়ায় দাঁড়িয়ে থাকা মেসির এই মাঠের দাপটের মতোই, তাঁর মাঠের বাইরের আয়ের পরিসংখ্যানও চমকে দিচ্ছে বিশ্বকে। ইন্টার মায়ামির অন্যতম কর্ণধার জর্জ মাস জানিয়েছেন, ক্লাবের হয়ে মেসির বার্ষিক গ্যারান্টিড আয় প্রায় ৭০ থেকে ৮০ মিলিয়ন ডলার! বিশাল বেতনের পাশাপাশি অ্যাপল ও অ্যাডিডাসের চুক্তির লভ্যাংশও পান তিনি। সব মিলিয়ে, মেসির পায়ের জাদু আর ব্র্যান্ড ভ্যালু ইন্টার মায়ামিকে এখন এক অনন্য উচ্চতায় পৌঁছে দিয়েছে।

ইয়ামালদের দাপটে জয়

মাদ্রিদ, ৮ মার্চ : লা লিগায় জয় তুলে নিল বার্সেলোনা এবং অ্যাটলেটিকো মাদ্রিদ। ৬৮ মিনিটে লামিনে ইয়ামালের করা একমাত্র গোলে অ্যাটলেটিকো বিলবাওকে হারিয়ে দিয়েছে বার্সা। অন্যদিকে, নিকোলাস গঞ্জালেসের জোড়া গোলে রিয়াল সোসিয়েদাদের বিরুদ্ধে অ্যাটলেটিকো মাদ্রিদ ৩-২ ব্যবধানে জয় নিশ্চিত করে। এই জয়ের ফলে লা লিগার লড়াই আরও জমে উঠল।

পাঁচ বলে পাঁচ

ওয়েলিংটন, ৮ মার্চ : প্রথম শ্রেণির ক্রিকেটে অভাবনীয় বিশ্বরেকর্ড! নিউজিল্যান্ডের পেসার ব্রেট রান্ডেল পরপর পাঁচ বলে পাঁচ উইকেট তুলে নিয়ে ইতিহাস গড়লেন। কিউয়িদের ঘরোয়া টুর্নামেন্ট প্লাঙ্কেট শিল্ডে সেন্ট্রাল ডিস্ট্রিক্টসের হয়ে অকল্যান্ডের বিরুদ্ধে এই অবিশ্বাস্য স্পেল করেন তিনি। ক্রিকেটের দীর্ঘ ইতিহাসে এমন নজির কার্যত বিরল। রান্ডেলের এই আগুনে বোলিংয়ে বিপক্ষের ব্যাটিং লাইন-আপ তাসের ঘরের মতো ভেঙে পড়ে।

মোতেরায় ভারতের বিশ্বজয়

শোকের ছায়া পাক-বাংলাদেশে

লাহোর ও ঢাকা, ৮ মার্চ : মোতেরায় যখন নীল-উৎসবে ভাসছে গোটা ভারত, তখন সীমান্তের ওপারে আক্ষরিক অর্থেই পিনপতন নীরবতা। রবিবার রাতে নিউজিল্যান্ডের বিরুদ্ধে টিম ইন্ডিয়া ট্রফি তুলতেই পাকিস্তান ও বাংলাদেশের সোশ্যাল মিডিয়ায় যেন শ্মশানের শোক নেমে এসেছে! যাঁরা গত কয়েকদিন ধরে ভারতের হারের জন্য মরিয়া হয়ে প্রহর গুনছিলেন, ট্রফি জয়ের পর তাঁদের মুখ এখন একেবারে থমথমে। আর এই ভারত-বিদ্বেষী নিন্দুকদের দঙ্গলে সবচেয়ে বেশি ট্রোলড হয়ে এখন বিশ্ব ক্রিকেটে চূড়ান্ত হাসির খোরাক হয়েছেন পাক পেসার মহম্মদ আমির!

এবারের বিশ্বকাপে ভারতের এই অবিশ্বাস্য দাপট প্রথম থেকেই হজম করতে পারছিলেন না পড়শিরা। টুর্নামেন্ট থেকে অনেক আগেই ছিটকে যাওয়া পাকিস্তান এবং নাম প্রত্যাহার করে নেওয়া বাংলাদেশের একাংশ সোশ্যাল মিডিয়ায় নিরন্তর বিষোদ্গার করে গিয়েছে। যে প্রাক্তন পাক পেসাররা গত কয়েকদিন ধরে টিভিতে বসে আইসিসি ও বিসিসিআই-এর বিরুদ্ধে 'পিচ-কারচুপি'-র ভিত্তিহীন ষড়যন্ত্র-তত্ত্ব আউড়াচ্ছিলেন, ফাইনালে ভারতের দাপুটে পারফরমেন্সের পর তাঁরা আজ কার্যত স্পিকটি নট!

কিন্তু আমির যেন এই বিদ্বেষে সবকিছুকে ছাপিয়ে গিয়েছিলেন। টুর্নামেন্টের নকআউট পর্বে ভারতের হার দেখার জন্য রীতিমতো জ্যোতিষী হয়ে বসেছিলেন এই বাঁহাতি পেসার! প্রথমে আমির বুক বাজিয়ে ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন, ওয়েস্ট ইন্ডিজের কাছে হেরেই ভারত বিদায় নেবে। তাঁর সেই আশায় জল ঢেলে টিম ইন্ডিয়া যখন সেমিফাইনালে উঠল, তখন আমিরের পূর্ণ সমর্থন গিয়ে পড়ল ইংল্যান্ডের দিকে। তিনি প্রকাশ্যে দাবি করেছিলেন, জস বাটলাররাই নাকি ভারতের দর্প চূর্ণ করবেন! সেখানেও যখন স্কাই-ব্রিগেড দাপটের সঙ্গে ইংরেজদের উড়িয়ে দিল, তখন আমিরের শেষ খড়কুটো ছিল নিউজিল্যান্ড। মেগা ফাইনালের আগে তিনি প্রবল আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে কিউয়িদের চ্যাম্পিয়ন হিসেবে প্রোজেক্ট করেছিলেন। কিন্তু রবিবার রাতে মোতেরায় ভারতের দাপুটে বিশ্বজয়ের পর, সোশ্যাল মিডিয়ায় এখন চূড়ান্ত ট্রোলের শিকার খোদ আমির। একের পর এক ভুল ভবিষ্যদ্বাণী করে এবং ভারতের পতন কামনা করতে গিয়ে ক্রিকেট দুনিয়ায় তিনি এখন রীতিমতো 'হাসির খোরাক'।

একসঙ্গে তিন বিশ্বজয়ী অধিনায়ক কপিল দেব, রোহিত শর্মা ও মহেন্দ্র সিং ধোনি। সাক্ষী থাকলেন সূর্যকুমারদের টি২০ বিশ্বকাপ জয়ের।

এক্স হ্যান্ডেলে (পূর্বতন টুইটার) কিউয়িদের জেতানোর জন্য যে ট্রেন্ডিং হ্যাশট্যাগ চালানো হচ্ছিল, তা মুখ থুবড়ে পড়েছে। রবিবারের মেগা ফাইনালে টিম ইন্ডিয়ার মারকাটারি পারফরমেন্স এই সমস্ত নিন্দুকের মুখের ওপর সপাটে জবাব ছুড়ে দিয়েছে। লাইভ টিভিতে বসে থাকা পাক বিশেষজ্ঞদের মুখ এখন দেখার মতো! অন্যদিকে, যে বাংলাদেশ টুর্নামেন্ট থেকে নাম তুলে নিয়ে ভারতের হার দেখতে বসেছিল, তাদের সোশ্যাল মিডিয়াতেও এখন চূড়ান্ত হাহাকার।

পড়শিদের এই অহেতুক 'জ্বালা' জুড়োক বা না জুড়োক, সবরকম ব্যঙ্গ-বিদ্রুপকে স্রেফ মাঠের পারফরমেন্স দিয়ে উড়িয়ে দিয়ে সূর্যকুমাররা আজ প্রমাণ করে দিলেন, এশীয় ক্রিকেটের আসল 'দাদা' একজনই! আর মহম্মদ আমিরের মতো যাঁরা ভারতের হার দেখার জন্য টিভির সামনে বসেছিলেন, তাঁদের জন্য আপাতত শুধুই একরাশ সমবেদনা!

অল ইংল্যান্ড ব্যাডমিন্টনে ফের একবার রুপোতেই সন্তুষ্ট থাকতে হল লক্ষ্য সেনকে।

ফাইনালে স্বপ্নভঙ্গ লক্ষ্য সেনের

লন্ডন, ৮ মার্চ : অল ইংল্যান্ড ব্যাডমিন্টন প্রতিযোগিতার শিরোপা ছুঁতে ব্যর্থ ভারতীয় শাটলার লক্ষ্য সেন।

রবিবার ফাইনালে চাইনিজ তাইপেইয়ের লিন চুন উইয়ের কাছে ২১-১৫, ২২-২০ পয়েন্টে পরাজিত হলেন লক্ষ্য। এই নিয়ে দ্বিতীয়বার বিশ্বের ঐতিহ্যশালী প্রতিযোগিতার ফাইনালে স্বপ্নভঙ্গের যন্ত্রণাকে সঙ্গী করে কোর্ট ছাড়লেন তিনি।

ফাইনালে অবশ্য লক্ষ্যকে বেশ ক্লান্ত দেখিয়েছে। এমনিতেই সেমিফাইনাল পর্যন্ত সবক'টি ম্যাচ মিলিয়ে প্রতিপক্ষের থেকে দেড় ঘণ্টা বেশি সময় কোর্টে ছিলেন তিনি। সেই সঙ্গে যুক্ত হয়েছে শনিবার পায়ে ক্র্যাম্প নিয়ে খেলা। এদিন ফাইনালে প্রথম গেমে লিন চুন উইয়ের শক্তিশালী স্ম্যাশের কোনও জবাব দিতে পারেননি তিনি। দ্বিতীয় গেমে অবশ্য মরিয়া লড়াই চালিয়ে শেষপর্যন্ত পরাজিত হন লক্ষ্য।

গোটা প্রতিযোগিতায় সেমিফাইনাল পর্যন্ত ব্যাডমিন্টন র‍্যাকেট হাতে ঝলমলে ছিলেন লক্ষ্য। প্রথম রাউন্ডে বিশ্বের একনম্বর শি ইউ কি-কে হারিয়েছিলেন তিনি। কোয়ার্টার ফাইনালে লক্ষ্যর র‍্যাকেটের কাছে বশ মানেন বিশ্বের ছয় নম্বর লি শি ফেং। শনিবার সেমিফাইনালে পায়ে ক্র্যাম্প নিয়ে অসম্ভব মানসিক শক্তির পরিচয় দিয়ে ভিক্টর লাইকে হারান। কিন্তু ফাইনালে জয়টা অধরাই থেকে গেল।

জসসি বন্দনায় জিমি

'বুমরাহর চেয়ে ভালো কেউ নেই'

লন্ডন, ৮ মার্চ : অঘোষিত সেরা বোলারের মুকুট তাঁর মাথায়।

ঘরে-বাইরে তাঁকে নিয়ে ক্লান্তহীন প্রশংসা। এদিন যে তালিকায় জেমস অ্যান্ডারসনও। ইংল্যান্ডের পেস কিংবদন্তির সাফ কথা, জসপ্রীত বুমরাহর মতো বোলার এই মুহূর্তে ক্রিকেট বিশ্বে নেই। প্রথম পেসার হিসেবে ৬০০ টেস্ট উইকেটের মালিকের মতে, অসাধারণ বোলিং স্কিল বাকিদের থেকে আলাদা করে দিয়েছে ভারতীয় স্পিডস্টারকে।

ভারত-নিউজিল্যান্ড ফাইনাল-দ্বৈরথের কয়েক ঘণ্টা আগে বুমরাহ-বন্দনায় মাতলেন অ্যান্ডারসন। বিবিসি-র পডকাস্টে জিমি বলেছেন, 'বুমরাহর ব্যাপারটা বেশ অদ্ভুত। ওর দিকে যখন তাকিয়ে দেখি, আমার মনে হয়, ওর বোলিং থেকে কিছু শেখা সম্ভব নয়। একেবারে ইউনিক। পুরুষ বা মহিলা ক্রিকেট, যে কোনও ফর্ম্যাটে ওর মতো বোলার নেই, যে ওভারে ৬টির মধ্যে ৬টি বলই ইয়র্কার মারতে পারে।'

ইংল্যান্ড ম্যাচে ডেথ ওভারে ইয়র্কারের ডালি সাজিয়ে বাজিমাত করেছিলেন বুমরাহ। অ্যান্ডারসনের মুখেও ১৮ নম্বর ওভারের কথা। জিমিও মানছেন, ইংল্যান্ডের আশায় জল ঢেলে দেয় বুমরাহর ইয়র্কার। দ্রুতগতির সঙ্গে স্লোয়ার ইয়র্কারে তৈরি বুমরাহর তৈরি চক্রব্যূহে আটকে যায় থ্রি লায়ন্স।

২৫৪ রানের লক্ষ্যে জ্যাকব বেথেল প্রায় অসম্ভবকে সম্ভব করে ফেলেছিলেন। কিন্তু তীরে এসে তরী ডোবে, বুমরাহ-প্রাচীরে আটকে যাওয়া। ফাইনাল শোয়ের আগে নিজের দেশের ছিটকে যাওয়ার আক্ষেপ নিয়ে অ্যান্ডারসনের আরও মন্তব্য, 'ইংল্যান্ড ব্যাটাররা দারুণ পরিকল্পনা নিয়েছিল। বুমরাহর ওভার দেখে বাকিদের আক্রমণের রাস্তায় হাঁটে। ভারতের অন্য বোলারদের টার্গেট করে। ম্যাচের শেষ ওভারে শিবম দুবের বিরুদ্ধে ২২ রান নেয় জোফ্রা আর্চার। তখন অবশ্য ম্যাচ হাতের বাইরে। আসলে বুমরাহর দুরন্ত স্কিল ব্যবধান গড়ে দেয়। টি২০ ফর্ম্যাটে ওর চেয়ে ভালো বোলার নেই।'

নিখুঁত বোলিংয়ে ফাইনালেও ঘাতক জসপ্রীত বুমরাহ।

বাগান ম্যাচে শ্বশুরের সমর্থন পাবেন না সুনীল

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ৮ মার্চ : এই ৪১-এও তিনিই আকর্ষণ!

মহমেডান স্পোর্টিং ক্লাবের বিপক্ষে বেঙ্গালুরু এফসি-র জয় স্বাভাবিকই ছিল। তবে মেহরাজউদ্দিন ওয়াড়ুর দল যে এতটা লড়াই করবে, সম্ভবত আশা করেননি রাহুল ভেকে-গুরপ্রীত সিং সান্ধুরা। আসলে মহমেডান ম্যাচ নয়, আগ্রহ ছিল মোহনবাগান সুপার জায়েন্ট ম্যাচের মহড়া সেরে নেওয়ায়। ফলে কষ্টার্জিত হলেও জয় নিয়ে ফিরে যাওয়ায় খুশি গোটা দলই। আর এই আত্মবিশ্বাসটাই মোহনবাগান ম্যাচে কাজে লাগবে বলে মনে করছেন সুনীল ছেত্রী। ফুটবলের ভাষায় এখন 'বৃদ্ধ' তিনি। তবু মহমেডান ম্যাচের পর তাঁর মুখ থেকেই মোহনবাগান সম্পর্কে দুটো কথা বার করতে সাধ্যসাধনা সংবাদমাধ্যমের। শুরুটা মোহনবাগানের হয়েই। বিয়ে করেছেন সবুজ-মেরুনের কিংবদন্তি সুব্রত ভট্টাচার্যের মেয়েকে। কিন্তু এখন জোর গলায় সুনীল বলেন, 'বাবলুদা ছাড়া আমার শ্বশুরবাড়িতে এখন সবাই বেঙ্গালুরু এফসি-র সমর্থক। আমার শাশুমা, স্ত্রী, আমার ছেলে বেঙ্গালুরুকে সমর্থন করে। সুব্রত ভট্টাচার্য শুধু মোহনবাগানের সমর্থক।' এরপরেই কী মনে করে আবার বলেন, 'অবশ্য সাহেব (ভট্টাচার্য, সুনীলের শ্যালক) বোধহয় ইস্টবেঙ্গলের সমর্থক, ঠিক জানি না।' মোহনবাগান ম্যাচ নিয়ে অবশ্য অনেক অনুরোধেও দুটোর বেশি বাক্য বেরোল না তাঁর কাছ থেকে, 'ওরা সত্যিই দুর্দান্ত দল। তিন পয়েন্ট পেতে হলে আমাদের লড়তে হবে।'

এক সময়ে সতীর্থ, আর এখন সুনীলদের কোচ রেনেডি সিং-ও বুঝতে পারছেন পরের ম্যাচ ঘরের মাঠে হলেও কঠিন চ্যালেঞ্জ অপেক্ষা করে আছে। তাই মোহনবাগানকে নিয়ে না ভেবে নিজেদের গুছিয়ে নেওয়ার কথাই বলছেন তিনি, 'মোহনবাগান খুব ভালো খেলছে কিন্তু ওদের কথা না ভেবে আমরা কীভাবে উন্নতি করতে পারি, সেই কথাই ভাবা উচিত। মাঝে ৪-৫ দিন সময় পাচ্ছি রিকভারির জন্য, সেটাকে কাজে লাগাতে হবে। তবে মহমেডানের বিপক্ষে আমাদের দল অন্তত প্রথমার্ধে যেভাবে খেলেছে তাতে আমি খুশি।'

> বাবলুদা ছাড়া আমার শ্বশুরবাড়িতে এখন সবাই বেঙ্গালুরু এফসি-র সমর্থক।
>
> -সুনীল ছেত্রী

১৪ মার্চের ম্যাচে সবুজ-মেরুন সমর্থকদের থেকে শ্রী কান্তিরাভা স্টেডিয়ামে অনেক বেশি সংখ্যায় থাকবেন ব্লুজ বাহিনী। সেটাই মনে করিয়ে দেন রেনেডি, 'আমরা কিন্তু নিজেদের মাঠে অনেক বেশি সমর্থন পাব সমর্থকদের কাছ থেকে। ঘরের মাঠে খেলার মজাই আলাদা। শেষবার আমাদের ঘরের মাঠের ম্যাচটা কিন্তু ওদের জন্য কঠিন হয়েছিল। এবারও তেমন কিছু করার জন্য তৈরি হতে হবে এই মাঝের সময়ে।' গত মরশুমের শুরুতেই বেঙ্গালুরুতে গিয়ে সুনীলদের বিপক্ষে ৩ গোল হজম করতে হয় হোসে ফ্রান্সিসকো মোলিনার মোহনবাগানকে। এবার নিশ্চিতভাবেই সের্জিও লোবেরা ও তাঁর ছেলেরা অনেক বেশি সাবধান থাকবেন ওই ম্যাচের কথা মাথায় রেখে। মহমেডান ও ওডিশা এফসি-কে পরপর দুই ম্যাচে ১০ গোল দিয়ে জেমি ম্যাকলারেন-জেসন কামিন্সদের আত্মবিশ্বাস তুঙ্গে।

ট্রফি নিয়ে পিচে বসে পড়লেন স্কাই

মোতেরার নীল ঢেউয়ে স্বপ্নপূরণ বিশ্বজয়ের

বিশ্ব জয়ের বাইশ গজেই বসে পড়লেন তৃপ্ত সূর্যকুমার যাদব। আহমেদাবাদে রবিবার।

বিশ্বকাপে উত্তরবঙ্গ সংবাদ

অরিন্দম বন্দ্যোপাধ্যায়

আহমেদাবাদ, ৮ মার্চ : নিজের গালেই চড় মারছিলেন। বুঝতে চাইছিলেন স্বপ্ন না বাস্তব।

তারপরই আইসিসি প্রধান জয় শা-র হাত থেকে ট্রফি নিয়ে সতীর্থদের সঙ্গে ভেসে গেলেন সাফল্যের উৎসবে। উৎসবের আসরকে আরও রঙিন করে দিয়ে ভারত অধিনায়ক সূর্যকুমার যাদব ধপ করে বসে পড়লেন পিচের উপর। সেই পিচ, যেখানে নিউজিল্যান্ডকে উড়িয়ে দিয়ে নয়া ইতিহাস গড়েছে টিম ইন্ডিয়া।

বিশ্বজয়ের সাফল্যের রাতে নরেন্দ্র মোদি স্টেডিয়ামে ভিকট্রি প্যারেড সেরে কোচ গৌতম গম্ভীরকে সঙ্গে নিয়ে যখন স্কাই সাংবাদিক সম্মেলনে হাজির হলেন, তখনও কাঁধে বিশ্বকাপ ট্রফি। সেই ট্রফিকে টেবিলের সামনে বসিয়ে নিজের সতীর্থদের ঢালাও শংসাপত্র দিলেন ভারত অধিনায়ক। বলে দিলেন, '২০২৪ সালে দলের অধিনায়কের দায়িত্ব পাওয়ার পর থেকে দুর্দান্ত একটা সময়ের মধ্যে দিয়ে গিয়েছি আমরা। সেই পথ চলার একটা পর্ব আজ শেষ হল। এই সাফল্যকে বিশ্লেষণ করার মতো ভাষা জানা নেই আমার।'

রাহুল দ্রাবিড়ের পর টিম ইন্ডিয়ার কোচ হয়েছিলেন গম্ভীর। মাঝের সময়ে গম্ভীরের কোচিং দর্শন নিয়ে কম বিতর্ক হয়নি। হয়তো আগামীদিনেও হবে। গম্ভীর সেই সবকে পাত্তা না দিয়ে বলেছেন, 'আমি সমাজমাধ্যমের কাছে দায়বদ্ধ নই। সমালোচকদের কাছেও দায়বদ্ধ নই। আমি দায়বদ্ধ আমার দলের কাছে। আমাদের সাজঘরে যারা রয়েছে, তারাই আমার পরিবার।' গম্ভীরের পরিবারে আরও কয়েকজন রয়েছেন। তাঁরা হলেন টিম ইন্ডিয়ার প্রাক্তন কোচ রাহুল দ্রাবিড় ও

দ্রাবিড়-লক্ষ্মণকে বিশ্বকাপ উৎসর্গ গম্ভীরের

বেঙ্গালুরুর সেন্টার অফ এক্সেলেন্সের প্রধান ভিভিএস লক্ষ্মণ। অতীতে দুইজনই ছিলেন গম্ভীরের সতীর্থ। দ্রাবিড়-লক্ষ্মণকে বিশ্বজয়ের ট্রফি উৎসর্গ করে মধ্যরাতের সাংবাদিক সম্মেলনে গম্ভীর বলেছেন, 'আমি রাহুলভাই ও ভিভিএস-কে ট্রফি উৎসর্গ করতে চাই। আমার কোচিং কেরিয়ারে নীরবে পিছনে থেকে ওরা সবসময় ভরসা দিয়ে গিয়েছে। আজ সাফল্যের রাতে ওদের কথা ভুলি কী করে।'

২০০৭, ২০২৪ ও ২০২৬। কুড়ির বিশ্বকাপের তিনটি ট্রফিতে এখন টিম ইন্ডিয়ার নাম লেখা হয়ে গিয়েছে। বিশ্বজয়ের নেপথ্য রহস্য কী? জবাবে প্রথমে অধিনায়ক সূর্যকুমার বলছেন, 'আমরা সাজঘরে পরস্পরের পরিপূরক হিসেবে কাজ করি। তাছাড়া এই বিশ্বকাপের আসরে বুমরাহ যেমন নিয়ম করে ওর কাজ করে গিয়েছে। তেমনই সঞ্জু, ঈশানরাও ভেলকি দেখিয়েছে ব্যাট হাতে।' দলের সাফল্য নিয়ে গম্ভীর বলছেন, 'সঞ্জু, বুমরাহ থেকে শুরু করে সবারই সমান অবদান রয়েছে।'

পেসার অর্শদীপ সিং ছিলেন মজার মেজাজে। হাসতে হাসতে বলে দেন, 'ম্যাচ শেষ হতেই আমি দৌড়ে (ড্যারিল) মিচেলের কাছে ক্ষমা চাইতে গিয়েছিলাম। আসলে থ্রো করতে গিয়ে বলটা এমন রিভার্স সুইং হয়ে গেল।' ব্যর্থতাকে পিছনে ফেলে ঘুরে দাঁড়ানোর জেদ আর একে অপরের প্রতি নিঃশর্ত বিশ্বাস- ভারতীয় শিবিরের এই ড্রেসিংরুম-রসায়নই যে মোতেরায় বিশ্বজয়ের আসল ইউএসপি, চ্যাম্পিয়নদের এই কথাগুলোই যেন তার সবচেয়ে বড় প্রমাণ।

স্কোরবোর্ড

ভারত

সঞ্জু ক কোল (পরি.) বো নিশাম	৮৯
অভিষেক ক সেইফার্ট বো রাচিন	৫২
ঈশান ক চ্যাপম্যান বো নিশাম	৫৪
হার্দিক ক স্যান্টনার বো হেনরি	১৮
সূর্য ক রাচিন বো নিশাম	০
তিলক অপরাজিত	৮
শিবম অপরাজিত	২৬
অতিরিক্ত	৮
মোট (২০ ওভারে)	২৫৫/৫

উইকেট পতন : ৯৮/১, ২০৩/২, ২০৪/৩, ২০৪/৪, ২২৬/৫।

বোলিং : হেনরি ৪-০-৪৯-১, ফিলিপস ১-০-৫-০, ডাফি ৩-০-৪২-০, ফার্গুসন ২-০-৪৮-০, স্যান্টনার ৪-০-৩৩-০, রাচিন ২-০-৩২-১, নিশাম ৪-০-৪৬-৩।

নিউজিল্যান্ড

সেইফার্ট ক ঈশান বো বরুণ	৫২
অ্যালেন ক তিলক বো অক্ষর	৯
রাচিন ক ঈশান বো বুমরাহ	১
ফিলিপস বো অক্ষর	৫
চ্যাপম্যান বো হার্দিক	৩
ড্যারিল ক ঈশান বো অক্ষর	১৭
স্যান্টনার বো বুমরাহ	৪৩
নিশাম বো বুমরাহ	৮
হেনরি বো বুমরাহ	০
ফার্গুসন অপরাজিত	৬
ডাফি ক তিলক বো অভিষেক	৩
অতিরিক্ত	১২
মোট (১৯ ওভারে)	১৫৯

উইকেট পতন : ৩১/১, ৩২/২, ৪৭/৩, ৭০/৪, ৭২/৫, ১২৪/৬, ১৪১/৭, ১৪১/৮, ১৫২/৯, ১৫৯/১০।

বোলিং : অর্শদীপ ৪-০-৩২-০, হার্দিক ৪-০-৩৬-১, অক্ষর ৩-০-২৭-৩, বুমরাহ ৪-০-১৫-৪, বরুণ ৩-০-৩৯-১, অভিষেক ১-০-৫-১।

ফল : ভারত জয়ী ৯৬ রানে।

বিশ্বকাপে উত্তরবঙ্গ সংবাদ

অরিন্দম বন্দ্যোপাধ্যায়

আহমেদাবাদ, ৮ মার্চ : দোল বা হোলি তো শেষ হয়েছে বেশ কয়েকদিন আগে! কিন্তু রবিবার সকালের আহমেদাবাদে পা রাখলে মনে হবে, আসল বসন্ত উৎসব তো আজ। তবে আবিরের উৎসব নয়, এই উৎসব শুধুই নীল রঙের। তীব্র গরম আর চড়া রোদকে রীতিমতো চ্যালেঞ্জ জানিয়ে আশ্রম রোড থেকে শুরু করে সবরমতী রিভারফ্রন্ট, নেহরু ব্রিজ- গোটা শহরটাই রবিবার যেন নীল জনসমুদ্রে পরিণত হয়েছে। বেলা বাড়ার সঙ্গে রোদের তেজ যেমন বেড়েছে, পাল্লা দিয়ে চড়েছে বিশ্বকাপ ফাইনালের উন্মাদনার পারদও।

মোতেরার রাস্তায় তখন অনন্ত যানজট। পনেরো মিনিটের পথ পেরোতে সময় লাগছে দেড় ঘণ্টা। স্থানীয় মেট্রোতেও তিলধারণের জায়গা নেই। যাঁদের পকেটে মহার্ঘ টিকিট রয়েছে, তাঁরা আজ ভিআইপি-র চেয়ে কম কিছু নন! আর যাঁদের নেই? তাঁরাও বেলার দিক থেকে নরেন্দ্র মোদি স্টেডিয়ামের বাইরে ভিড় জমিয়েছেন, যদি কালোবাজারিতে অন্তত একটা টিকিট জুটে যায়! দুপুর তিনটে নাগাদ ভিড়ের মধ্যেই আচমকা দেখা হয়ে গেল হাওড়ার রণদীপ মিত্রের সঙ্গে। সপরিবারে এসেছেন, দরকার তিনটি টিকিট, কিন্তু হাতে আছে মাত্র একটি। হতাশ মুখে কালোবাজারির খোঁজ করছেন তিনি। উৎসবের মেজাজ তো এমনই হয়!

এই মেগা ফাইনাল ঘিরে এদিন মোতেরায় বসেছিল আক্ষরিক অর্থেই এক চাঁদের হাট। নির্ধারিত সময়ের একটু পরেই শুরু হয় সমাপ্তি অনুষ্ঠান। ফাল্গুনী পাঠকের 'চুরি যো খনকি হাথো মে' দিয়ে শুরু, এরপর সুখবিন্দর সিংয়ের 'চল ছাঁইয়া ছাঁইয়া' এবং সবশেষে পপ-তারকা রিকি মার্টিনের পারফরমেন্সে ততক্ষণে কানায় কানায় ভরে উঠেছে মোতেরার এক লাখি গ্যালারি। শুরু হয়ে গিয়েছে ঢোল-নাকাড়ার কানফাটানো আওয়াজ। গ্যালারিতে তখন ভিভিআইপি-দের ছড়াছড়ি। কপিল দেব থেকে শুরু করে অমিত শা, জয় শা- কে নেই! খেলা শুরুর ঠিক আগে মহেন্দ্র সিং ধোনি এবং রোহিত শর্মা যখন বিশ্বকাপ ট্রফি হাতে মাঠে ঢুকলেন, তখন গ্যালারির সেই গগনভেদী গর্জন কিউয়িদের বুক কাঁপিয়ে দেওয়ার জন্য যথেষ্ট ছিল।

টস জিতে নিউজিল্যান্ড অধিনায়ক মিচেল স্যান্টনার ভেবেছিলেন শুরুতে বল করে ভারতের ব্যাটিং লাইন-আপকে চাপে ফেলবেন। কিন্তু তাঁর সেই সিদ্ধান্ত বুমেরাং হতে সময় নিল মাত্র কয়েকটা ওভার! টস হেরে ভারত অধিনায়ক সূর্যকুমার যাদব যখন সঞ্জু ও অভিষেককে নিয়ে ব্যাটিংয়ের খসড়া তৈরি করছেন, গোটা স্টেডিয়াম তখন 'বন্দে মাতরম' ধ্বনিতে মুখরিত। আগের দিন স্যান্টনার হুঁশিয়ারি দিয়েছিলেন, এই এক লাখি গ্যালারির গর্জন তাঁরা থামিয়ে দেবেন। কিন্তু বাস্তবে জ্যাকব ডাফি বা ম্যাট হেনরিদের সেই আস্ফালন স্রেফ হাওয়ায় উড়িয়ে দিল ভারতের ওপেনিং জুটি। লাইভ স্কোরবোর্ডে তখন শুধুই বাউন্ডারি আর ওভার-বাউন্ডারির বিস্ফোরণ!

টুর্নামেন্টে এতদিন অফ-ফর্মে থাকা অভিষেক শর্মা গতরাতে বাবার আশীর্বাদ আর কোচ গম্ভীরের টোটকায় এদিন যেন জ্বালামুখীর মতো ফেটে পড়লেন। মাত্র ১৮ বলে তাঁর বিধ্বংসী হাফসেঞ্চুরি আর উলটোদিক থেকে সঞ্জু স্যামসনের পরিচিত ব্যাটিং আগ্রাসনে পাওয়ার প্লে-র ৬ ওভারেই বিনা উইকেটে বোর্ডে উঠে গেল ৯২ রান! ক্রমাগত ভুল লাইনে বল করে ডাফি-হেনরিরা ভারতের কাজটা আরও সহজ করে দিলেন। এমনকি লকি ফার্গুসনকে আক্রমণে এনেও রান-বন্যা আটকাতে পারলেন না স্যান্টনার। বিশ্বকাপের ফাইনালে এমন ব্যাটিং সাইক্লোন উঠবে, তা হয়তো কিউয়িরা দুঃস্বপ্নেও ভাবেননি। রীতিমতো দিশেহারা হয়ে ক্রিকেটের বেসিকটাই যেন ভুলে গেল নিউজিল্যান্ড।

একঝাঁক ভিভিআইপি এবং এক লাখ দর্শকের জন্য এদিন মাঠে ছিল ত্রিস্তরীয় নিরাপত্তা। তিন হাজারের বেশি পুলিশকর্মীর পাশাপাশি ছিল অ্যান্টি-ড্রোন সিস্টেমও। তবে ভারতের দুই ওপেনারের ব্যাটিং তাণ্ডব শুরু হতেই নিরাপত্তারক্ষীদের অনেককেও দেখা গেল গ্যালারির সঙ্গে নাচানাচি করতে! বিশ্বজয়ের এই আনন্দমঞ্চে এমন মায়ার মুহূর্ত তো তৈরি হবেই। তাছাড়া তিন বছর আগে ২০২৩-এর ওয়ান ডে ফাইনালে স্বপ্নভঙ্গের সেই দগদগে যন্ত্রণা চিরতরে মুছে ফেলার জন্য ভারতের তো এমনই একটা রূপকথার রাতের বড্ড প্রয়োজন ছিল!

ফাইনাল শুরুর আগে নরেন্দ্র মোদি স্টেডিয়াম মাতালেন রিকি মার্টিন।

হরমনের জন্মদিনে ১০ উইকেটে হার

পারথ, ৮ মার্চ : রবিবার ছিল অধিনায়ক হরমনপ্রীত কাউরের ৩৭তম জন্মদিন। যা একেবারেই ভালো গেল না তাঁর ও তাঁর দলের জন্য। মাত্র আড়াইদিনেই অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে একমাত্র টেস্টে ১০ উইকেটে হেরে গেল ভারতীয় দল।

শনিবার দ্বিতীয় দিনের শেষে ম্যাচের পরিণতি কী হতে পারে আন্দাজ করা গিয়েছিল। রবিবার ৫ উইকেটে ১০৫ রান হাতে নিয়ে খেলতে নামে ভারত। প্রথম দুইদিনের মতো তৃতীয় দিনেও ব্যর্থ ভারতীয় ব্যাটাররা। এদিন ১৪৯ রানে শেষ হয়ে যায় ভারতের দ্বিতীয় ইনিংস। প্রতীকা রাওয়াল (৬৩) ও স্নেহ রানা (৩০) ছাড়া কেউ প্রতিরোধ গড়ে তুলতে পারেনি।

প্রথম ইনিংসে ভারত করেছিল ১৯৮ রান। জবাবে অস্ট্রেলিয়া করে ৩২৩ রান। প্রথম ইনিংসে ১২৫ রানের লিড পাওয়ার সুবাদে জয়ের জন্য দ্বিতীয় ইনিংসে অজিদের সামনে লক্ষ্যমাত্রা দাঁড়ায় মাত্র ২৫ রান। কোনও উইকেট না হারিয়ে তা সংগ্রহ করে তারা। এই টেস্ট ম্যাচ খেলেই নিজের ক্রিকেট জীবন শেষ করলেন অজি তারকা অ্যালিসা হিলি।

বিদায়বেলায় অ্যালিসা হিলি।

নজরে পরিসংখ্যান

১৪ চলতি টি২০ বিশ্বকাপে বরুণ চক্রবর্তীর উইকেট সংখ্যা। যা এবারের প্রতিযোগিতায় সর্বাধিক।

২২ টানা বাইশ টি২০ ম্যাচে বরুণের নামের পাশে অন্তত এক উইকেট জমা পড়ল।

২৪০ ২০২৩ সালের ওডিআই বিশ্বকাপ ফাইনালে ভারতীয় দলের রান সংখ্যা। রবিবার ২০ ওভারেই তার চেয়ে ১৫ রান বেশি তুলল টিম ইন্ডিয়া।

২ টি২০ বিশ্বকাপে সঞ্জু স্যামসন দ্বিতীয় ব্যাটার যিনি টানা তিনটি ম্যাচে ৮০ রানের গণ্ডি পেরোলেন। ২০১০ সালে প্রথম ক্রিকেটার হিসেবে যা করেছিলেন মাহেলা জয়বর্ধনে।

১ প্রথম দল হিসেবে টি২০ বিশ্বকাপের একটি সংস্করণে ভারত ওভার বাউন্ডারির সংখ্যায় একশোর গণ্ডি পেরোল।

গোতির লাইসেন্সেই সুপারহিট অভিষেক

আহমেদাবাদ, ৮ মার্চ : আহমেদাবাদের তীব্র গরম আর গগনভেদী নীল-গর্জনের মাঝেই টস হেরে যখন ভারত ব্যাটিংয়ে নামল, তখন নিউজিল্যান্ডের লক্ষ্য ছিল দ্রুত উইকেট তুলে চাপ বাড়ানো। কিন্তু ম্যাট হেনরি বা জ্যাকব ডাফিরা হয়তো বুঝতে পারেননি, ভারতীয় দলে এখন উইকেটের কোনও দামই নেই! কোচ গৌতম গম্ভীর ও অধিনায়ক সূর্যকুমার যাদব তাঁদের ব্যাটারদের 'লাইসেন্স' দিয়ে দিয়েছেন- হয় মারো, নয়তো আউট হও। ক্রিজে গিয়ে সেট হওয়ার কোনও সময় নেই। প্রথম বল থেকেই বোলারদের ওপর স্টিমরোলার চালাতে হবে। এই দর্শনের বড় প্রমাণ অভিষেক শর্মা। গোটা টুর্নামেন্টে তাঁর রান ছিল ০, ০, ০, ১৫, ৫৫, ১০ ও ৯! পুরোনো নিয়ম মানলে ফাইনালে তাঁর বাদ পড়াটা ছিল সময়ের অপেক্ষা। কিন্তু টিম ম্যানেজমেন্ট তাঁকে শুধু দলেই রাখল না, বরং তাঁর এই আগ্রাসী মানসিকতাকেই ব্যাক করল। এই ভরসার দাম ফাইনালে কড়ায়-গণ্ডায় চুকিয়ে দিলেন তিনি। ১৮ বলে তাঁর হাফসেঞ্চুরি আর সঞ্জু স্যামসনের তাণ্ডবে পাওয়ার প্লে-তেই ৯২/০ স্কোরে কিউয়িদের মেরুদণ্ডটাই ভেঙে দেয় ভারত।

ফাইনালের পর কে কী বললেন

এক স্পেশাল অনুভূতি! গতবার (২০২৩) ঘরের মাঠে ট্রফি জেতা হয়নি, এবার বিশ্বসেরার শিরোপা পেলাম। টুর্নামেন্টের আগে প্রচুর ঘাম ঝরিয়েছি, তারই সুফল এটা। ঘরের মাঠে বিশ্বজয়, ফাইনালে ম্যাচের সেরা-এর চেয়ে ভালো আর কী হতে পারে! আমাদের বোলিং ইউনিট কখনও ভেঙে পড়েনি, সবসময় ফোকাস ধরে রেখেছি।

- জসপ্রীত বুমরাহ

দুর্দান্ত অনুভূতি! ২০২৪ নাকি আজকের রাত, কোনটা সেরা সেটা বুঝতে এখনও ২-৩ দিন লাগবে। আমাদের দলে একঝাঁক ম্যাচ-উইনার, তাই আত্মবিশ্বাস সবসময়ই ছিল। আর হ্যাঁ, ম্যাচ শেষে দৌড়ে ড্যারিল মিচেলের কাছে গিয়েছিলাম ক্ষমা চাইতে। বলটা ছুঁড়তে গিয়ে একটু বেশিই রিভার্স সুইং হয়ে গিয়েছিল!

- অর্শদীপ সিং

এই সাফল্যের পুরো কৃতিত্ব আমাদের সাপোর্ট স্টাফদের। ওঁরা দুর্দান্ত কাজ করেছেন। দলের প্রতিটি খেলোয়াড়কে সারাক্ষণ আত্মবিশ্বাস জুগিয়ে আমাদের থেকে সেরাটা বের করে এনেছেন।

- ওয়াশিংটন সুন্দর

অবিশ্বাস্য অনুভূতি! পরপর দুটো টি২০ বিশ্বকাপ ট্রফি জয় বলে কথা! অভিষেকের জন্য আজ খুব ভালো লাগছে। পরিস্থিতি যেমনই হোক না কেন, আমরা সবসময় নিজেদের মধ্যে কথা বলি, মতামত ভাগ করে নিই। মাঠের ভেতরে তারই সুফল মিলল, আমরা আজ বিশ্বজয়ী।

- বরুণ চক্রবর্তী

অসাধারণ জয়। বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন ভারতীয় দলকে অভিনন্দন। পুরো টুর্নামেন্টে তোমরা ব্যতিক্রমী ক্রিকেট উপহার দিয়েছ। তোমাদের দৃঢ়তা, দুর্দান্ত প্রদর্শন গোটা দেশকে গর্বিত করেছে।

- অমিত শা

আবারও চ্যাম্পিয়ন! দুরন্ত জয়। আলাদা করে সঞ্জু স্যামসন, জসপ্রীত বুমরাহর কথা বলব। গোটা টুর্নামেন্টে অসাধারণ খেলল দুইজনে। অভিনন্দন টিম ইন্ডিয়াকে, খেতাব ধরে রেখে গোটা দেশকে অসাধারণ মুহূর্ত উপহার দেওয়ার জন্য।

- রাহুল গান্ধি

গোটা দেশকে তোমরা গর্বিত করলে। অভিনন্দন পরপর জোড়া বিশ্বকাপ জেতার জন্য। ভয়ডরহীন ক্রিকেট খেলেছ তোমরা। হৃদয় থেকে জসপ্রীত, সঞ্জু, ঈশান, অক্ষর, অভিষেক, শিবম, সবাইকে স্পেশাল অভিনন্দন। হিন্দুস্তান জিন্দাবাদ।

- সানি দেওল

মিত্র ব্রিজে সেরা সুবোধ-রতন, প্রণব-অভিজিৎ

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ৮ মার্চ : মিত্র সম্মিলনীর উত্তরবঙ্গভিত্তিক একদিবসীয় অকশন ব্রিজে সনৎকুমার রায় চ্যাম্পিয়ন ট্রফি জিতেছেন সুবোধ অধিকারী-রতন সাহা (উত্তর-দক্ষিণ) ও প্রণব দাস-অভিজিৎ হালদার (পূর্ব-পশ্চিম)। তপন ভট্টাচার্য রানার্স ট্রফি পেয়েছেন সঞ্জয় দে-শ্যামল বাগচী (উত্তর-দক্ষিণ) ও কমলেশ সাহা-জীবন দাস (পূর্ব-পশ্চিম)। তৃতীয় স্থানের জন্য রমেনচন্দ্র দে ট্রফি উঠেছে বিকাশ চৌধুরী-রতন সরকার (উত্তর-দক্ষিণ) ও প্রদীপ বসু-সৌরভ ভট্টাচার্যের (পূর্ব-পশ্চিম) হাতে। একদিবসীয় এই প্রতিযোগিতায় কমল লাহিড়ী ও অমিতাভ দাস বিচারকের দায়িত্ব পালন করেন। পুরস্কার তুলে দেন মিত্র সম্মিলনীর সভাপতি অশোক ভট্টাচার্য, সচিব সৌরভ ভট্টাচার্য, ট্রফি ডোনার তমাল ভট্টাচার্য, সৌরভ রায়, প্রদীপ দে প্রমুখ।

মিত্র সম্মিলনীর অকশন ব্রিজে পুরস্কার হাতে সফল খেলোয়াড়রা।

উত্তরের খেলা

জয়ী ইউনাইটেড

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ৮ মার্চ : মহকুমা ক্রীড়া পরিষদের কম্বাইন্ড ইঞ্জিনিয়ারিং ও রবিন পাল ট্রফি প্রথম ডিভিশন ক্রিকেট লিগের সুপার সিক্সে রবিবার নকশালবাড়ি ইউনাইটেড ক্লাব ১১৮ রানে হারিয়েছে সূর্যনগর ফ্রেন্ডস ইউনিয়নকে। টসে জিতে ইউনাইটেড ৩৮ ওভারে ৮ উইকেটে ২০৫ রান তোলে। কুমার রায় ৭৪ ও অঞ্জন সাহা ৪৬ রান করেন। শুভম ৪০ রানে পেয়েছেন ৩ উইকেট। জবাবে সূর্যনগর ২৯.৪ ওভারে ৮৭ রানে গুটিয়ে যায়। সুভান ভৌমিকের অবদান ২৬ রান। কৃষ্ণ রায় ১ রানে ৩ উইকেট পেয়েছেন। ম্যাচের সেরা অভিজিৎ মজুমদারের শিকার ১২ রানে ৩ উইকেট।

বিজ্ঞাপন

ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারির ₹১কোটির বিজয়ী হলেন বহরমপুর-এর এক বাসিন্দা

পশ্চিমবঙ্গ, বহরমপুর - এর একজন বাসিন্দা সোহান রহমান - কে 13.12.2025 তারিখের ড্র তে ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারির 91J 86799 নম্বরের টিকিট এনে দেয় এক কোটি টাকার প্রথম পুরস্কার। তিনি সিকিম রাজ্য লটারিতে পুরস্কার দাবির ফর্ম সহ তার বিজয়ী টিকিটটি জমা দিয়েছেন। বিজয়ী বললেন "বিশ্বাস করা কঠিন যে আমি এই অল্প বয়সে কোটিপতি হয়েছি। কিন্তু বিষয়টি অবিস্মরণীয় এবং আমি ডিয়ার লটারি এবং সিকিম রাজ্য লটারিকে এই চূড়ান্ত সুযোগ দেওয়ার জন্য ধন্যবাদ জানাতে চাই। এই বিশাল পুরস্কারের অর্থ আমার আর্থিক অবস্থার উন্নতি করবে এবং আমরা সুখে আমাদের জীবনযাপন করব।" ডিয়ার লটারির প্রতিটি ড্র সরাসরি দেখানো হয়।

* বিজয়ীর তথ্য সরকারি ওয়েবসাইট থেকে সংগৃহীত।

নয়ন সম্মুখে তুমি নাই
নয়নের মাঝখানে নিয়েছো যে ঠাঁই

১২তম প্রয়াণ বার্ষিকী
৯ই মার্চ ২০১৪ (রবিবার)

শ্রদ্ধার্ঘ্য

৺রাইমোহন সাহা

আজ ১২তম বৎসর অতিক্রান্ত সেইদিন, যেদিন তুমি আমাদের শোকসাগরে ভাসিয়ে চলে গেলে, রেখে গেলে তোমার অন্তরের অফুরন্ত ভালোবাসা। আজও তুমি অম্লান আমাদের নয়নের নীরে, হৃদয়মন্দিরে। তোমায় জানাই প্রণাম।

ভাগ্যহীনা - দিপালী সাহা (স্ত্রী)

ভাগ্যহীন -
রনব্রত সাহা (খোকন) (পুত্র)
সুব্রত সাহা (শিবু) (পুত্র)
দেবব্রত সাহা (দেবু) (পুত্র)
অসিত রায় (জামাতা)

ভাগ্যহীনা -
শুক্লা সাহা (পুত্রবধূ)
লক্ষ্মী সাহা (পুত্রবধূ)
লুনা সাহা (পুত্রবধূ)
পম্পা রায় (কন্যা)

নাতিগণ -
অঙ্কুর, রাজদীপ, সৌরদীপ, সৌম্যদীপ ও অর্ঘদীপ
নাতনী - দেবাদৃতা ও দেবস্মীতা

অভয় এন্ড কোম্পানী
নেহেরু রোড, খালপাড়া, শিলিগুড়ি